জেনেভা-ভ্রমণ

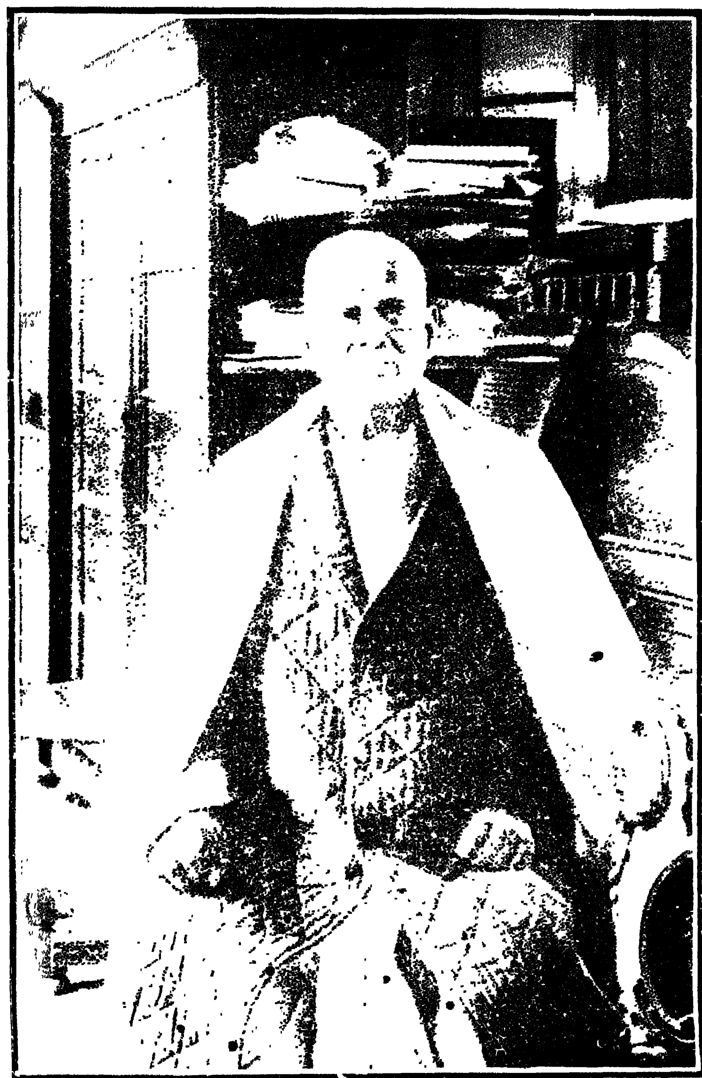
শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

মূল্য বার আনা

প্রকাশক—শ্রীনিখিলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী
২০ স্থূরী লেন, কলিকাতা

আশ্বিন, ১৩৪০

প্রিণ্টার—কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস
৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।



শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

জেনেভা-ভ্রমণ

বম্বে পথে

শুক্রবার, ১৫ই আগষ্ট ১৯৩০

আবার রেলে-জাহাজে চলিতে চলিতে যথাসাধ্য ভ্রমণকথা লিখিবার পালা। ছেলে মেয়ে, নাতি, নাত্নী সবার অনিচ্ছায় এই দুঃসাধ্য কর্ম্ম চেষ্টা! হাতে, চোখে বল নাই, মনে শরীরে বল নাই, তথাপি তৃতীয়বার বিলাত-যাত্রার চেষ্টা যে করিতে পারিতেছে, সে সময়মত দু'এক ছত্র লিখিতে পারিবে না এ কথা শুনিবে কে? যাঁহারা এই কথা পড়িতে চান তাঁহাদেরই জন্য এই চেষ্টা।

যেদিন বাঙ্গালার গবর্ণর সার হিউ ষ্টিফেনসন বড়লাট লর্ড আরউইনের পক্ষ হইতে জেনিভায় "লিগ্ অব নেসনসে" যাইবার জন্য আহ্বান ও নিমন্ত্রণ করিলেন সেই দিন হইতে গৃহে কি নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে! কত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কতই বুঝিতে ও বুঝাইতে হইয়াছে, কত করিতে ও করাইতে হইয়াছে তাহা যে জানে ও দেখিয়াছে সেই বুঝিবে। অপরকে বুঝাইবার প্রয়োজন কোথা? প্রতিবারই হয় এই ব্যাপার। তিনবার বিলাত

ও একবার দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ায় এই সকল বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে। অতএব নূতন কিছুই নহে, তবে এবার পুত্র নিখিল চন্দ্র সঙ্গে যাইতেছে না। শরীর ও মন ভগ্ন এবং বাড়ীসুদ্ধ সকলের অসুখ এইজন্য বাধা এইবার কিছু গুরুতর; কিন্তু ইচ্ছাশক্তিতে তাহা অতিক্রম হইয়াছে। নিজের শরীরও কয়েক মাস অবধি বিশেষ ভাল ছিল না, উপস্থিত অনেকটা ভাল। কর্ত্তব্যের আহ্বান বলিয়া যাহা মনে করিয়া আসিতেছি ও মনে করি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না।

অনিচ্ছা-সত্ত্বেও যাহারা শেষে মত করিয়া শক্তি ও উৎসাহ দিয়া এই গুরুতর কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ও শ্রীভগবানের চরণে মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া বিলাতী মেলে রাত্রি দশটার সময় হাওড়া ষ্টেশন ছাড়িয়াছি।

বিদায় ও আয়োজনের পালা কয়দিন ধরিয়া চলিতেছিল। গতকল্য তাহা চরম মাত্রায় উপনীত হইল, শতজনের সহিত আলাপ-আপ্যায়ন, শতাধিক রকমের কার্য্যের মধ্য দিয়া যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। সাশ্রুনয়নে সকলে বিদায় দিল।

বাড়ীতে ও ষ্টেশনে কতলোক আসিয়াছিল তাহার ঠিক নাই। অনেককে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। অনেকে সে কথা শুনিয়া-ছিলেন, আবার অনেকে শুনেনও নাই। পথেও মালা তোড়ার অভাব হয় নাই। এখনও এত লোকের দয়া ও স্নেহ প্রাপ্তির সৌভাগ্য হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট। সমস্ত দিন কত রকমের কতলোক শুভ ইচ্ছা জানাইয়া গেলেন তাহা বলিতে পারি না। নিজের সাংসারিক ব্যবস্থা পরিবারবর্গের সহিত ধীরে সুস্থে দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তা এবং পথের আয়োজন শেষ করিয়া একটু বিশ্রাম ও খাবার সময় পাওয়াও শেষ পর্য্যন্ত দুর্ঘট হইল। বিলাত যাওয়া বা আফ্রিকা যাওয়ার কথা লইয়া পূর্ব্ব হইতে কোনবার ঢক্কা নিনাদিত হয় নাই। অনেকে শেষ মুহূর্ত্তে

জানিতে পারিয়া দেখা করিতে আসিলেন। অনিশ্চিত অবস্থায় যাওয়া হইবে কি না জানিবার জন্য অনেকে আসিলেন। এইরূপে অতি কষ্টে আসিবার আয়োজন সম্পন্ন হইল। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে মনে হইল যথাসময়ে হয় তো যাত্রা দুর্ঘট হইবে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় সকল রকমের মেঘ কাটিয়া গেল।

সুসজ্জিত ওভারল্যাণ্ড মেলে যাত্রা হইল। সহযাত্রী সার জেহাঙ্গীর কয়াজী, প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক, আমার কামরাতেই স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে তুলিয়া দিয়া গেলেন। মোগলসরাই ষ্টেশনে পরলোকগত রাজা মুনসী মাধোলালের দৌহিত্র লেফট্‌ন্যাণ্ট নন্দলাল ও চিওকী ষ্টেশনে প্রভাতচন্দ্রের শ্বশুর মণীন্দ্র বাবু দেখা করিয়া গেলেন। বর্ম্মার গবর্ণর সার চার্লস ইনেস্‌ ও কাশী-নরেশের কর্ম্মচারী কর্ণেল গিরিজাপ্রসাদ এই গাড়ীতেই যাইতেছেন। বৃষ্টির বিরাম নাই, পাহাড়, জঙ্গল, বনপ্রদেশ সব বারিবিধৌত হইয়া নবশোভা ধারণ করিয়াছে। খর গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নতাপদগ্ধ এই প্রদেশের নগ্নসৌন্দর্য্য দর্শনে ১৯১২ সালে প্রথম বিলাত-যাত্রার সময় স্তম্ভিত ও ভীত হইয়াছিলাম। ১৯২৫ সালে আফ্রিকা-যাত্রার সময় এ পথে যাওয়া ঘটে নাই, কারণ সেবার দিল্লী হইয়া বম্বে যাইতে হইয়াছিল।

যে পথে বার বার যাওয়া হয় সে পথের সৌন্দর্য্য সকল সময় উপভোগ্য হয় না, বিশেষতঃ নয়ন এখন নবীন নহে। বহু বৎসর সেবার পর নয়ন যে এখনও সাহায্য করিতেছে ইহাই শ্রীভগবানের পরম আশীর্ব্বাদের নিদর্শন। পূর্ব্বপরিচিত মাণিকপুর, বাটন, কাটনী, জব্বলপুর প্রভৃতি সহর পার হইয়া গাড়ী ছুটিয়াছে। নূতন বড় কিছু নয়ন পথে পড়িল না। কেবল নূতনের মধ্যে নর্ম্মদা নদীর বর্ষার নবীন শোভা দর্শনে মোহিত হইলাম। বন্যা হইলে জল প্রায় সাঁকোর সমান হইয়া থাকে। নদী বর্ষায় ফুলিয়া উঠিয়াছে, কূলে কূলে জল উঠিয়াছে

তথাপি জল নূতন পুলের অনেক নীচে। পূর্ব্বে যে পুলে পার হইয়াছিলাম বন্যায় তাহা নষ্ট করিয়াছে। নূতন লোহার পুল নবীন গৌরবে দাঁড়াইয়া আছে।

পথে মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রামে চাষা কিংবা কুলির দল রেলের ধারে ঘর বাঁধিয়া নাচ-গান আমোদে কাজের অবসরটুকু উপভোগ করিতেছে। তাহাদের নাচটা প্রায় সাঁওতালি ধরণের। বর্ষার প্রাচুর্য্যে অধিক শস্যলাভের আশাই এই আনন্দের কারণ। মানুষ আশাশূন্য থাকে না, থাকিতে পারে না, থাকিতে চাহেও না।

কোট-প্যাণ্টের দাসত্ব ছাড়িয়া ধুতিতেই চলিতেছি। নানা কারণে অনিদ্রার হাত হইতে অব্যাহতি নাই।

শনিবার ১৬ই আগষ্ট ১৯৩০

প্রায় সমস্ত রাত্রিতেই বৃষ্টি হইয়া যথেষ্ট ঠাণ্ডা হইয়াছে, বৈদ্যুতিক পাখা চালাইতে হয় নাই। গাড়ীর অতি দ্রুত বেগবশতঃ ভাল নিদ্রা হয় নাই। নাসিক ষ্টেশনে প্রভাত হইল। রাম-সীতা-লক্ষ্মণের কীর্ত্তিপূত নাসিকতীর্থ ষ্টেশন হইতে অল্পদূরে। পুণ্য কথা স্মরণ করিয়া আনন্দ পাইলাম।

ঘাটপর্ব্বতের রেলওয়ে প্রণালীর কৌশলের বিবরণ পূর্ব্বে প্রকাশিত "ইয়ুরোপে ৩ মাস" "প্রবাস কথা" প্রভৃতি গ্রন্থে দিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সুইজারল্যাণ্ডে আলপস পর্ব্বতে উঠিবার ছোট রেলগাড়ীতে চড়িবার সুযোগ গত বার হয় নাই, এবার তাহা মিটিবার সম্ভাবনা আছে। ঐ ছোট রেলের অনুকরণে সিমলায় ও দার্জ্জিলিঙ্গে রেলপথ তৈয়ারী হইয়াছে।

বর্ষাবিধৌত ঘাট-পর্ব্বতাদির শোভা অতুলনীয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতে হয়। সে মোহের অবসর কিন্তু এখন কম।

নানা মোহে এখন মন সমাচ্ছন্ন। ভাবিয়াছিলাম ঘাট ও পার্ব্বত্য দেশ বেশী ঠাণ্ডা হইবে কিন্তু তাহা না হইয়া বরং গরম অধিক। জাহাজে উঠিবার আয়োজনে গরম অধিকতর কষ্টকর হইল। কয়াজী সাহেবের সাহায্যে পরিশ্রমের কতকটা লাঘব হইল। ছেলে-মেয়েরা যত্নপূর্ব্বক যেরূপ সুচারুভাবে অল্প স্থানে সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গুছাইয়া দিয়াছিল, সেভাবে রাখা আমার পক্ষে অসাধ্য হইল। যা তা করিয়া সারা জীবনটাই তো কাটিল এখন তা ছাড়া গতি কি? কোন্ কাপড়ের পাট ভাঙ্গিব তাহার চিন্তার শক্তিও নাই আবশ্যকও নাই। কল্যাণ জংশন পার হইয়া প্রাতর্ভোজন শেষ করিলাম। কয়াজী সাহেবকে দিয়াও তিন বেলা বাড়ীর তৈয়ারী স্বাস্থ্যকর খাবার খাইয়া দিন কাটিল। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে সাধ্যপক্ষে চা ও কফি ছাড়া রেলের খাবার স্পর্শ করি না, যদিও বম্বের পথে ব্রাগুন কোম্পানি খাবার দেয় ভাল।

ক্রমে বম্বের নিকটবর্ত্তী খাড়ি ও উপনগর পার হইলাম। ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইয়া সহরের ভিতর দিয়া ডাকগাড়ী ব্যালাড পিয়ার বন্দরে জাহাজের গায়ে লাগিবার জন্য মন্থরগতিতে চলিল। আমিও ভ্রমণ কথার প্রথমাংশ শেষ করিয়া পুণ্য-ভারতভূমির কূল ত্যাগ করিবার জন্য ভগবচ্চরণে প্রণত হইয়া প্রস্তুত হইলাম। তিনি সকলের সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধন করুন ও সকলকে সুমতি দিন।

১৬ই আগষ্ট শনিবার ১৯৩০ (এস্ এস্ নারকণ্ডা)

বেলা ১১৷৷০ টার সময় ডাকগাড়ী বম্বে ব্যালাড পিয়ার বন্দরে পৌঁছিল। বম্বের এটর্ণী বন্ধুরা অনেকে উপস্থিত। শ্রীযুক্ত নগীন দাস ও তাঁহার কন্যা মালা তোড়া দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। [illegible] মারচ্যাণ্ট, দাদা চাঁদজী প্রভৃতি যাঁহারা পূর্ব্ববারে বম্বেতে যথেষ্ট আপ্যায়ন

করিয়াছিলেন ও কলিকাতায় গিয়া আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দলবলে আসিয়া বিশেষ সংবর্দ্ধনা করিলেন। ফিরিবার সময় দুই চারিদিন থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীভগবান্ যেরূপ নির্দ্দেশ করিবেন তাহাই শিরোধার্য্য। ব্যালাড পিয়ার পৌছিবার পর ডেলিমেল সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফার ছবি তুলিলেন। হিন্দুস্থান সংবাদ পত্রের রিপোর্টার বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে মতামত লইবার জন্য আসিলেন। মহাত্মা গান্ধী—নেহেরু-নাইডুর সঙ্গে সপ্রু-জয়াকর সম্প্রদায়ের সন্ধি স্থাপনের যে চেষ্টা করিতেছেন—তাহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের জন্য বিশেষ পীড়াপিড়ি করিলেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সহজসাধ্য হইত, আজ তাহা সম্ভব হইল না। ইহার কারণ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সার তেজবাহাদুর সপ্রুর সহিত জাহাজে আসিয়া যে আলোচনা হইয়াছে তাহা পূর্ব্বাহ্ণে প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে এই মাত্র বলিলাম "নেহেরু সম্প্রদায়" যে জিদ ধরিয়াছেন যে, বড়লাট ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া ঘোষণা করিয়া দিন যে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস" পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হইবে—ইহা না হইলে তাঁহারা শান্তি-স্থাপন সম্বন্ধে কোন কথাই বলিবেন না। বর্ত্তমান সময় এ কথা বলা দুঃসাধ্য; কারণ এরূপ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা বড়লাটের অধিকারের বাহিরে। কেবল পার্লামেণ্ট ইহা বিচার ও বিবেচনার পর স্থির করিতে পারেন; এইরূপ বার্ত্তা বড়লাট ঝটিতি প্রকাশ না করিলে যদি নেহেরুদলের শান্তিস্থাপন করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে শান্তির আশা সুদূরপরাহত। হিন্দুস্থান সংবাদপত্রের রিপোর্টারকে আমি ইহার অধিক কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। সপ্রুর নিকট কোন কথা না পাইয়া আমার সহিত তাঁহার কি কথা হইল জানিবার জন্য রিপোর্টার মহাশয় বিশেষ পীড়াপিড়ি করিলেন।

অন্যবার ছোট ছোট জাহাজে গিয়াছিলাম, সহজে 'ঘর বাড়ী' করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এ জাহাজ লোকারণ্য, শীঘ্র সহিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। সিভিলিয়ান গিরিজাশঙ্কর বাজপাই আমাদের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় সেক্রেটারী হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা ১৯২৫ সালের কথা। মহারাজ বিকানীরের নিজ সেক্রেটারী রূপে সপরিবারে এবারও সহযাত্রী। মহারাজ ১৪ জন অনুচর লইয়া লিগ অব নেসন্‌সে যাইতেছেন। তিনি যথেষ্ট ভদ্রতা করিলেন। তাঁহার সহিত পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। এটর্নী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ করের জামাতা শ্রীযুক্ত সুখময় ঘোষ (বাঙ্গলার স্বাস্থ্যবিভাগের ইঞ্জিনিয়ার) ও তাঁহার পুত্র এ জাহাজে আছেন। বর্ম্মার গভর্ণর স্যর চার্লস ইনেস্ ৪ মাস ছুটী লইয়া আমাদের সঙ্গে যাইতেছেন। অতএব পরিচিত লোকের অভাব নাই।

আমার ক্যাবিন সর্ব্বউপরের ডেকে। বর্ষার সময় সেটা বড় সুবিধা-জনক নহে। জাহাজ বড় হইলেও ক্যাবিন ছোট। আহারের টেবিলে দেশী লোকেরা এক টেবিলে ও সাদা লোকেরা অন্য টেবিলে আপনা হইতে বসিয়া পড়ে। এ ব্যবস্থা একপক্ষে মন্দ নহে। কোন পক্ষেরই ইহাতে অসুবিধা নাই বরং সুবিধা। আহারের ব্যবস্থা প্রচুর। আহার চলিতেছেও মন্দ নয়।

শেষ বর্ষায় আরবসমুদ্র কি মূর্ত্তি ধারণ করিবেন সে বিষয় জল্পনা ও কল্পনা রীতিমত চলিতে লাগিল; কাহার সমুদ্র পীড়া কিরূপ হয়, তাহার আলোচনাও চলিতে লাগিল। প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ঘর। কফি খাইবার প্রকাণ্ড স্বতন্ত্র ঘর, বেড়াইবার ও খেলিবার বিস্তীর্ণ স্থান, পুষ্করিণীতে অবগাহন স্নান ও সাঁতারের রীতিমত ব্যবস্থা রহিয়াছে। কুস্তী ইত্যাদি খেলার নানাপ্রকারের আখড়া আছে। বহুবিধ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থাও প্রচুর।

বেলা ১৷৷০ টার সময় জাহাজ ছাড়িল; ডক হইতে সাবধানে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। দূর হইতে বম্বের পুরাতন পরিচিত গৃহ, কল ও সহরের সাধারণ শোভা দেখিতে দেখিতে এলিফ্যাণ্টা কেভ ও দুর্গকে পশ্চাতে রাখিয়া জাহাজ ধীরে ধীরে আরব সমুদ্রে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সংযতচিত্তে সর্ব্বনিয়ন্তার পদে আত্মনিবেদন করিয়া চতুর্থবার মাতৃভূমির চরণে বিদায় লইলাম।

আজ মহারাজ বিকানীর লাটসাহেবের তার পাইলেন; তাঁহাকে রাউণ্ড টেবলে বসিতে হইবে। মহারাজ বিকানীর ডাকিয়া অনেক কথা আলোচনা করিলেন এবং পরে আরও ঐ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিবেন ইঙ্গিত করিলেন। এ সকল বিষয় এখন প্রকাশ করা অসঙ্গত।

স্যর হবার্ট কার নামে একজন খ্যাতনামা কলিকাতার সওদাগর এ জাহাজে আছেন। সম্প্রতি তিনি এ সকল বিষয় কাগজে অনেক আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গেও এ বিষয় লইয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ভারতের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে শুধু হিন্দুর বা এক শ্রেণীর হিন্দুর কথা কহিবার অধিকার আছে তাহা নহে। সকল মতের সমন্বয় করিয়া কার্য্য করিতে না পারিলে কার্য্য পণ্ড হইবে। লোকের কষ্ট আরও বাড়িবে, ইহাতে আসল কথা কিছু মাত্র অগ্রসর হইবে না।

বম্বে সহরকে পশ্চাতে রাখিবার অল্প পরই ঝড় উঠিল এবং ডেকের উপর সময় সময় ঢেউ আছড়াইতে লাগিল। ঢেউ ও বাতাসের জন্য ডেকে বেড়ান সুখকর হইল না। বৈঠকখানা ঘরেই গল্পগুজবে সময় কাটিতে লাগিল। আর সময় গেল ঘর বদল করিয়া ঘর গুছাইতে। বিনয়ী, কর্ম্মঠ, ভৃত্যদলের সাহায্যে মনের মত যত দূর হয় পরিচ্ছদাদি গুছান অল্প সময়ের মধ্যে হইল। নন্দলাল পুরী সাহেবের পুত্র স্বরূপপ্রকাশ, বাজপাই সাহেবের স্ত্রী ও বিকানীর মহারাজার কোন কোন

পারিষদের মধ্যে "সমুদ্রপীড়া" উপস্থিত হইল। জাহাজ বাতাসে নাচিতেছে, দুলিতেছে, হেলিতেছে। বর্ষার শেষে আরব সমুদ্রে যাত্রীগণের সমুদ্র-পীড়া হয়। ইহা বেশী না হইলেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আপাততঃ আমার সমুদ্রপীড়ার কোন চিহ্ন দেখিতেছি না। কয়েকটী ক্যাবিনের লোকের খাওয়া তো প্রায় বন্ধই হইয়াছে। আজ জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে সামুদ্রিক "ওজোনের" (ozone) সাহায্যে আহারক্রিয়া রীতিমত ও সুচারুরূপে চলিয়াছে। জলযোগ, চা ও রাত্রের খাওয়া সবই চলিয়াছে; অতএব স্বাস্থ্যোন্নতির সম্ভাবনা খুবই আশা করা যাইতে পারে।

প্রত্যহ লিপিবদ্ধ করিবার ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা জাহাজে সর্ব্বদা ঘটে না। যে পথে একাধিক বার যাতায়াত হইয়াছে, "চশমার নম্বর" যতই বদল হউক সে পথে নূতন জিনিস দেখা কঠিন। বর্ষার শেষে আরব সমুদ্রের তরঙ্গ অধিক। উত্তাল তরঙ্গমালায় সাগর আলোড়িত হইতেছে। রেলিং ধরিয়া অনন্ত "লবণাম্বুরাশির" শোভা উপভোগ করা সর্ব্বদা সহজ নহে। ডেকে বেড়ানও বড় সুখকর নহে। প্রায়ই ডেকের উপরিভাগ তরঙ্গভঙ্গের জলরাশির দ্বারা বিধৌত হইয়া থাকে। এরূপ সময়ে মনে পড়ে রাজা রামমোহন রায়ের অমর সঙ্গীত "বন্ধু সকলে কোথায় আনিলে"। এক্ষেত্রে বন্ধুদিগকে, আত্মীয়দিগকে দোষ দিবার আমার উপায় নাই; কারণ বারণ তো সকলেই করিয়াছিলেন। কেহ এ বয়সে দীর্ঘ পথ বর্ষাশেষে ভরাভাদ্রে আসিতে উৎসাহ দেন নাই। গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা যাঁহার সৃষ্টি, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সকল বিপদ ও অসুবিধার মধ্যে পথ দেখাইতেছেন ও দেখাইবেন।

আমি এখন যে ক্যাবিন পাইয়াছি তাহা "বি" ডেকের উপর ষ্টারবোর্ডের প্রথম ক্যাবিন। দুইদিকে জানালা আছে তাহাতে সুবিধা ও অসুবিধা দুইই। জাহাজে জনতার ভিড়, খেলাধূলা, নাচগানের

গোলমাল, ঝড়ঝাপট প্রকোপ ইত্যাদির অসুবিধার সহিত মুক্ত হাওয়ার শ্রেষ্ঠ সুবিধা আছে। আমার ক্যাবিনের উপরে কর্ম্মচারীদের আবাস-স্থান। সম্মুখে কিছু দূরে বসিবার ঘর, সঙ্গীতালাপের ঘর। এই ঘরের মোটা কাঁচ-আঁটা জানালার ভিতর দিয়া দেখা যায় বড় বড় ঢেউ উঠিতেছে, আছড়াইতেছে ভাঙ্গিতেছে—"সফেনপুঞ্জ" নীলাম্বরী আঁচল মেলিতেছে; দেখিতে বড়ই মনোরম। ভয় ও বিস্ময়ের আনন্দ ও আতঙ্কের ভাব উপভোগ করিবার এমন সুযোগ কখন হয় নাই। এ সময়টা পারতপক্ষে আরব সাগরে সহজে কেহ পাড়ি জমাইতে চাহে না, কিন্তু বিধির নির্দ্দেশে আমার ঘটিয়াছে।

ফার্ষ্ট ক্লাশ ও সেকেণ্ড ক্লাশের অনেক যাত্রীই অসুস্থ। ডেকের উপর দু'দিন দৌড়াদৌড়ির ধুমধাম তেমন নাই। সেকেণ্ড ক্লাশে অনেকগুলি ভারতীয় ছাত্র ও যুবক যাইতেছেন। তাঁহাদের কাছে সর্ব্বদাই যাইয়া আলাপ ও আপ্যায়ন করি। নিখিলের সহপাঠী শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পুরী সাহেবের পুত্র, 'ঠাকুর' 'ঘোষ' 'রায়' 'সিংহ' প্রভৃতি অনেকেই যাইতেছেন।

বড় জাহাজ বলিয়া ক্যাবিন ও বসিবার ঘর প্রভৃতির বন্দোবস্ত ভাল। পূর্ব্বে যে সকল জাহাজে গিয়াছি তাহাতে এত সুবিধা ছিল না। এ জাহাজ কয়লার সাহায্যে চলে না, তেলের সাহায্যে চলে, একারণে গরম ও অপরিষ্কার কম হয়। ক্যাবিনে রীতিমত রেলিং দেওয়া খাট, আরসী-দেওয়া আলমারী, দেরাজ প্রভৃতি আছে। নিয়মিত সমুদ্রের ঠাণ্ডা ও গরম জলে স্নান ও আহার দস্তরমতই চলিতেছে; কোন বিষয়ের অভাব জানা যায় না।

নিদ্রার প্রাচুর্য্য ও মেঘের ঘনঘটার জন্য সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত-দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিতেছে না। কিন্তু প্রথম যাত্রার "বর্ণরূপং নমামি" যাহা সম্ভব হইয়াছিল তাহা ভুলিতে পারিব না। রবিবার গির্জ্জা হইয়াছে,

শনিবার বিকাল। বিপদের সময় আত্মরক্ষার ব্যবস্থার অভিনয় হইয়াছে। সাঁতার দিয়া সমুদ্রে ঝড়ে আত্মরক্ষার শক্তি ভগবান্ দিলে সবই সম্ভব। যথাসাধ্য বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার শিক্ষা দেওয়াই এসব আয়োজনের উদ্দেশ্য।

রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত নিদ্রা হয় নাই। বাতাসের জোর, সমুদ্রের তরঙ্গ জাহাজের গতি রোধ করিতেছে। প্রথম দুদিন জাহাজ ৩৬০ মাইলের অধিক চলিতেছিল, এখন গতি কমিয়াছে। হাওয়ার বেগ হইতে আত্মরক্ষার জন্য রাত্রে কিছুক্ষণ জাহাজের মুখ ঘুরাইয়া রাখিতে হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত গরমের সময় এরূপ করিতে হয় কিন্তু হাওয়ার সময়ও ঐরূপ করিতে হয়, তাহা জানিতাম না। জলের দিকের সব জানালাই বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। যাঁহারা নীচের ক্যাবিনে আছেন, হাওয়া বন্ধ হওয়াতে তাঁহাদের বেশী কষ্ট, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সে অসুবিধা নাই। মাঝে মাঝে ডেকের উপর বড় বড় ঢেউ আছড়াইয়া পড়িতেছে আবার ডেক ধুইয়া সরিয়া যাইতেছে। ভয়, বিস্ময় ও পুলকের সহিত এই সাগরনৃত্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। ঢেউয়ের উপদ্রবে পানকৌটি আর জলের উপর দেখা দেয় না, উড়োমাছও জাহাজের সঙ্গে আর উড়ে চলে না, প্রাণীমাত্রেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। যে সকল নরনারী আজ জাহাজ কত মাইল চলিতেছে বা চলিবে তাহা লইয়া বাজী খেলেন ও বিশেষ ব্যস্ত থাকেন তাঁহারাও নিস্তব্ধ। খেলাধূলা কম, পড়াশুনাই লোকে অধিক করিতেছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের নূতন গ্রন্থ "যোগাযোগ" কোন বাঙ্গালী সহযাত্রীর কাছে ছিল। প্রবীণ সাহিত্যিকের বহুদিনের সামাজিক নূতন পুরাতন অভিজ্ঞতার ফলে ইব্‌সেনের "ডলস্ হাউস" জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের কমিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র গুপ্তের "জয়ন্তী" ও পাঠ করিলাম।

সার জেহাঙ্গীর কয়াজী, গিরিজাশঙ্কর বাজপাই, সার চার্লস্ ইনেস্, সার হবার্ট কার, মহারাজ বিকানীর প্রভৃতির সহিত অধিক সময়ই লীগ ও রাউণ্ড টেবল সংক্রান্ত আলোচনা হয়। জানি না কার অনুগ্রহ বা নিগ্রহবশতঃ এই অচিন্তিত ও অযাচিত সম্মান লাভ করিয়া পৃথিবীর সুখ শান্তি সম্পদ স্থাপনের প্রয়াসী লীগ মহাসভার সদস্য হইবার অধিকারী হইয়াছি। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারও মুখরক্ষা হউক ইহাই বিনীত প্রার্থনা ও আশা।

আকাশ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন, তরঙ্গের ঘোর গর্জ্জন, প্রতিকূল বায়ুর সহিত সংগ্রাম চলিতেছে; পর্ব্বতসমান তরঙ্গ শ্রেণী। এই বিরাট তরণীও যেন অবস্থা-বৈগুণ্যে অবসন্ন। আমার এ ভগ্নপ্রায় ক্ষুদ্রতরিখানি কি প্রকারে কুলে আশ্রয় পাইবে তাহা বিধাতাই জানেন। বম্বে ছাড়িবার পরদিন রবিবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব—জন্মাষ্টমী—এই মহাজলধি বক্ষে বিস্ময় ও পুলকের সহিত কাটিয়াছে। গত বৎসর "প্রসাদপুর বাটীতে সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ব্রতপালনের দিন কত আনন্দ, কত আশার ও কত আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল। আর এক বৎসর কাটিয়াছে কিন্তু কি ভাবে কাটিয়াছে তাহা যাঁহার ভার তিনিই জানেন। তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এই শুভদিনে শ্রীরাধাগোবিন্দপদে উভয়ে একত্রে প্রণাম করিবার সুযোগ পাইব না। গঙ্গার ধারে ষ্ট্রাণ্ডে ও খিদিরপুরের ডকের পুলের উপর তাঁহাকে লইয়া এক দিন বেড়াইতে গিয়া কথাচ্ছলে বলিয়াছিলাম, কলিকাতার জেটিতে জাহাজে চড়িয়া একেবারে বিলাতের জেটিতে নামিব। তাহা ঘটিবার অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত সুযোগ কে জানে কোথা হইতে আসিল। আসিলাম একলা ভাবিতে ভাবিতে সংসারের যাবতীয় ভার তাঁর ক্ষীণ ক্লিষ্ট ও বহু ভারাক্রান্ত স্কন্ধের উপর ফেলিয়া। নিতান্ত চিন্তাহীন স্বার্থপরের

ন্যায় চলিয়া আসিলাম। বিস্তীর্ণ জলধি মাঝে এ-চিন্তাই অধিকতর পীড়াদায়ক হইয়াছে।

সমুদ্রের বিশুদ্ধ বাতাসে কয়দিনে শরীরের কিছু উপকার হইয়াছে। ডেকের উপর দৌড়াদৌড়ি না হউক বেড়ান রীতিমতই চলিতেছে। আহার দিনে রাত্রে ৫ বার কিছু না কিছু চলিতেছে। আহারের উৎপীড়নে বাকি যে কয়টা দাঁত আছে তাহাও বুঝি হারাইতে হয়। মেঘ অনেকটা কাটিয়াছে, বিকালের দিকে হাওয়ার বেগ কম, সূর্য্যদেবও দেখা দিতেছেন। আমরা আরব সাগরের শেষ বর্ষা "মস্থন', বা "মন্‌স্থনে"র রাজ্য ছাড়াইয়া আসিয়াছি। আফ্রিকার উপকূল হইতে যে পশ্চিমের হাওয়া জাহাজকে বিচলিত করিতেছিল তাহার প্রকোপ এখন এড়াইয়াছি। এখন সকোট্রা দ্বীপ বামদিকে—বহু দক্ষিণে—রাখিয়া সমুদ্রের ছোট খাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। সকোট্রা দ্বীপ জাহাজের পথ হইতে অনেক দূরে—দেখা যায় না; এখন বামে (দক্ষিণ দিকে) আফ্রিকার উপকূল, দক্ষিণে (উত্তর দিকে) আরব দেশের তীরভূমি আমাদিগকে বায়ুর বেগ হইতে রক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বতন নাবিকেরা এই জন্যই এ দ্বীপের নামকরণ করিয়াছিলেন "সুখধারা" (সকোট্রা) ইহা পার হইলেই 'মস্থনের' হাওয়ার দৌরাত্ম্য হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়। খোলা ধাও (Dhow) নৌকা কিংবা যে ছোট জাহাজ চিড়া ও মিঠাজল সম্বল করিয়া নির্ভয়ে গুজরাট হইতে সমুদ্র পার হইয়া পারস্য, আরবদেশ, আফ্রিকায় বাণিজ্য করিত, তাঁহাদেরই একজন নাবিক পথ দেখাইয়া ভাস্‌কোডিগামাকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে লইয়া যান ও ইউরোপীয় রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন।

ভারত-গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব-মন্ত্রী সার জর্জ্জ স্থষ্টারের স্ত্রী আমার পূর্ব্ব পরিচিত। লেডি স্থষ্টার এই জাহাজে যাইতেছেন, আজ দেখা হইল। বিনা তারের সংবাদে খবর আসিল শ্রীমান্ সুভাসচন্দ্র বসু জেলে

থাকিয়াও অল্ডারম্যান্ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র সেন গুপ্তের দলের সহিত বোধ হয় সন্ধি হইয়াছে নতুবা অল্ডারম্যান্ পদপ্রার্থীকে পরাজিত করা সহজসাধ্য হইত না।

জাহাজ কাল এডেন পৌঁছিবে এ-জন্য যাত্রীদল পত্রলেখা লইয়া ব্যস্ত। যে সময় এডেনে পৌঁছিবার কথা সে সময় কিন্তু পৌঁছিবে না। আজ বায়ুবেগ কমে নাই জাহাজ মাত্র ৩৩৫ মাইল চলিয়াছে। কাল ঝড়ের পর মেরামতের জন্য অর্দ্ধঘণ্টা মাঝসমুদ্রে দাঁড়াইয়া সময় কাটাইতে হইয়াছে, অতএব সময়ে পৌঁছান অসম্ভব।

বুধবার ২০এ আগষ্ট, ১৯৩০।

গাল্ফ অফ এডেনে প্রবেশের পর ভোর হইতেই গরম বোধ হইতেছে। গরম ক্রমশঃ বাড়িতেছে, কাল যে সব গরম পোযাক বাহির করিয়াছিলাম তাহা ছাড়িতে হইল। সমুদ্র জলে কাল স্নান বন্ধ ছিল, আজ স্নান হইল। তিনবার করিয়া কিছু না কিছু মাছ-মাংস খাওয়া চলিতেছে আজ তাহা বন্ধ করিয়া ফল ও ডিমের সাহায্য লইতে হইল। ঔষধ খাইবার কোনই প্রয়োজন হয় নাই। আজ ডেকের উপর এত জোরে বেড়াইয়াছি, বোধ হয় গত দু-বৎসরের মধ্যে এভাবে বেড়ান ঘটে নাই। আর কিছু না হউক এক সপ্তাহের মধ্যে এরূপ স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছে ইহা জানিয়া পরিজনবর্গ সুখী হইবেন। যাঁহারা সমুদ্র-পীড়ায় শয্যাগত ছিলেন, তাঁহারাও গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছেন। খেলা-ধূলা ও বাজি-খেলা বাড়িয়াছে। 'নীলাম্বরী সাড়ীর সাদা লেশের' বাহারও বাড়িয়াছে। ডেকের উপর আড়াল দিয়া সমুদ্র-জলে সাঁতার দিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত চলিতেছে, দেখি মেয়েরাও পিছপাও নন।

আমাদের সহযাত্রী ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীগিরিজাশঙ্কর বাজপাই সপরিবারে যাইতেছেন। মিসেস্ বাজপাই দৌড়ধাপের

মধ্যে নাই; কিন্তু বেশ সরল অবাধ ও নির্ভীক ভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার জন্য স্বামী আদৌ ব্যতিব্যস্ত নন।

জেনিভা মহাসভার পূর্ব্ব পূর্ব্ব রিপোর্ট যতই নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছি ততই কার্য্যের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব উপলব্ধি হইতেছে। হাওয়া খাইয়া, বেড়াইয়া, ফাকি দিয়া ছয় জনের একজন হইয়া রিপোর্টে নাম দস্তখত করিয়াও চলিতে পারিত কিন্তু তাহা হইলে বিষম দায়িত্বের কাজ মনে করিয়া পৃথিবীর ৫৪টা সভ্য জাতির প্রতিনিধির সভায় ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিতে হইবে এবং ভারতের মঙ্গল-সাধনের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এ-কথা মনে করা চলিতে পারে না। শ্রীভগবান্ যেমন মতি-গতি ও শক্তি দিবেন তাহাই হইবে। এডেন পৌছিতে অনেক রাত হইবে বলিয়া চিঠিপত্র সকাল সকাল ডাকবাক্সে দিলাম। রাত্রে নিদ্রা হওয়া একপ্রকার অসম্ভব।

শুক্রবার ২২এ আগষ্ট, ১৯৩০

২০এ আগষ্ট দুই প্রহর বেলায় এডেন পৌছিবার কথা ছিল তাহা ঘটিল না। মধ্যরাত্রের পর জাহাজ এডেনে পৌছিল। মধ্যরাত্রেও এডেন বন্দরের আলো দেখিবার আশায় আমার জানালার তলে সাহেব মেমেরা নাচ-গান ও চীৎকারে নৈশশান্তিভঙ্গের ক্রটি করেন নাই; ইপ্সিত বন্দর পৌছাইতে কিন্তু বিলম্ব হইল। ভোরের অস্পষ্ট আলোক পূর্ব্ব-পরিচিত নগ্ন হৃত-সৌন্দর্য্য অথচ রাজনীতি-ক্ষেত্রে, সমরনীতি-ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান্ পর্ব্বতশ্রেণী দেখিলাম। অস্পষ্ট ছায়া ও আলোতে যাহা কমনীয় দেখিলাম, তাহাই প্রখর সূর্য্যালোকে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। এরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই অবস্থা-বিপর্য্যয়ে একই বস্তু বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে ও বিষম প্রমাদ ঘটায়। জাহাজের স্নানাগারে সমুদ্র-জলের স্নানের

সুবিধার জন্য সকল ব্যবস্থাই আছে কিন্তু এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা সর্ব্বদাই "যা হয় নূতন কিছু কর" সুরের উন্মাদনা হইতে পরিত্রাণ পান না।

যাত্রীদের মধ্যে একদল স্নানের পরিচ্ছদ পরিয়া নৌকা বাহিয়া এডেন-তীরে নামিয়া সমুদ্র-স্নান উপভোগ করিয়া আসিলেন, বেলা ৯টার সময় জাহাজ এডেন ছাড়িল। মনে হইয়াছিল এইখানে কিছু টাটকা খাবার সংগ্রহ করিবে কিন্তু তাহা করিল না। ফল, শাক, সবজি ক্রমশঃ কম হইয়া আসিতেছে। জাহাজে এবার রজকের সুবিধা আছে। মাছ মাংস আর যেন মুখে করা যায় না। উড়ো মাছ প্রভৃতি আবার দেখা দিয়াছে। গরমের প্রকোপ ক্রমশঃই বাড়িতেছে। যদিও রাত্রে এখনও ডেকে বিছানাপত্র বহিয়া লইয়া গিয়া শুইতে হয় না, কিন্তু দিনের বেলা ক্যাবিনের মধ্যে তিষ্ঠান দায়; ঝড়-তুফান থামিলে লেখাপড়ার কিছু আশা করিয়াছিলাম, গরমের দৌরাত্ম্যে তাহা করা প্রায় অসম্ভব। জাহাজের সর্ব্বত্র হাওয়া না পাওয়াতে যেখানে হাওয়া আছে সেখানেই ভিড় ও জটলা, কাজেই সেখানে কাজ-কর্ম্ম করা অসম্ভব।

স্যার চার্লস ইনেস, স্যর হবার্ট কার প্রভৃতির সহিত আলোচনায় কাজের কথা কতকটা পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। রাত্রে 'লাইট হাউসের' আলো মাঝে মাঝে দেখা গিয়াছে। সঙ্কীর্ণ লোহিত সমুদ্রের পথে অনেক বিপজ্জনক জলমগ্ন পাহাড় আছে। বহুকাল আগে "চায়না" নামে যে জাহাজখানি ডুবিয়াছিল, তাহাকে এ পর্য্যন্ত তুলিতে পারা যায় নাই। ইহার মাস্তুল জাগিয়া থাকিয়া সর্ব্বদাই সতর্ক করিতেছে যে সঙ্কীর্ণ সমুদ্রপথেও বিপদ যথেষ্ট। জীবনের সঙ্কীর্ণ পথেও এ মূল সত্য মনে রাখা উচিত; যত সাবধান হইয়া জীবনের গন্তব্য পথ ও প্রণালী স্থির করিতে পারিয়াছ মনে করিতেছ কিন্তু অবস্থা ভেদে হঠাৎ দেখিবে অসতর্ক থাকার দরুণ পথভ্রষ্ট হইয়াছ। "ফেরো" আততায়ীভাবে

পলাতকের অনুসরণ করিতে গিয়া এই সঙ্কীর্ণ জলপথে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

সঙ্কীর্ণ পথে জাহাজের গমনাগমন অধিক দেখা যাইতেছে। যাহাকে সি লেন অর্থাৎ সমুদ্র গলিপথ বলে, তাহা বাহিরের সমুদ্রে ও সংকীর্ণ সমুদ্রে স্থির করা আছে। নদীতে যেমন বয়া দিয়া নির্দ্দেশ করা থাকে ঠিক সে-ভাবে না হউক মানচিত্রে বিশেষভাবে ঐরূপ নির্দ্দেশ করা আছে। নাবিককে অতিশয় সাবধানের সহিত এরূপ স্থানে জাহাজ চালাইতে হয়।

"গরম গরম" করিয়া কোট খুলিয়া কাঁধে ফেলিয়া ছোটাছুটি সাহেব-মেমেদের খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কষ্ট হইলেও আমরা সংযত হইয়া চুপচাপ করিয়া থাকিতে পারি ও থাকি। আমাদের সভ্যতার মাপকাটি স্বতন্ত্র। গরম জলে স্নান করিয়া দেহ শীতল করিবার চেষ্টা করিতে হইল। কথাটা শুনিতে অদ্ভুত হইলেও সত্য।

লীগ্ অব নেশন্সের কাগজ-পত্র দেখা শুনা করিতে হইতেছে। প্রতিশ্রুতি মত পরের সাহায্যের আশায় বসিয়া থাকা চলে না। পোর্ট সৈয়দে চিঠিপত্র ডাকে দিবার তাড়াও পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে—আশা হইতেছিল একটু বৃষ্টি হইবে কিন্তু আশা ফলিল না। ভগবান্ মানুষকে কিছুতেই তুষ্ট করিতে পারেন না। আরব সাগরের খোলা সমুদ্রের ঝড়ঝাপ্টায় বিষম অনর্থ ঘটিয়াছিল। এখন একদিকে আফ্রিকা ও আর একদিকে আরব দেশ এই দুই উত্তপ্ত বালুপ্রধান দেশের মধ্যে সমুদ্রের গরম যেন আর সহে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে কখন কখন তীরের পক্ষীবিশেষ উড়িয়া আসিয়া মাস্তলে বসিতে দেখিয়াছি, মাছের সারের নৃত্য দেখিয়াছি, কিন্তু এবার সব বন্ধ! সেকেণ্ড ক্লাসে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী ছাত্রদিগের খবরাখবর দুই বেলাই লইতেছিলাম, এখন আর তাহা হইতেছে না। গরমের জন্য তাহারাও আসিয়া জুটিতেছে না।

রবিবার ২৪এ আগষ্ট ১৯৩০

কাল দিবারাত্র যেরূপ গরম গিয়াছে তাহা বলিবার নয়। খেলাধূলা দিনের একেবারে বন্ধ আছে, ফলে রাত্রের উৎপাত বাড়িয়াছে। জাহাজে এবার ঘোড়দৌড়ের হাঙ্গাম দেখিলাম। ডাঙ্গায় ইহা কখনও বুঝিতে পারি নাই। জাহাজের উপর কি প্রকারে ইহা বুঝিব? একটা যা হয় কিছু লইয়া হাঙ্গামা পাইলেই যাহাদের সুখ তাহারা সকল বিষয়েই উৎসাহী হইবে বিচিত্র কি? রীতিমত বাজি রাখিয়া জুয়াখেলা ইত্যাদি ঘোড়দৌড়ের আনুসঙ্গিক ব্যাপারের অভাব রাখিল না! ঘোড়ার অভাবে মেমেরা দৌড়ের কার্য্য সমাধা করিলেন, "জকিরা" তাঁহাদের আগে পাছে চলিলেন। ঠিক দৌড়ান না হউক, সঙ্কেত ও হিসাবমত আনাগোনাতে যাহার জিৎ হইল সেই বাজি জিতিল।

"বিনা তারের" বড় বড় সংবাদ দেশ-বিদেশ হইতে আসিতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের সংবাদ নিতান্ত অল্প। কারণ বোধ হয় এই যে, সাধারণ যাত্রীর সে সংবাদে রুচি নাই। যতদূর বুঝা যাইতেছে 'ভাইস্‌রয়ে'র ও কংগ্রেসদলের মিটমাটের যে কথা চলিতেছে তাহার সাফল্যের সম্ভাবনা নাই বলিলেও হয়। ধড়পাকড় সমানই চলিতেছে।

কলিকাতায় শীঘ্র একটা গোলমালের সম্ভাবনা আছে মনে হয়। ইংরাজ সওদাগরের দল "সাইমন কমিশনের" মন্তব্য সম্যক সমর্থন করিতে প্রস্তুত নন, এজন্য বড় বড় মিটিং হইতেছে। দুই দলের আপত্তির কারণের প্রভেদ থাকিলেও ফলে একই দাঁড়াইয়াছে; কোন সম্প্রদায়ই "সাইমন কমিশনের" সমর্থন করিতে প্রস্তুত নয়। ভূপালের নবাবের ম্যানেজার আঃ আহাম্মদ সাহেব নবাবের জন্য বিলাতে ব্যবস্থা করিতে চলিয়াছেন। পাতিয়ালার মহারাজার পক্ষ হইতে ব্যারিষ্টার রায়না সাহেব চলিয়াছেন। মহারাজা বিকানীরের সহিত সস্ত্রীক

গিরিজাশঙ্কর চলিয়াছেন। ইংরাজ সওদাগরদিগের পক্ষে সার হবার্ট কার চলিয়াছেন। আরো কত দলের তরফ হইতে কত জনে আসিবেন তার ইয়ত্তা নাই। কোথাকার জল কোথা গিয়া মরিবে বুঝা মানুষের দুঃসাধ্য।

মাঝে মাঝে উপবাসের সাহায্যে শরীর ঠিক রাখিতে হইয়াছে। যখন যে কাজ পড়িবে সংযত হইয়া তাহা করিবার শক্তি ভগবান্ দিন।

সোমবার ২৫শে আগাষ্ট ১৯৩০

কাল বিকালে তাড়াতাড়ি চিঠি সুয়েজের মুখে ডাকে দিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। ভারতগামী ডাকজাহাজ বুধবার পোর্টসৈয়দে ও বৃহস্পতিবার সুয়েজ পৌছিবে। অতএব সকালে পোর্ট সৈয়দে পৌছিয়া চিঠি ডাকে দিলে চলিত। জাহাজে কেন, সকল জায়গাতেই দুই মত চলে।

দুই মতের দোলনায় ছোট বড় সকল জিনিস ক্ষণে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। সাবধানের মার নাই হিসাবে বাড়ীর চিঠি সুয়েজের মুখে দেওয়াতে ক্ষতি হয় নাই। আমরা বিকালে খালের মুখে পৌছিলাম। আমাদের সম্মুখে ফরাসী "এথস্" (Athos) জাহাজ আগে আগে যাইতেছিল অতএব সে আগে খালে প্রবেশ করিতে পারিল। পূর্ব্বে এই অগ্র-পশ্চাৎ যাওয়া লইয়া অনেক হাঙ্গামা হইত। ইংরাজের ডাক জাহাজ সর্ব্বাগ্রে যাইবে বলিয়া একটা প্রসিদ্ধিছিল। অধুনা সে কুহেলিকা কাটিয়াছে। লীগ অফ্ নেশনস্ আর কিছু পারুক না পারুক এ সকল বৃথা হাঙ্গামা অনেক কমাইয়াছে। ডিজরেলির প্রধান মন্ত্রিত্ব সময়ে তাঁর কৌশলে ইংরেজ সুয়েজ খাল কোম্পানীর প্রধান অংশিদার হইয়াছিলেন। ইজিপ্টে ইংরাজের সহিত বিবাদের প্রধান কারণ এই সুয়েজ খাল। কথিত আছে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সুয়েজ খাল

কাটিবার কল্পনা করিয়া আপন দেশের ইঞ্জিনীয়ার প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই ইঞ্জিনীয়র রিপোর্ট করিলেন যে ভূমধ্য সাগরের জল লোহিত সাগরের জল অপেক্ষা অনেক উচ্চ। প্রকাণ্ড লক্ (Lock) ব্যবস্থা না করিলে খাল হইতে পারে না। ইহাই তাঁর ভ্রম ছিল। অন্যতম প্রধান ফ্রেঞ্চ ইঞ্জিনিয়ার (Lesseps) লেসেপ্‌স এ ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক বিনা "লকে" বহুকাল পরে খাল কাটিলেন। প্যানামা খাল কাটিতে অকৃতকার্য্য হইয়া অপমানিত লেসেপ্‌স্ এই খাল কাটিলেন। নেপোলিয়নের কৃতিত্বে যদি খাল কাটা হইত তাহা হইলে এসিয়াতে ফরাসী একাধিপত্য হইত এবং হয় তো সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাস ভিন্নরূপ হইত। খালের মাঝে মাঝে অন্য জাহাজ দাঁড়াইবার সাইডিং (siding) আছে; রেলওয়ের মত সিগনালের ব্যবস্থাও আছে।

মাঝে মাঝে বিল বল, জলা বল, হ্রদ বল, বড় বড় জলাশয় আছে। জাহাজের পথ "কেনাল" (Canal) কোম্পানী যত্নে রক্ষা করেন। বয়ার দ্বারা পথ নির্দ্দিষ্ট হয়, কোন অসুবিধা নাই। দুই ধারে মরুভূমি মাঝে কাটা খাল। ঠিক শত্রু না হউক দুই ধারেই ইজিপ্‌সিয়ান ও আরবের সতত অবিশ্বাসের দৃষ্টি ইহার উপর রাখিয়াছে— ইউরোপীয়ানের এই ঐশ্বর্য্যভোগের বাধা দিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। গত মহাসমরে এই খালের কতক অংশ রক্ষা করিবার ভার ভারতবাসীর উপর ন্যস্ত ছিল। মহারাজ বিকানীরের উষ্ট্রসেনা ইসমালিয়ার পথ শত্রু তুর্কীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। মহারাজ সগর্ব্বে বিশেষ আগ্রহের সহিত সেই সব স্থান দেখাইলেন।

বেহারের এক নীলকর, রীড্ (Reid), ভারত হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করিয়া বিলাত যাইতেছেন। লোকটী সৌজন্য প্রকাশ করিয়া স্বয়ং আসিয়া আলাপ করিলেন। দুঃখ ও সুখের কত

কথাই বলিলেন। গত দুই বৎসর যতদূর সম্ভব পিছাইয়া আছি, ক্রমে আপনা আপনি এরূপে লোকের সহিত পরিচয় হইতেছে।

মনে হইয়াছিল গালফ্ অফ্ সুয়েজ প্রবেশ করিয়া ঠাণ্ডা পাইব, কিন্তু তাহা হইলনা। খালে পড়িয়াও রাত্রে ডেকে যাইয়া শুইতে হইয়াছিল। ঘোর আঁধার রাত দূরে খালের ধারে গ্রাম বা ছোট সহরের আলো দেখা যাইতেছিল। খালের উপর লাল নীল ও সবুজ আলো রেলওয়ের মত দেখাইতেছিল। মরুভূমি ও অন্ধকার আকাশ যেখানে দূরে মিশিয়াছে সেখানে একটা সবুজ ও রক্ত বর্ণের রংএর মিশ্রণের পরিখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটা হর্ষ ও বিপদের কৌতূহলোদ্দীপক আভার সৃষ্টি করিয়াছে। মিল্‌টন্, দান্তে বা মধুসূদন না হইলে সে গরিমার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া বর্ণনা করা যায় না। এইরূপ আলোর জ্যোতিতেই ইউরোপতারণ যীশুর জন্ম হয়, আর ওয়ারথায়েম অপূর্ব্ব গীতি রচনা করেন। সুয়েজ খালে সারা রাত কাটিল। ৯০ মাইল পথ আসিতে সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত গেল। ভোরে জাহাজ পোর্ট সৈয়দে পৌছিল। ডাক্তার, পুলিশ ইত্যাদি সদলবলে পোর্টের মুখে দেখা দিলেন। পোর্ট সৈয়দ অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে, দেখিলাম সহরও অনেক পরিষ্কার হইয়াছে। এখন নৌকার সাহায্যে তীরে অবতীর্ণ হইতে হয় না। নৌকার উপর পনটুন ব্রিজ্ বাঁধা হইয়াছে। এখন জাহাজ হইতে হাঁটিয়া নূতন ব্রিজের উপর দিয়া তীরে পৌছান যায়। বন্দরের ধারের বাড়ী ঘর পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। এখানের বন্দরের রেলিং কলিকাতা, মার্সেল্‌স্ বা অপর বড় বড় বন্দরের মতই দেখিতে। লক্ষ্য করিয়া না দেখিলে কোন্ বন্দরে আসিলাম সহসা বলা যায় না। পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির বহিরাবরণ একরূপ করিবার চেষ্টা বহুকাল হইতে চলিয়াছে। অনেক বিক্রেতা ইজিপ্‌সিয়ান আসিয়া জুটিল। ইউরোপিয়ান পোষাকে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী ও ইজিপসিয়ান

ছাত্রের পার্থক্য সহজে নজর পড়ে না। ব্যক্তিগত ও জাতিগত পার্থক্য ঘুচাইবার চেষ্টা হইতেছে, বর্ণগত পার্থক্য কে ঘুচাইবে?

বেলা ১০টার সময় জাহাজ ছাড়িবে এজন্য দূরে সহর বেড়াইতে যাইবার স্থবিধা হইল না, প্রয়োজনও নাই। তীরে নামিয়া খানিক এদিক ওদিক ঘোরা গেল। বাড়ীতে ও লণ্ডনে প্রভাতের নিকট "তার" করা গেল। টমাস কুকের আফিস হইতে চেক ভাঙ্গান প্রভৃতি গৃহস্থালির কার্য্য শেষ করা গেল। এখানে রাস্তায় হাঁটা দুঃসাধ্য, ফেরিওয়ালার দৌরাত্মে পা বাড়ান শক্ত। প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় বা নিস্প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই একগুণের স্থানে ৫ গুণ মূল্য, তবু হাঁকিতেছে "সস্তা"। কিনিবার জন্য খরিদ্দারের কাছে আবদার, জ্বালাতন ও সময়ে পীড়নও চলে। ধমক দিয়া তাড়ান যায় না, তীর্থের "পাণ্ডারা" ইহাদের কাছে কোথা লাগে? ভাঙ্গা ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজীতে ইহাদের কথা আরম্ভ, পরিশেষে অশ্রাব্য মাতৃভাষায় গালাগালি! সহরের ভিতরে ধমকাইয়া তাড়ান বড় সোজা হইত না। গলিঘুজিতে বা দূরের রাস্তায় সময় ও স্থযোগ পাইলে ইহারা মারধর করিয়া লুটপাট করিয়া লইতেও পশ্চাৎপদ হয় না। এসব অত্যাচার এখন কমিয়াছে। কিন্তু "সেণ্টার অব্ ইন্টারন্যাশানাল রোগারী" (সর্ব্বজাতির শয়তানীর কেন্দ্রভূমি) হইতে সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে ইংরেজ ও ফরাসীদের পুলিশ ও সৈনিকে শান্তি রক্ষা করিত। ইজিপ্টের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সকল ক্ষমতা ইজিপ্ট গভর্ণমেণ্টের হস্তে গিয়াছে, কিন্তু যতদূর সম্ভব ইংরেজ সে ক্ষমতা সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই। মাঝে মাঝে সেই জন্য কায়রো প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট গোলযোগ হয়। পোর্ট সৈয়দ হইতে কায়রো রেলে ৩, ৪ ঘণ্টার পথ। সেখান হইতে এখন মটরকার করিয়া "পিড়ামিড" দেখিতে যাওয়া যাইতে পারে। এ স্থযোগ না যাইবার সময় না আসিবার সময়—একবারও ঘটিল।

জাহাজের মাস্তুল হইতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়া জলে বহুক্ষণ ডুবিয়া থাকা ইত্যাদি অদ্ভুত বাজীকর পূর্ব্বের মত দেখিলাম। ধুমধাম কিন্তু কমিয়া গিয়াছে। এ সকল বিষয়ের আনন্দ উপভোগের স্পৃহা ও শক্তি কমিয়া আসিয়াছে। পোর্টসইয়দেও কয়েকজন যাত্রি উঠিল। ভূমধ্য সাগরের ভিতর বহুদূর পর্য্যন্ত "মোল্" বা সি ওয়াল (mole or sea wall) লইয়া গিয়া বন্দর রক্ষা হইতেছে তাহারই মধ্যস্থলে "লেসেপ্সের" সেই শান্ত স্নিগ্ধ বিরাট হাত সাদরে বাড়াইয়া পথ নির্দ্দেশ করিতেছে।

হাওয়া ক্রমশঃ বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতেছে। বামে আফ্রিকার উত্তরকূল। দূরে এলেক্জ্যাণ্ড্রিয়া আবুকায়ার প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। দক্ষিণে এসিয়া ছাড়িয়া Levant পারে যীশুর জন্মস্থান পালেষ্টাইন। উত্তরে ভূমধ্য সাগর পারে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদি জন্মস্থান গ্রীস ; এই অতুলনীয় ত্রীবেণী-সঙ্গম পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ।

পাপ পুণ্যের এমন সঙ্গম বোধ হয় আর কোথাও নাই। মধ্যাহ্ন সৌর করোদ্ভাসিত সাগরতটে সুনীল বীচিমালার নৃত্যের তালে তালে নূতন পুরাতন কত ভাল মন্দ কথা মনে জাগিতে লাগিল তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। বলিয়াছি জাতিগত সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টার জন্য সর্ব্বজাতির মহাসভার আহ্বান। এ মহৎ কর্ম্মের সাফল্যের জন্য মহতোমহীয়ানের কৃপাভিক্ষা স্বতঃই করিতে হয়।

যতটা ঠাণ্ডা হইবার কথা তত হইতেছে না এই লইয়া যাত্রিগণের মধ্যে মহা আলোচনা ও আন্দোলন সুরু হইল। গরম কাপড় পরা উচিত কি ঠাণ্ডা কাপড় পরা উচিত ইহা লইয়াও বিষম তর্ক উঠিল। ইউরোপীয় যাত্রীরা "বাড়ী আসিলাম" ভাবিয়া ভাবে বিভোর। খেলাধূলা, নাচ, গান অনুপাতেই বাড়িতে লাগিল। আমাদেরও মনের ভার গ্লানি ও দৈন্য সেই অনুপাতেই বাড়িতে লাগিল। "যাদৃশী ভাবনা যস্য" এ বাক্যের যাথার্থ্য পদে পদে প্রমাণিত হইতে লাগিল।

উত্তরে সাইপ্রাস্ ও গ্রীসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ রাখিয়া আমরা সরাসর পশ্চিমে যাইতেছি। একারণেই ঘড়ির কাঁটা আবার বেশী করিয়া সরাইতে হইতেছে। বেলা ১টা বাজিতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা হইতেছে। তখন কলিকাতায় ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। হয়ত সেখানে দিবানিদ্রাভঙ্গের পর মুখহাত ধুইয়া বৈকালিক চায়ের উদ্যোগ হইতেছে। যেমন দুই স্থানে সময়ের পার্থক্য তেমনি ভাবের ধারারও পার্থক্য। যে সব খুটিনাটি লইয়া চিত্ত দিবারাত্র সেখানে ব্যস্ত ও সময় সময় অবসাদ-গ্রস্ত থাকে তাহা সবই পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে; যে প্রকাণ্ড কর্ম্ম সম্মুখে রহিয়াছে তাহার চিন্তায় অন্তর ব্যতিব্যস্ত। নিজের মুখ, জাতীর মুখ, দেশের মুখ কি করিয়া রক্ষা হইবে এই ভাবনা দিবানিশি। ইহারই মধ্যে ভাবী অমঙ্গলের ছায়া মনকে চঞ্চল করিয়াছে। আপদসমূহ যাঁহার তর্জ্জনী হেলনে নির্দ্দিষ্টও অন্তর্হিত হইতেছে তাঁহার উপর সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে এখনও শিখিলাম না।

বুধবার ২৬এ আগষ্ট ১৯৩০

অমঙ্গলের ছায়া কখন বৃথা যায় না। কাল সারা রাত্রি—আজ সকালে একটা কি অমঙ্গলের ছায়া মনকে এখনও আচ্ছন্ন করিতেছে। কতকটা ইঙ্গিতও পাওয়া গেল আজকে বেতারের খবরে। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার স্যর চার্লস টেগার্টকে বোমা করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা ও আততায়ীদিগের দারুণ পরিণামের সংবাদ অনিশ্চিত বিপদের কথা কতকটা জানাইয়া দিল! ইহা অপেক্ষা অধিকতর অনর্থ অদূর ভবিষ্যতে আছে কি না তাহা কে জানে। কলিকাতায় এই দুর্ঘটনা লইয়া কি ব্যাপার হইবে, তা ভগবানই জানেন। ভারতবর্ষে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা কতদূর সফল হইবে? কঠিন দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্ভাবনা কলিকাতায় বিশেষভাবেই আছে মনে হয়। এ বিষয়ে যাত্রীদের মনোভাব যথেষ্ট তিক্ত।

মহারাজ বিকানীরের ঘরে আজ লীগ অব নেশনস সম্বন্ধে আলোচনা হইল। তিনিই ভারতের প্রতিনিধিদিগের দলপতি। পূর্ব্বে ইংরাজ দলপতি হইতেন। গত বৎসর সার মহম্মদ হবিবুল্লা দলপতি ছিলেন। এবার বিকানীর। তিনি কর্ম্মঠ। পূর্ব্বে ভারতের সাধারণ প্রতিনিধি হইয়া লিগে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সে এবং রাউণ্ড টেবেল কন্‌ফারেন্সেও থাকিতে হইবে। এ সব কারণের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর বাজপাইকে মন্ত্রী রূপে পাইয়াছেন।

এখন আমরা ক্রীট দ্বীপের দক্ষিণ দিয়া যাইতেছি। বিকালে অল্প গরম ছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঝড় উঠিয়া সমুদ্রকে নাচাইয়া তুলিল। ডেকের উপর আবার ঢেউ আসিয়া পড়িতে লাগিল। আরব সাগরে ঝড়ে যে কষ্ট হইয়াছিল মনে হইল ইহা তাহা অপেক্ষাও প্রচণ্ড। শয়নাগার হইতে ভোজনাগারে যাওয়া সুকঠিন।

বৃহস্পতিবার ২৮।৮।৩০

কখন ঝড় ও ঢেউ কখন বা বিষম গরম কিংবা কখন আবার শীত। কাল সমস্ত দিন এইভাবে কাটিয়াছে। ইটালী পার হইবার পর রাত্রে পাখা চালাইতে হইয়াছিল; এরূপ পূর্ব্বে কখন ঘটে নাই— প্রায় শোনাও যায় নাই। লণ্ডনের উত্তাপ ৯২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। সেখানে ১৯১২ সালে গরম কাপড় ব্যবহার করিয়া বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল মনে আছে।

কাল সন্ধ্যার সময় মেসিনা পার হইয়াছি। এক দিকে ইটালীর সহর অপরদিকের মেসিনার দ্বীপের আলোকমালা অতি রমণীয়। ভাদ্র চতুর্থীর চন্দ্র সমুদ্রগর্ভে সান্ধ্য আহারের পর ডুবিয়া গেলেন। নষ্ট চন্দ্রের কলঙ্ক হইতে কখন তো নিস্তার পাইলাম না, এ মহাকার্য্যের উদ্দেশে যাইবার সময়ই বা তাহার অন্যথা হইবে কেন? যৎবিধের্ম্মনসি স্থিতম্।

ভারতের রাজনৈতিক গগন ক্রমশঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতেছে। একদিকে বড়লাট, সার তেজ বাহাদুর ও জয়াকর প্রভৃতি শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন, অপর দিকে বিপ্লবীদিগের বোমা নিক্ষেপে দুর্ঘটনার সৃষ্টি করিতেছে। খবর আসিয়াছে জোড়া বাগান পুলিস কোর্টের নিকট ৬ জন বোমার আঘাতে মৃত ও আহত! বোমা নিক্ষেপের অপরাধে যাহারা ধরা পড়িয়া অভিযুক্ত হইয়াছে তাহারা কে কোন্ শ্রেণীর লোক তার সংবাদ মনে হয় বিলাত পৌছানর পরে পাইব।

দিল্লীতে শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য, ভি, জে প্যাটেল ও ডাক্তার অনসারি প্রভৃতি কংগ্রেস কমিটির মিটিং করার অপরাধে ধৃত হইয়াছেন। কংগ্রেস দলপতির সাহায্যে যদি শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা হয় তাহা হইলে এ অবস্থায় এ নীতি অনুসরণে কতদূর কাজ হইবে কে জানে? কোন পক্ষেরই পরিণামদর্শিতার প্রশংসা করা যায় না। তাঁহার ইচ্ছা ও অনুমতি মত কাজ শেষ পর্য্যন্ত অনুচরেরা করিবে কি না এই সন্দেহে মহাত্মা গান্ধী শান্তির পথে অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। ক্রমশঃই মন অবসাদে ডুবিয়া যাইতেছে। লীগের কার্য্য এ অবস্থায় সুচারু রূপে চালান সুকঠিন।

পাঞ্জাবের কো-অপারেটিভ সোসাইটীর ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার মিঃ ষ্ট্রীকল্যাণ্ড সাহেব প্যালেষ্টাইনে এই কো-অপারেটিভ তথ্যসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন। তিনি এ জাহাজে ফিরিতেছেন। বেহারের ভূতপূর্ব্ব নীলকর মিঃ রিড ও উজিরস্থানের কর্ণেল টিলনী আমাদের সহযাত্রী হইয়াছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে অনেক কথাই হইতেছে।

উপস্থিত সমুদ্র-যাত্রা প্রায় শেষ হইতে চলিল। কাল শুক্রবার সকালে মার্সেলস্ পৌছিবার কথা। পুনর্বার জিনিষ পত্র গোছান, বাঁধা, জাহাজের হিসাব মিটান চলিতেছে। জীবন-যাত্রাও ঠিক এইরূপ এই উঠ, এই নাম, এই খোল এই বাঁধ, এই হিসাব মিটাও আবার

নূতন হিসাব খোল নূতনকে পুরাতন কর, আত্মীয় কর, হয় তো বা বাদানুবাদে ও বুঝিবার দোষে শত্রু কর। তাই মনে হয় সমুদ্র-যাত্রাটা জীবন-যাত্রার একটা ছোটখাট সংস্করণ মাত্র। আশ্চর্য্য এই যে, জীবনের সায়াহ্নে যেমন জীবনকে গাঢ়তর আলিঙ্গনে মানুষ আবদ্ধ রাখিতে প্রয়াস পায়, সমুদ্র-যাত্রার শেষটাও বাস্তবিকই মনে হয় এ যাত্রা এত শীঘ্র শেষ হইল কেন।

মানুষ বর্ত্তমানের দাস, ভবিষ্যতের প্রতি তার দৃষ্টি ক্ষীণ ও অতীতকে সে ভুলিতে চায়।

ভূমধ্য-সাগর আজ শান্ত। সমুদ্র যেন একখানা স্বচ্ছ প্রকাণ্ড কাঁচের মত স্থির। জাহাজ সুযোগ পাইয়া বেশ জোরে যাইতেছে ডাক যথাসময়ে মার্সে্‌ল্‌স্ পৌছাইয়া দিবারই চেষ্টা হইতেছে। দক্ষিণে নেপোলিয়ান বোনার্পার্টের জন্ম স্থান কর্সিকা দ্বীপ ও বামে সার্ডিনীয়া দ্বীপ—পূর্ব্বেকার পরিচিত পথেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কূলের পাহাড় পর্ব্বত, বনানী, স্পষ্ট দেখা যায়।

আজ বিদায়ের পালা! আহারাদি নাচ গান একটু বিশিষ্ট রকম হইল। যাহারা ১৫ দিন একত্র আমোদ-আহ্লাদ করিয়াছে তাহাদের বিদায়ের পালাটাও কিছু দীর্ঘব্যাপী হওয়া সম্ভব। ভোর রাত্রে মার্সে্‌লস্ পৌছিব; অতএব যথাসময়ে ডাকের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

ন্যাশন্যাল লিবারেল ক্লাব
লণ্ডন রবিবার ৩১শে আগষ্ট, ১৯৩০

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

বারংবার ভক্তিভরে অবনতমস্তকে এই কথা স্মরণ করিতে করিতে পুরাতন পরিচিত এই আশ্রয়স্থানে কাল বেলা সাড়ে ছয়টার সময়

পরিশ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। পোর্ট সৈয়াদ হইতে তার দিয়াছিলাম, তথাপি কি কারণে জানি না প্রভাতচন্দ্র ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হন নাই। যৎসামান্য নিজের ব্যবস্থা নিজে করিয়া লইবার শক্তি ভগবান্ হঠাৎ কোথা হইতে দিলেন তিনিই জানেন। সঙ্গে সমভিব্যাহারী ও পরিচিত লোকের অভাব ছিল না; ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন রে (Rae) প্রভৃতি অন্যান্য পরিচিত কলিকাতার বন্ধু, কিন্তু সকলেই যে যাহার কাজ লইয়া ব্যস্ত। সঙ্গের মাল আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল; যদিও বিলম্বে আসিয়া পৌছিল, রসিদের গোলমালে আরও বিলম্ব হইল। মাল পাইতে, গুছাইতে, খুঁজিতেও বিস্তর বিলম্ব হইল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ষ্টেশন-প্লাটফর্ম্মের ভিতর আসিয়া ঢুকিয়াছে। ফ্রান্সে মাল পাইতে এত গোলমাল হয় নাই। ইংলণ্ডের ব্যবস্থা কেন এত গোলমাল ইংরাজেরা নিজেরাই তাহা জিজ্ঞাসা:করিতে লাগিলেন।

যাহাহউক দেহে ও মনে হঠাৎ অসীম শক্তি ও ক্ষমতা কোথা হইতে আসিয়া পড়িল জানি না। কোনগতিকে কাজ সমাধা করিয়া ন্যাসান্যাল লিবারেল ক্লাবে (National Liberal Club) পৌছিলাম। ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব ভালই ছিল। লর্ড লিটন (Lord Lytton), লর্ড রেডিং (Lord Reading), রেভারেণ্ড মিষ্টার এণ্ডারসন, (Rev. Mr. Anderson) প্রভৃতির আপ্যায়ন পত্র আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। ঘর গুছাইতে ব্যবস্থা করিতেও কিছু বিলম্ব হইল।

২৮এ আগষ্ট রাত্রে মার্সেলস-এ পত্র ডাকে দিবার পর হইতে ক্রমাগত ভ্রমণ হইয়াছে। কুলী ও কুলী-সর্দ্দারদিগের প্রতারণায়, পথের গরমে উত্যক্ত হইতে হইয়াছিল, কাগজে দেখিলাম নব্বই বৎসর এরূপ গরম হয় নাই। টেম্পারেচার প্রায় বিরানব্বই-এর কাছাকাছি হইয়াছে আবার মাঝে মাঝে হঠাৎ হাওয়াও খুব বয়; কাজেই গরম কাপড় না

পরিয়া উপায় নাই। P. & O. Express গাড়ীর খাওয়া ও বিছানার বাবুগিরি প্রসিদ্ধ। অতএব সে পথে কোন কষ্ট নাই, বরং জাহাজের বিলাতি ধরণের খাওয়ার পর P. & O. Express Train-এ ফরাসী প্রণালী-মত রান্না মুখরোচক হইল, আহার সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সাবধান হইয়া বরাবর চলিতেছি; কাজেই শরীর খারাপ হইতে পায় নাই।

জাহাজ বেলা আটটার সময়ই মার্সেল বন্দরে পৌহুছিয়াছিল। গাড়ী ছাড়িল বেলা চারিটার সময়। এই দীর্ঘকাল অকারণ জাহাজে বসিয়া থাকিতে কষ্টবোধ হইতেছিল। সহযাত্রীদের মধ্যে যাহাদের ইচ্ছা ও শক্তি হইল তাহারা গাড়ী লইয়া সহর ঘুরিয়া আসিল। সকলে অধিক খরচ করিয়া De Luxe অর্থাৎ নবাবী ধরণের P. & O. Express গাড়ীতে না গিয়া পরে সস্তা সচরাচর চলতী গাড়ীতে যাইবার ব্যবস্থা করিতে গেল। বক্সিস, মাশুল, ট্যাক্স, কাষ্টম তদারক ইত্যাদির জ্বালায় রীতিমত ব্যতিব্যস্ত হইবার পর গাড়ী বেলা ৪ টার সময় বন্দর ছাড়িল। পথে নূতন দেখিবার কিছু নাই—সুতরাং সে সকল বিস্তারিত বর্ণনা নিস্প্রয়োজন। রোন (Rhone) নদী যেখানে সমুদ্রে পড়িয়াছে, সে জায়গাটা ও তাহার উপর পোল দেখিবার ও মনে করিয়া রাখিবার জিনিষ। নদী-মাতৃক ভারতবর্ষের লোক ইউরোপের নদী দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে পারে না। রাইন, রোন, টেম্‌স্‌, টাইবার, সেন নদী প্রভৃতি সকল নদীই "জাহ্নবী-যমুনা" সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, নর্ম্মদা, কাবেরীর নিকট তুচ্ছ ও নগণ্য। কোন্নটা বা বেলেঘাটার খাল বলিলেই হয়। কিন্তু সমুদ্র সঙ্গমে ফ্রান্সের রোন নদী মনে করিয়া রাখিবার বস্তু। বড় বড় পোল আমাদের দেশে অনেক আছে। কিন্তু সমুদ্র-সঙ্গমের কাছাকাছি কোথাও এমন পোল বোধ হয় নাই। নদীর দুই পারে পাহাড় পাওয়াতেই এ কীর্ত্তি সম্ভব হইয়াছে। সমুদ্রের ধারে ধারে, কোথাওবা হ্রদের ধারে ধারে বনজঙ্গল, ক্ষেত, বাগান, সহরের ভিতর

দিয়া রেলওয়ে যাতায়াতে দৃশ্য বড় সুন্দর। ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বৈশিষ্ট্যই এই যে এক ছটাক জমিও অনাবাদে পড়িয়া নাই—সর্ব্বত্রই লক্ষ্মীর আবির্ভাব।

ক্যালে না গিয়া গাড়ী বোলোন (Boulogn) পথে আসিল। বোলোন হইতে ফোকষ্টোন (Folkstone)। বিয়াট্রিজ (Biatrizz) নামক দ্রুতগামী পারাপারের জাহাজে পুনরায় সমুদ্র পার হইতে হইল। বেলা ২॥০ টার সময় সমুদ্র পার হইয়া নয় বৎসর পরে নিয়তির ফেরে পুনরায় শ্বেতদ্বীপ ইংলণ্ডে দেশহিতকর কার্য্যে আগমন ঘটিল। মন নানা চিন্তায় পরিপূর্ণ। বিষম গরমে সকলেরই কষ্ট। যাঁহারা মহাসমুদ্র পার হইবার সময়ও "সমুদ্রপীড়ায়" কাতর না হন তাঁহারাও প্রায়শঃ ১॥০ ঘণ্টা বিলাতী খাড়ি English Channel পার হইবার সময় কষ্ট পান। কিন্তু হাওয়া না থাকাতে সুবিধা এই হইল—নিত্যচঞ্চল English Channel স্থির ওঅচঞ্চল।

ফ্রান্সে সমস্ত দিন রাত বড় বড় নগর-গ্রাম দ্রুতগামী রেল গাড়ীর জানালা হইতে দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। Avignon, Lyons, Paris, Amiens প্রভৃতি সহরগুলি পূর্ব্বে যা দেখিয়াছি এবারও তাই। সহরের বাহির দিয়াই P. & O. Express যাতায়াত করে, অতএব দেখিবার বেশী কিছু নাই। যদিও গ্রীষ্মে অনাবৃষ্টিতে লোকের কষ্ট ও চাষবাসের ক্ষতি যথেষ্ট হইতেছে, তথাপি পথে প্রাকৃতিক শোভা কিছুমাত্র কম নাই। ছোট ছোট ছবির মত বাটীগুলি ছোট ছোট বাগানে ঘেরা; দেখিতে বড় চমৎকার।

কয়দিন ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। শুনা যায় নব্বই বৎসর বিলাতে এমন গরম হয় নাই; ক্রমশঃ ঋতু-পরিবর্ত্তন যথেষ্ট হইতেছে; গরমে মানুষ ও ঘোড়া অনেক মরিয়াছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে ভাদ্র মাসেই কালবৈশাখীর মত ঝড়-জল-বিদ্যুৎ সব আরম্ভ হইয়াছে। বর্ষা-বন্যার

অভাব নাই। এসব উৎপাত এতদিন কেবল আমরাই ভোগ করিতাম; বিলাতে এসব হাঙ্গামা ছিল না; এখন প্রচুর পরিমাণে তাহা আরম্ভ হইয়াছে। আমি ১৯২১ সালে যখন আসি তখনও গরম খুব পড়িয়াছিল, অপেক্ষাকৃত হালকা কাপড় না আনাতে সে-বার এবং এবারও কষ্ট পাইয়াছি। এত গরমেও কিন্তু ফ্রান্সের ও ইংলণ্ডের সাজান বাগানের শোভার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। সকল বাড়ীতেই ছোট বা মাঝারী ফুলের ও শাক-সবজীর বাগান আছে। গৃহস্থ মালির সাহায্যের জন্য বসিয়া থাকে না। নিজ হাতে বাগানের কাজ করে। তাহাতে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে, আরমও পায়।

লণ্ডনের পরিবর্ত্তন নিত্য হইতেছে, ১৯১২ সালে যাহা দেখিয়াছি ১৯২১ সালে তাহা অপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি, ১৯৩০ সালে তার চেয়েও বেশী। ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া রাস্তা ও ঘর বাটীর দৃশ্য কতকটা বম্বের মত। তারপর দৃশ্য ইন্দ্রপুরীর মত। ভারতবর্ষের কোন নগরের সহিত এদৃশ্যের তুলনা হয় না। মোটর এবং বাসের ভিড় এত বেশী যে তাহা মনে করিতেও মাথা ধরিয়া যায়। আমার অপেক্ষা চক্ষুষ্মান ও শক্তিমান লোকেরও স্থানে স্থানে সাদা আস্তীন-ওয়ালা ট্রাফিক পুলিসের (Traffic Police) সাহায্য ব্যতীত রাস্তা পার হওয়া দুঃসাধ্য। অতি সাবধানে পথ চলিতে হয়। যখন-তখন যেথা-সেথা যাইবার আর উপায় নাই। যখন সাউথ আফ্রিকায় (South Africa) সরকারী কাজে ১৯২৫-২৬ সালে গিয়াছিলাম, তখন যাতায়াতের সুবিধার জন্য সরকারী মোটর বরাবর দরজায় হাজির থাকিত, কিন্তু এখানে ব্যবস্থা কার্পণ্যদুষ্ট। বাস্, ট্রাম, রেলপথে যাতায়াতের পয়সাও সরকারী "ভাতা" হইতে কুলাইয়া উঠা কঠিন।

আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ছুটীর সময়। বড়লোক সবাই দেশবিদেশে বেড়াইতে যায় ও গিয়াছে। সকলেই বলে লণ্ডনে এখন কেহ নাই ও

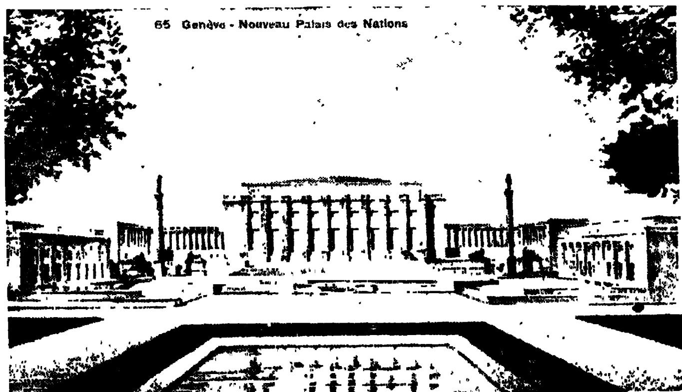
যায় না। কিন্তু কাজে তো তাহা নয়। রাস্তা-ঘাট বিষম জনতাপূর্ণ। একবার Punch-এ বোধহয় পড়িয়াছিলাম, "London is empty but for the few negligible millions that one sees in the streets"। আসল কথাই তাই, রাস্তায় যে লক্ষ লক্ষ লোকে লোকারণ্য করে "হাওয়া-খেকো" বাবুরা তাহাদিগকে মানুষ বলিয়াই মনে করে না; তাহাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

লর্ড রেডিং (Lord Reading), লর্ড লিটন (Lord Lytton) প্রভৃতির পত্র পাইলাম যে, তাঁহাদের এখন লণ্ডনে আসিবার সময় নয়; দেখা হইবার সম্ভব অল্প। পার্লামেণ্ট, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ব্রিটিশ মিউজিয়ম প্রভৃতি সব বন্ধ।

ন্যাশন্যাল লিবারেল ক্লাবে (National Liberal Club) আসিয়া আশ্রয় পাইলাম। আরাম, স্থবিধা, ব্যবস্থা বন্দোবস্তের কোন ত্রুটী নাই। কিন্তু লোকের জীবনীশক্তির যেন বিশেষ অভাব দেখিলাম। পুরাতন লোক কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অথচ প্রাচীন লোকে ঘর পরিপূর্ণ। সবাই বৃদ্ধ, সবাই স্থবির, কারণ বিচার করিয়া বুঝিলাম যে নূতন যুগে লিবারেল (Liberal)-দের স্থান নাই বরং কনজারভেটিভ (Conservative)-দের স্থান আছে, শ্রমজীবী (Labour) দলের স্থান আছে কিন্তু লিবারেলদের স্থান নাই, আদর নাই। ভারতবর্ষে এব্যাপার ঘটিতেছে, সর্ব্বত্র এই ব্যাপার ঘটিতেছে। মধ্যপন্থীদলের সম্মান ও আদর এখন তিরোহিত। উদারনীতির ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব রক্ষণশীলদিগের জরদগবের অবস্থা অপেক্ষাও হেয় হইয়া পড়িয়াছে।

লণ্ডন, রবিবার, সেপ্টেম্বর ৯

আজ নয়দিন লণ্ডনে পৌঁছিয়াছি। অনেকস্থান পরিদর্শন করা হইয়াছে। নূতন করিয়া কোন কিছুই চোখে পড়িতেছে না। শনিবার



জাতীয় প্রাসাদ

(৩০এ আগষ্ট) হইতে বুধবার পর্য্যন্ত ন্যাশন্যাল লিবারেল ক্লাবেই অবস্থান হইয়াছিল। তারপর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভাতচন্দ্রের রেড্ ব্রিফ্ রোডস্থ বাসায় আসিয়া কয়দিন বড় আনন্দেই কাটাইলাম। প্রভাতচন্দ্র বধূমাতাকে চিকিৎসার জন্য আনিয়াছে। আইল অফ্ ওয়াইট প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছে। ইহারা বেশ সুন্দর বাসা পাইয়াছে। কোন গোলমাল এখানে নাই। একটী ঠিকা ঝি লইয়া বাঙ্গালীর মেয়ে বাঙ্গালীর বধূ গৃহস্থালী ঘরকন্না করিতেছেন। রন্ধন, হাট-বাজার ইত্যাদি সমস্তই ঝিয়ের সাহায্যে করেন। বিলাতী ক্ষিপ্রকারিতা ও কর্ম্মপটুতা জন্মিয়াছে কিন্তু বিলাতি বিলাসিতা ও অনাবশ্যকীয় আদব-কায়দার দূষণীয় ব্যাপার স্বভাবগত হয় নাই, ইহা বিশেষ আনন্দের কথা। বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালীর মেয়েকে এখন দেশ-বিদেশে যাইতে হয়, হইতেছে এবং হইবে। পশ্চাদ্পদ হইলে স্বামী-পুত্রের কর্ম্মে ক্ষতি ও গ্লানির কারণ হয়। স্বধর্ম্ম স্বীয় আচার-ব্যবহার ও শীলতা বজায় রাখিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলেই দেশ-বিদেশ যাইতে পারেন। স্ব স্ব জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিবার কোনই হেতু নাই। ইহাদের সেবা ও যত্নে সকল কষ্টই দূর হইল। বহুকাল পরে পারিবারিক প্রথামত লুচি, রুটি, ব্যঞ্জন, ক্ষীর ইত্যাদি খাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। বৌমার "মেজমা" অর্থাৎ লেডী সর্ব্বাধিকারী প্রভাতের বিবাহকালে বৌমাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন বৌমা অক্ষরে অক্ষরে তাহা পালন করিতেছেন। ইঁহাদের সেবায় ক্লেশ ভুলিয়া গেলাম, মনে হইতে লাগিল যতদিন ইঁহারা এখানে থাকিবেন ততদিন আমিও ইঁহাদের সহিত থাকি, কিন্তু কর্ম্মসূত্র অন্যস্থানে আকর্ষণ করিতেছে।

এ কয়দিন ক্রমাগতঃ ইণ্ডিয়া আফিসে ও ইণ্ডিয়া হাউসে গিয়া উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আদেশ, উপদেশ লইতে হইল। যদিও লিগ্ অফ্ নেসনসের কর্ম্মক্ষেত্র বহু বিস্তৃত—সাম্রাজ্য "সভ্য"-জগৎব্যাপী

দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের পক্ষে ভারতীয় প্রতিনিধির পক্ষে তাহা অতীব সঙ্কীর্ণ। যাহাদের হাতে, কর্ত্তৃত্বের ভার তাঁহারা সঙ্কীর্ণচেতা, ফলতঃ ভারতীয় কর্ম্মক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণতর হইয়াছে! সরকারী লোক, সরকারী পেনসনার ও সরকারের মুখাপেক্ষী প্রতিনিধি ব্যক্তির দ্বারায় ভারতবর্ষের এ কার্য্য এতদিন চলিতেছিল। সাধারণের প্রতিবাদের ফলস্বরূপ সময় সময় দু' একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বাধীনচেতা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। সহায়তার অভাবে তাঁহারাও নিজমতানুযায়ী কর্ত্তব্য-সাধনে অক্ষম হন। এই সকল কটু সত্য সেক্রেটারী-অব-ষ্টেট মিঃ ওয়েজউড বেনকে সবিশেষে বলিলাম—নির্ভীক অকৃত্রিম বন্ধুভাবেই বুঝাইতে চেষ্টা পাইলাম। তিনিও যে না বুঝিলেন তাহা মনে হইল না, কিন্তু প্রচলিত প্রথার পরিবর্ত্তন না হইলে ফলের আশা করা বিড়ম্বনা। ভারতবর্ষ স্বাধীন রাজ্য নহে ; ঘরে-বাহিরে, সময়-অসময়ে একথা প্রতিপলেই বিশদভাবেই বুঝাইয়া দেয়। যেখানে স্বাধীন কিম্বা স্বায়ত্ত শাসনাধীন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, স্বাধীন জাতিরা তাহাদিগের প্রতিনিধিকে কেনই বা আমল দিবে ?

ভারতবর্ষের পক্ষে হাই-কমিশনার স্তর অতুল চট্টোপাধ্যায়কেও এ সম্বন্ধে বিস্তর কথা বলিলাম। ট্রেড-কমিশনার মিঃ লিণ্ডসে, শিক্ষা বিভাগের পরামর্শদাতা ডাক্তার পবিত্র দত্ত প্রভৃতি পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম কিন্তু ফল অকিঞ্চিৎকর হইল !

অল্ডউইচ্এ কিংসওয়েতে যে নূতন অতিরম্য অট্টালিকায় "ইণ্ডিয়া হাউসে" হাই কমিশনারের আফিস এখন উঠিয়া গিয়াছে তাহা ভারতবর্ষ হইতে আনীত মার্ব্বল, কাঠ, ইত্যাদির সাহায্যে ভারতীয় কারিকর দ্বারায় গঠিত হইয়াছে। এই ইমারত প্রস্তুতের জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনপ্রাপ্ত উপনিবেশগুলির এক একটী নিজস্ব আফিসের জন্য

সুবৃহৎ বৃহৎ সুরম্য অট্টালিকা এইস্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। "ইণ্ডিয়া হাউস" ইহারই অনুকরণ! ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স ও জেনেভায় লিগ-অফ্ নেসন্সে এই সকল স্বত্ব ও স্বামিত্ব রক্ষার মীমাংসার জন্য আলোচনা হয়। নিজরাজতন্ত্র-বৰ্জ্জিত ভারতের পক্ষে ঐ রম্য সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণে এ সকল সত্ব ও স্বামিত্ব-অর্জ্জনের বা রক্ষার আড়ম্বর বিসদৃশ মনে হয় এবং পদে পদে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে! বহু বাধা, বিঘ্ন, বিপত্তি ও অসুবিধার মধ্য দিয়াও দেশের কার্য্য যথাসম্ভব উদ্ধার করিতে হইবে এই উদ্দেশ্য করিয়া গুরুভার এত আপত্তি ও অসুবিধা সত্ত্বেও নিজ স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়াছি। ভগবান এ উদ্যোগের সহায় হউন।

গতবৎসর ও তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের আফিসের একজন নিম্নতর কর্ম্মচারী ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ বৎসর দেখিলাম সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট কাপ্তেন ওয়েজ উড বেন ও শ্রমজীবিদলের সেক্রেটারী স্বয়ং অভ্যর্থনা করিলেন ও নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। ইহাদের কথার মধ্যে কিন্তু সুর ঐ এক! ভারতবর্ষের রাষ্ট্রগত নিজস্ব কোনই অধিকার নাই এবং সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের উপদেশ মত চলিতে হইবে এ কথার ইঙ্গিত বার বার করিলেন। গতযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। ইহারই ফলে ভার্সেলস্ সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরের সময় লর্ড সিংহ ও মহারাজা বিকানীর ঐ সর্ত্তে ভারতের পক্ষ হইতে স্বাক্ষর করেন এবং ভারতকে স্বাধীন রাজ্যরূপে গণ্য করার পরোক্ষে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। প্রত্যক্ষে ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছে। বাস্তবপক্ষে কেবল বৃটিশ দলের ছয়টা ভোট লিগ্ অফ্ নেশনসে পাইবার জন্যই ভারতবর্ষকে স্বাধীনরূপে খাড়া করান হইয়াছিল! যে আমন্ত্রণে যে বিষয়ের জন্য আসিয়াছি তাহাতে অন্ততঃ আংশিক কৃতকার্য্য হইলে ধন্য জ্ঞান করিব।

সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট যখন আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন সে সময় আণ্ডার সেক্রেটারী সার ফিন্‌ল্যাণ্ড ষ্টুয়ার্ট (যিনি সাইমন্ কমিশনের সেক্রেটারী ছিলেন) ও সার ম্যালকম্ সিটন্ সঙ্গে ছিলেন। ইঁহাদের সহিত পূর্ব্বপরিচয় ছিল, আদর-আপ্যায়ন যথেষ্ট করিলেন। বেহারের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর ও বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সার হেনরী হুইলার ও সার ওমার হয়াৎ খাঁ, সার বসন্ত মল্লিক মহোদয়গণ আসিয়া সম্মান করিলেন এবং যাঁহার যেমন মতি সেই মত উপদেশ দিলেন। সার ক্যাম্বেল রোডস্ একজন পুরাতন সওদাগর ছিলেন। তিনি বিশেষ যত্ন দেখাইয়া তাঁর "হেনলী অন টেম্‌স্"এর বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকারের নিমন্ত্রণ করিলেন। সময়াভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড লিটন, প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রফেসার ষ্টারলিং ও টেম্পারেন্সের হারবার্ট্ এণ্ডারসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল না। ভূতপূর্ব্ব ভাইসরয় লর্ড হার্ডিং তাঁহার দেশের বাড়ীতে আছেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে না জানিয়া দুঃখ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। সময়ের অল্পতার জন্য বহু বন্ধুর সহিত দেখা ঘটিতেছে না, ইহাতে মনে হয় কাজের সুবিধাও কমিয়া যাইবে।

সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের কর্ম্মচারী মিঃ ক্রফট্ আমাদের সেক্রেটারী হইয়া জেনেভা যাইতেছেন। তাঁহার নিকট এসেমব্লির কাগজ পত্র বুঝিয়া লইয়া আমার মালপত্র তাঁহারই জিম্বায় দিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম। দু একদিন পূর্ব্বে যাইয়া প্যারিস ইণ্টেলেক্‌চুয়াল কো অপারেসন্ ইন্‌ষ্টিটিউট দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এখন তাহা বন্ধ, কাজেই তাহা স্থগিত রহিল।

আপাততঃ যেরূপ গতিক দেখিতেছি জেনিভার কার্য্যান্তে লণ্ডনে প্রত্যাগমন না করিলেও বোধ হয় চলিবে। জেনিভা হইতে সোজা দেশে ফিরিবার চেষ্টাই করিতেছি। অক্টোবর মাসের শেষে সকলেই

রাউণ্ড টেবল্ কন্ফারেন্সে ব্যস্ত থাকিবে। অকারণে শীত ও নানা অসুবিধা ভোগ করার আবশ্যকতা মনে হয় না। যদি প্রয়োজনবশতঃ দুই তিন সপ্তাহের জন্য পুনরায় লণ্ডনে ফেরা দরকার হয় তবে অবশ্য আপত্তি করিলে চলিবে না। যা' হোক ভবিষ্যতে বুঝিয়া ঠিক করিব।

কলিকাতা পুলিশকমিশনার টেগার্টকে হত্যার চেষ্টা, ঢাকায় লোমানকে হত্যা ও হড্সনকে হত্যার চেষ্টা, ময়মনসিংহে বোমা ফেলা, গান্ধী-নেহারু ও সপ্রু-জয়াকার শান্তি স্থাপনের চেষ্টার অকৃতকার্য্যতা, ইত্যাদি ব্যাপারে এ দেশের লোকের মন ভারতবর্ষের প্রতি অত্যন্ত অপ্রসন্ন ও বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। উপস্থিতক্ষেত্রে সকলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুবিধা নাই। এরূপ ব্যাপার স্বাধীনতাপ্রয়াসী সকল জীবের মধ্যেই আছে, সকল যুগে হইয়াছে ও হইবে। এ কথা বুঝাইবার চেষ্টা ভারতহিতৈষী মাত্রেরই করা উচিত। যথাসাধ্য এ বিষয় চেষ্টা করিতেছি, ফল কি হইবে তা ভগবানই জানেন। মনে হয় এত কষ্ট করিয়া বিদেশে আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য এই সকল অবস্থা যথাযথভাবে বুঝানর চেষ্টা। যাঁহারা শাসনকার্য্যে লিপ্ত তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে যে এক হাতে তালি বাজে না। চিরদিন তাঁহাদের এই কর্ত্তব্য অক্ষুণ্ণভাবে বজায় থাকিতে পারে না সময় থাকিতে হিসাবমত প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন করিলে সকল দিক রক্ষা পায়। সাম্যবাদী স্বাধীনতাপ্রয়াসী লিবারলদলের এই কথা এবং আমাদিগকে এই মতের অনুযায়ী কথা কহিতে হইবে এবং কার্য্য করিতে হইবে।

রাউণ্ডটেবল কনফারেন্স যা পারে তা' করুক। জেনেভার কাজের যে ভার আমি পাইয়াছি তা' পালন করিবার অবসরে আমি মূলমন্ত্র লইয়াই কাজ করিয়া কথা কহিব।

মরাল এডুকেশন কংগ্রেস-এর সেক্রেটারী মিঃ গুল্ডের সহিত দেখা হইল। প্যারিসে ২৩এ হইতে ২৮এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সভা হইবে।

আমার উপস্থিত থাকা অসম্ভব। বিশেষতঃ এ সভার মধ্যেও পরস্পর যেরূপ বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে সভায় উপস্থিত না থাকাই উচিত। ১৮ বৎসর পূর্ব্বে হেগে এই কনফারেন্সে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল, ঘনিষ্ঠতাও বড়িয়াছিল; সেই জন্যই আমার মায়া, কিন্তু অকারণ বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যে যাইতে আমার আর প্রবৃত্তি হয় না। ট্রাভলার্স ক্লাবে জর্জ্জ ফক্স পিটএর সঙ্গে দেখা করাতে এ সকল বিবাদের বিবরণ বিশেষ করিয়া পাইলাম। দেখিতেছি সকলের সঙ্গেই সকলেরই মতান্তর, বিবাদ ও বিদ্বেষ—কোথাকার ব্যাপার কতদূর গড়াইবে কে জানে? টেম্পারেন্স সভার প্রেসিডেণ্ট লর্ড ক্লুইড (Clwyd)এর সহিত রিফরম্ ক্লাবে ও তাহার সেক্রেটারী ফ্রেডারিক গ্রাবের সঙ্গে আরকব্রুক ও হ্যামপিক রোডে ওয়েমবেলড়ন পার্কে দেখা করিলাম। সুরা ও মাদক দ্রব্য বিরোধে আমরা এক্ষণে যে সংগ্রাম দেশে করিতেছি ইঁহারা তাহার বিশেষ সহায়ক। এসময় দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে এ সাধুকার্য্যে ব্যাঘাত পড়িতেছে এসব কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইলাম। আফিং-প্রভৃতি মাদকদ্রব্যের অবাধ বিক্রয় সম্বন্ধে জেনিভাতে আলোচনা হইবে। এ বিষয়ে আমার মত সরকার পক্ষের মতের নিতান্ত বিরোধী।

যে কারণেই হউক, জেনিভা রাজসূয় যজ্ঞে আমার প্রতি মাদক নিবারণ-সম্বন্ধে বাদানুবাদের ভার পড়ে নাই। সরকার পক্ষের সহিত বিবাদ করিয়া যে ব্যক্তি লাট সাহেবের অনুরোধ সত্ত্বেও Licensing Boardএর সভাপতিত্ব ত্যাগ করিয়া ছিল—সকল সভ্যজাতির প্রতিনিধি বর্গের সম্মুখে সে বিষয়ের আলোচনার ভার এহেন ব্যক্তির উপর দেওয়া নিতান্ত নিরাপদ নহে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বুঝিয়াছেন। আমার প্রতি সেভার না পড়াতে আমিও নিশ্চিন্ত।

Holloway বলিয়া একজন নূতন অভিনেতা New Theatreএ Richard III নাটকের অভিনয় করিতেছেন। নাম রক্ষার জন্য সে অভিনয় দেখিতে গিয়া ১৮ (আঠার) শিলিং জরিমানা দিলাম ও নিতান্ত হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। সেকালের রামযাত্রার মত চীৎকার ও তরবারির ঠোকাঠুকী। তবে সাজসরঞ্জাম দৃশ্যপটের যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখলাম এবং অভিনয়ের সুবন্দোবস্ত ও বাড়িয়াছে। Stratford on Avonএ এবং Old Victoriaতে ১৯২১ সালে যে অভিনয় দেখিয়াছি তাহার মত সুন্দর নিখুঁত অভিনয় আর দেখিব না।

Picadilly Circus এর মাঝখানে Eros এর যে মূর্ত্তি ছিল তাহা উঠাইয়া দিয়া রাস্তা চওড়া করা হইয়াছে। লোকে তাহাতে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে বলিয়া সে মূর্ত্তি আবার পূর্ব্বস্থানে তুলিয়া আনিবার কথা হইতেছে লোক-মত অগ্রাহ্য করা এখানে অসম্ভব। কিন্তু একটা বিষয় লোকমতের দ্বৈধবশতঃ প্রাচীনপন্থীরা হটিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের দেশের ন্যায় এখানেও সেণ্টপলের বড় গিরজার সামনে ও ট্রাফালগার স্কোয়ারের সামনে খোলা জায়গায় বিস্তর পায়রাকে লোকে নিত্য খাওয়াইয়া আনন্দ লাভ করে। লণ্ডন কাউণ্টি কাউনসেল ঠিকাদার দিয়া সেই সব পায়রা ধরিয়া নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। বৃন্দাবনধামে বানর ধরা ব্যাপারে যেমন দুই দল হইয়া আমার পরিশ্রম ও চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিল এখানেও সেইরূপ দুইদল হইয়াছে।

সোমবার হইতে পায়রাধরা ও মারার সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। পায়রা ধরিলে ও মারিলে লক্ষ্মী ছাড়েন, আমাদের দেশের প্রবাদ ও বিশ্বাস, একথা এখানে বলিবার ও বুঝাইবার লোক নাই বোধ হয়।

পিকাডেলী সার্কাসে খুব নীচে দিয়া মাটীর তলদেশে 'টিউব রেলওয়ে' বহুদিন চলিতেছে। এখানে রাস্তা পারাপার হওয়া বড় কঠিন বলিয়া মাটীর তলাদিয়া পারাপারের রাস্তা (Causeway) ও ছিল। এবার

দেখিলাম সেই রাস্তার চারিদিক জুড়িয়া বিস্তৃত একটা বাজার বসিয়াছে। বাজার যেন একটা ছোট নগর বলিলেও হয়। কত দোকান-পাট ও নগর সেই মাটীর-নীচে খোলা হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। গাড়ী চাপা পড়ার ভয় নাই; কাজেই লোকে ধীরে স্থস্থে সেখানে বাজার-হাট করিতে পারে—বেড়াইতে পারে। লণ্ডনে যাহা সম্ভব কলিকাতায় কাদামাটীর বনিয়াদের সহরে তাহা সম্ভব নয়—গঙ্গার তলা দিয় টনেল হইল না; কলিকাতার রাস্তার তলায় টিউব রেলওয়ে হইল না।

Sir Edwin Lutyns এর নকসার লণ্ডন কাউন্টী কাউন্সিলদের যে বাড়ী হইয়াছে তাহা দেখিবার যোগ্য Selfridge Gammage, Whitly, Harrod, প্রভৃতির ন্যায় আরও অনেক 'store লণ্ডনে বাড়িয়াছে, দশ বিশটা হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল (Whiteaway Laidlaw) কোম্পানী এইসকল কোম্পানীর পকেটে থাকিতে পারে। ইহাদের প্রকোপে ছোট ছোট দোকান সব মারা যাইতেছে। অথচ ভাল জিনিস ইহারা সস্তায় দেয়। এখন বিদেশীবর্জ্জন যুগে ভারতবর্ষে এ সকল কোম্পানীর নামের কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু ইহারা যে প্রণালীতে গরীব লোককে সস্তায় ভাল জিনিস দিবার চেষ্টা করিতেছে, সে চেষ্টা বর্ত্তমান স্বদেশী-যুগে ভারতবর্ষে অভাব; ইহা দুঃখের বিষয়।

সকল দেশে যে দৈন্য ও অন্নসমস্যার হাহাকার উঠিয়াছে সুসভ্য ও সমৃদ্ধ বিলাতও তাহার হাত এড়াইতে পারে নাই। পৃথিবী প্লাবিয়া এই হাহাকার। শ্রমজীবী ও ধনীর নিত্যসংগ্রামে ধনী ক্রমশঃ হটিতেছে। তাহাদের প্রবর্ত্তিত বিলাসিতা শ্রমজীবীদের আক্রমণ করিয়াছে। শ্রমজীবীরা চায় অল্প পরিশ্রম, অধিক রোজগার ও প্রভূত বিলাসিতা; কাজেই মজুরী বাড়িয়া যাইতেছে—রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশঃ শ্রমজীবী-

দের হাতে আসিতেছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেও তাহাদের সহিত যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইতেছে। কাজেই তাহাদের হাতে গভর্ণমেণ্ট (Government) আসিয়াছে। কতদিন সে ক্ষমতা থাকিবে তাহা বলা যায় না। কিন্তু এই বিলাসিতা-স্রোত আনিতেছে দারিদ্র্য; সকলে রোজগার করিবার সুবিধা পায় না। সরকার হইতে তাহাদিগকে ভাতা (dole) দিতে হয়, বসিয়া বসিয়া খাইতে পাইলে কে আর পরিশ্রম করিবে, জিনিষের দামও এই ভাতা দিবার ভার তো দুষ্ট (vicious circle) চক্ররীতি-অনুসারে পড়িতেছে সেই শ্রমজীবীরই উপর। ধনীর দলও উৎসন্ন যাইতেছে। ট্যাক্স দিতে না পারার জন্য অনেক বড়মানুষ বসত বাড়ী ভাড়া দিয়া ভারাটিয়া বাড়ীতে অথবা হোটেলে বাস করিতেছেন! চৌরঙ্গীর অপেক্ষা ফ্যাসানের জায়গা Park Lane নামক স্থানে Duke of Devonshire এর মত বড়মানুষ ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোক সুরম্য বসত বাড়ী ভাঙ্গিয়া দিয়া ছোট ছোট ফ্লাট তৈয়ার করিয়া ভাড়া দিতেছেন। ফ্লাটের ভাড়া বৎসরে দু হাজার গিনি অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা! বিলাসিতার স্রোত কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে কে জানে?

Free Masons Hall (Great Queen Street Aldwych) এবারও দেখিতে গিয়াছিলাম। Polytechnic Institute, Regent Streetএ Sir Kenyston Studd এর সঙ্গেও দেখা করিলাম। তিনি Lord Cornwallis এর সঙ্গে ভারতবর্ষে Grand Lodge Deputationএ দুই বৎসর পূর্ব্বে গিয়াছিলেন। তার পর লণ্ডনের লর্ড মেয়র হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে সময় ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন তখন আমি Lodge Anchorc and Hope 234 E. C.) এর Master. আমাদের অভ্যর্থনায় এবং আমার অভিনন্দনে তাঁহারা বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন, সে কথা তাঁহাদের মনে আছে।

সোমবার ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

এবার দশদিন মাত্র লণ্ডনে বাস হইল। আজ ১১-১৫ মিনিটের গাড়ীতে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইতে প্যারিস হইয়া জেনেভা যাত্রা করা হইল, স্যার ইওয়াট গ্রীভস (হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ), স্যার ডেনিস ব্রে ভূতপূর্ব্ব ভারত-সরকারের বৈদেশিক সেক্রেটারী (Late foreign Secretary to ihe Government of India), স্যার জাহাঙ্গীর কয়াজী (প্রেসিডেন্সী কলেজের অর্থনীতিশাস্ত্রের Economics এর) অধ্যাপক এবং আমি জেনেভা সভার সহযোগী এবং অন্য সহযাত্রী। মালপত্র পূর্ব্বে গিয়াছে, মহারাজা বীকানীরেরও সেক্রেটারী বাজপাই সাহেব প্যারিসে অপেক্ষা করিতেছেন, প্যারিসে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইয়া একত্র যাওয়া হইবে।

লণ্ডনে ছিল কেবল বোঝাপড়ার কাজ, তাহা শেষ হইয়াছে, অনেকের সঙ্গে দেখা করা হইল না। অনেক জায়গায় যাওয়া হইল না, অনেক জিনিস দেখা হইল না। এই অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা শেষ করিতে হয়। ১৯২১ সালে যখন লিটন কমিটির কাজ শেষ করিয়া লণ্ডন ত্যাগ করি তখন মনে তো ছিল না যে তৃতীয়বার ইংরাজ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে আবার আসিব। বিধি-লিপি বলিয়া বাধা-বিঘ্ন-আপত্তি সত্ত্বেও আসিয়া না হয় কিছু দেখা হইল না—প্রারদ্ধবলে আবার যদি আসা হয় ভাল করিয়া দেখা যাইবে।

ভগ্নস্বাস্থ্যের আপাততঃ উন্নতি হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট; রেল, বাস, মোটর প্রভৃতিতে রাস্তা-ঘাট বিপদসঙ্কুল, ইহার মধ্যে ভগবৎকৃপায় যে দৌড়ধাপ কয়দিন ধরিয়া চলিতেছে তাহাতে পূর্ব্বপরিচিত সকলেই আশ্চর্য্য হন, আমি স্বয়ং আশ্চর্য্য হই। প্রভাতচন্দ্র ও বধূমাতার সেবা-যত্নে সকল ক্লেশ ভুলিয়াছি, বাড়ী হইতে বাড়ীতেই আসা হইয়াছে, ইংরাজীতে

যাহাকে বলে Home to home, এ ঠিক তাই; তাহাদের ছাড়িয়া যাইতে পুনরায় বাড়ী ছাড়িবার সময়ের মত ক্লেশ হইতেছে।

প্রভাতচন্দ্রের সনির্ব্বন্ধ ইচ্ছায় Oxford Circusএ গিয়া ছবি তোলান হইয়াছে, ছবি দেখিয়া ভগ্নদেহ এ অধমকে চেনা দায় হইবে। চক্ষুর সহায়তার জন্য প্রকরণও সংগ্রহ হইয়াছে, যদিও কর্ম্মক্ষেত্রে বিপত্তি-বাধা-বিঘ্ন অনেক, যথাশক্তি কর্ম্ম সমাধা করিবার চেষ্টা করিতেই হইবে।

যে গরমে সমস্ত দেশ কষ্ট পাইতেছিল তাহা কমিয়াছে, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়া বেশ ঠাণ্ডা পড়িতেছে; আসিবার সময় ইংলিশ চ্যানেল পার হইতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই, আজ ডোভার (Dovar) ক্যালের পথে কিরূপ হইবে তাহা তিনিই জানেন যিনি সকল পথের নিয়ন্তা।

বুধবার ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

আজ লীগ অব নেসনস্ এসেম্বলী মহাসভার প্রথম অধিবেশন হইল। বহুদিন হইতে এ সভার কথা শুনিয়া আসিতেছি। মহাযুদ্ধের পর সকল জাতিরই মনে হইল যে অকারণ দ্বন্দ্ববিবাদ রক্তপাতে কোন ফল নাই, যুদ্ধবিগ্রহে পৃথিবী ভারাক্রান্ত। বিজয়ী জাতিও এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে তাহার পক্ষে পরাজয় অপেক্ষা জয় হানিকর, সন্ধিস্থাপনের পর সকলেরই চেষ্টা যে বিবাদবিসংবাদ আপোষে শালিসী দ্বারা মিটাইয়া লওয়া উচিত, সৈন্যবল রণতরীবল, আজকাল একজাতির অপেক্ষা আর একজাতি বাড়াইয়া চলিতেছে—দেশের ধনহানি যথেষ্ট তাহাতে হইতেছে। অতএব যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করিয়া যথার্থ শান্তিস্থাপন করিতে পরস্পরের বোঝাপড়া ভাল করিয়া করিতে হইবে, সকল বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে চুয়ান্নটা সভ্য জাতির প্রতিনিধি প্রতিবৎসর জেনেভাতে একত্র হন ও সংবৎসর ধরিয়া যে সকল কথা উঠিয়াছে তাহার মীমাংসা করেন।

ভারতবর্ষ কোন বিষয়ে বাস্তবিক স্বাধীন না হইলেও জেনেভা রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং ভারতবর্ষের প্রতিনিধির অন্ততঃ এখানে সম্মান আছে।

কাল সকালে লণ্ডন হইতে প্যারিস পথে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি, জেনিভা হ্রদের উপর প্রাসাদতুল্য হোটেলে বিষম খরচা দিয়া বিষম বাবুগিরির মধ্যে পড়িয়াছি। হোটেলের ঘর-বিছানা আসবাব-আয়োজন দেখিয়া তাক্ লাগিয়া যায়। নানালোকের সঙ্গে দেখাশুনা আলাপ-পরিচয় হইতেছে। ভারতবর্ষের কাপড়ের আদর এখানেও যথেষ্ট হইতেছে। আমি ছাড়া স্বদেশী কাপড় আর কাহারও অঙ্গে নাই। কাজেই খাতির-যত্ন যথেষ্ট হইতেছে, পরস্পরের খানা দেওয়া, আদর ও আপ্যায়ন প্রচুর হইতেছে। তাহাতে খরচা বেশী হয়। ভারতবর্ষের লোকও এখানে কেহ কেহ আছেন, তাঁহারা যথেষ্টই অনুগ্রহ করিতেছেন। স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অমূল্য চট্টোপাধ্যায় ও ডাক্তার রজনীকান্ত দাশ এখানে কর্ম্ম করেন, তাঁহারা ও তাঁহাদের সহধর্ম্মিনীরা যে কি যত্ন করিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ছাত্র ও অধ্যাপক যথেষ্ট আছেন। তাঁহারাও আসিয়া দেখাশুনা করিতেছেন।

ব্রিটিশ সামাজ্যের ফরেন সেক্রেটারী (Foreign Secretary) আর্থার হেণ্ডারসন, দক্ষিণআফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হার্টজহগ (General Hartzhog) লীগ অব নেসন্স্এর প্রাণস্বরূপ লর্ড রবার্ট সেসিল (Lord Robert Cecil) পার্লামেন্টের মেম্বর মিস লরেন্স, মিস উইল্‌কিনসন, মিষ্টার বক্সটন, অষ্ট্রিয়ান পণ্ডিত ঋষিতুল্য মসিয় গোটয়েটি (Mr. Goitie) প্রভৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কথা নিত্য চলিতেছে, প্রথম হইতে আমার প্রতি নানা কাজের ভার অযাচিতভাবে

আসিয়া পড়িয়াছে। কাজ ও খানা প্রভৃতির মধ্যে হাঁটিয়া ও মোটরে করিয়া সহরে হ্রদের ধারে বেড়ানও যথেষ্ট হইতেছে।

জেনিভা অতি প্রাচীন শহর। চতুর্দ্দিকে উচ্চ আলপস্ পর্ব্বতরাজি, মধ্যে হ্রদ, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সহিত অনেকে ইহার তুলনা করেন, স্থানে স্থানে আমার দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন দৃশ্য মনে পড়ে। ইউরোপের অন্যান্য সহরেরই মত বাড়ী ঘর-দ্বার, নূতন পুরাতন সহরে অনেক পার্থক্য আছে, নূতনের কাছে পুরাতনকে সতত হটিতে হইতেছে। ইউরোপের রাজনৈতিক হাঙ্গামা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনেকে এই স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্যের আশ্রয় বহুবার লইয়াছেন। ফ্রান্সের ভল্টেয়ার ও রুসো, ইটালীর মুসোলিনী, ভারতবর্ষের শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্ম ও মহেন্দ্র প্রতাপসিংহ এখানে আশ্রয় পাইয়াছেন, খৃষ্টিয়ান যাজক ক্যালভিন ও নক্স এইখানে তাঁহাদের কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। গিবন এইখানে বসিয়াই তাঁহার অপূর্ব্ব রোমের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেন ও পুস্তক রচন শেষ করেন। এদিকে Zenith ওমেগা প্রভৃতি ঘড়িওয়ালার বিজ্ঞাপনে ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক সর্ব্বদা মনে করিয়া দিতেছে, জেনেভার হ্রদ হইতে বেগবতী রোন নদী (Rhone) উৎপন্ন হইয়া ফ্রান্সের ভিতর দিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পড়িতেছে, শিল্প ও বাণিজ্যের বহু বিস্তার না থাকিলেও কৃষিসাহায্যে লোকের বেশ চলিয়া যাইতেছে।

বহুকাল ধরিয়া ভূগোল ও ম্যাপ মাত্রে যে সব দেশের পরিচয় ছিল এখন চুয়ান্নটা জাতির প্রতিনিধি প্রধান পুরুষদের সহিত চাক্ষুষ আলাপ হইল, পুনরায় ভূগোল পড়িবার প্রয়োজন হইল।

যে স্থানে মহাসভার অধিবেশন সেখানে ধুমধাম ঐশ্বর্য্যের কোন চিহ্ন নাই, অতি সাধারণ ধরণেরও কোন জাঁক-জমক-আড়ম্বর নাই বন্দোবস্ত ভাল ; নিশান-পতাকা নাই, বাজনা-বাদ্য নাই, Democratic

ধরণের সব কাজ। ইতিমধ্যে সভাপতির আসন ও অভ্যর্থনা সম্বন্ধে ধুমধামের কথা হইয়াছিল, তাহাতেও কাহারও মত হয় নাই। ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা হয়। যাঁহার যে ভাষায় ইচ্ছা ও সুবিধা তিনি সেই ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত একজন বক্তৃতার অনুবাদ করিয়া শুনান। Loud speakerএর ব্যবস্থা অতি সুন্দর, ভারতবর্ষে এ চেষ্টা বিশেষ কৃতকার্য্য হয় নাই। এখানে Loud speaker এর সুব্যবস্থার জন্য এই বিস্তীর্ণ সভার সকল স্থানেই সকলের কথা শোনা যায়।

আমাদের দলপতি মহারাজা বিকানীরকে একটা আংশিক সভা বা কমিটির সভাপতি করিবার চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসু সম্প্রতি জেনেভাতে আসিয়াছিলেন, স্যার জগদীশ বিলাতেও গিয়াছিলেন।

সোমবার ৮ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন হইতে আসিয়াছি, আর সেখানে ফেরা হইবে কি না সন্দেহ। শ্বেতদ্বীপের শ্বেতযুগ প্রদেশের নিকট বিদায় লইবার সময় অনেক কথাই মনে হইল। চ্যানেল পার হইতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই, দীর্ঘ রেলপথের যাত্রাতেও অসুবিধা হয় নাই, Pullman কার ও Sleeping কারের বিলাসিতাতে ভ্রমণের সুখ খুব বাড়িয়া গিয়াছে। সোমবার বৈকালে প্যারিস পৌছিয়া যতদূর সম্ভব প্যারিসের রাস্তা-ঘাট ও বাড়ীগুলি আর একবার দেখিয়া লইলাম, নতর দাম্ (Notre Dame) লুভর্ (Louvre) টুলিয়ার গার্ডেন (Tullier Garden) Bastille Memcrial (যেখানে ব্যাষ্টিল কারাগার ছিল তাহার চিহ্নস্থান) ইত্যাদি পূর্ব্বপরিচিত স্থান দেখিয়া সেন নদীর (Seine) ধার দিয়া (Champs Elyées) "স্যাজ্ ইলীজ" বাগানের ভিতর হোটেলে প্যারিসীয় ধরণের খানা খাইয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইল। এক ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ স্যার ইওয়ার্ট গ্রীভস্ ও

ভূতপূর্ব্ব ফরেন সেক্রেটারী স্যর ডেনিস ব্রে সঙ্গে থাকাতে ফরাসী ভাষায় অজ্ঞতা জন্য বিশেষ কষ্ট হইল না।

Intellectual Co-operation সংক্রান্ত Paris Institute দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহার বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয় বলিয়া তাহা দেখিতে যাওয়া হইল না। এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য লীগ অব নেসনসে এবার চেষ্টা হইবে। অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগ এখন এখানে আছেন। তিনি এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন।

বৃহস্পতিবার ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

আজ মহাসভার প্রকাশ্য কাজের প্রথমদিন। পৃথিবী হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ বাদ-বিসম্বাদ উঠিয়া যায় ও আপোষে সালিসীতে সকল বিষয়ের মীমাংসা হউক, সকল বক্তারই এই কথা। মনের কথা ইহা কাহার কতদূর তাহা ভগবান জানেন। উপস্থিত অবস্থায় ভারতবর্ষের এ বিষয়ে বক্তব্য কিছু নাই,—কেবল শুনিয়া যাওয়াই কাজ।

ক্যানাডার স্যর রবার্ট বরডেন, ফ্রান্সের মোসিঁয়ে ব্রিয়ান্দ এবং ইংলণ্ডের মিষ্টার হেণ্ডারসন আজকার সভায় প্রধান বক্তা। বরডেন ও হেণ্ডারসন ইংরাজীতে আধুনিক ধরণের সুন্দর বক্তৃতা করিলেন, কিন্তু মোসিঁয়ে ব্রিয়ান্দ-এর ফরাসী বক্তৃতা সকলের উপরে গেল। পুরাতন প্রথামত হাত-পা নাড়া, অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য ও ভাষার গাম্ভীর্য্য যথেষ্ট ছিল। সভাশুদ্ধ লোক ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ইংরাজীতে এ শ্রেণীর বক্তৃতা প্রথা লোপ পাইয়াছে।

Loud Speaker সাহায্যে সকলের শুনিবার ব্যবস্থার সঙ্গে আর-এক নূতন ব্যাপার আজ দেখিলাম, ইংরাজীতে বক্তৃতা হইয়া যাইতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোঁতে তাহার ফরাসী তর্জ্জমা একজন টেবিলে

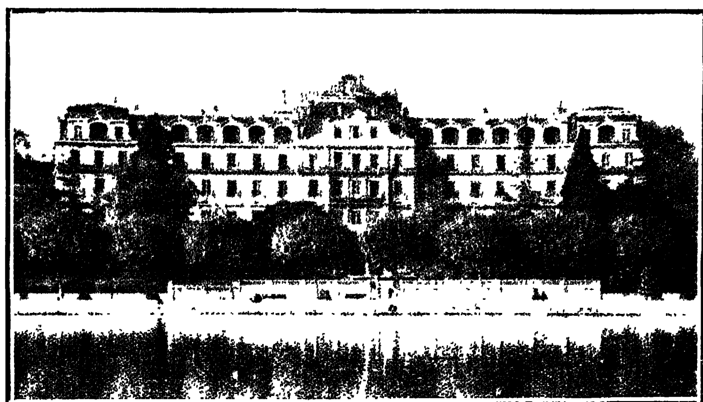
টেবিলে Telephone Receiver সাহায্যে শুনাইতেছে। যাহার শুনিবার প্রয়োজন ও ইচ্ছা তিনি নিজের টেবিল হইতে টেলিফোন কানে তুলিয়া ধরিলেই ইংরাজী বক্তৃতার সুন্দর ফরাসীর অনুবাদ সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইতেছেন। বক্তার মঞ্চের ঠিক নীচে এক ক্ষিপ্রকর্ম্মকুশল অনুবাদক ইংরাজী হইতে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া মাইক্রোফেন (mycrophone) সাহায্যে সভায় মধ্যভাগের সকল টেবিলে ফরাসী অনুবাদ বিবৃত করিছেন অর্থাৎ ইংরাজী সমজদার শ্রোতার দল খাঁটী ইংরাজীতে বক্তৃতা শুনিতেছেন ঐ ঠিক একই সময়ে অপূর্ব্ব ফরাসী অনুবাদ অত্যুন্নত শ্রেণীর টেলিফোঁর সাহায্যে ফরাসী সমজদার ঐ ঠিক একই সময়ে ফরাসী ভাষায় সেই বক্তৃতা শুনিতেছেন। গত বৎসর International Labour Bureau সভায় এই ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়—এবৎসর বহু উন্নতির সহিত সেই প্রথা League of Nations সভায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে না দেখিলে ইহা প্রত্যয় হওয়া দুঃসাধ্য। যখন মঞ্চোপরি অন্য বক্তা ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা করিবেন তখন ঠিক এই ভাবে ইংরাজী অনুবাদ সভাস্থগণের টেলিফোঁর চোঙ্গায় পৌঁছিবে। সভার ভিতর বক্তৃতা হইতেছে আর বাহিরে Radio gram সাহায্যে বক্তৃতায় দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সেই দিন বিকালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ঠিক একই সময়ে Radio gram সাহায্যে একই বক্তৃতা শোনা যায়। Reporter বা সংবাদপত্রের মুখাপেক্ষী করিতে হয় না। প্রয়োজন হইলে পরদিনের সংবাদপত্রে পূর্ব্বদিন প্রকাশিত Reportএর ভ্রম সংশোধন হইতে পারে। সেইরূপ যখন ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা হইতেছে, ইংরাজী তর্জ্জমা একজন টেলিফোঁতে শুনাইতেছে। এই অদ্ভুত ব্যবস্থার কথা পূর্ব্বে কাণে শুনিয়াছিলাম। আজ স্বচক্ষে দেখিলাম। ইউরোপে ও আমেরিকায় জ্ঞান-বুদ্ধি-বিস্তারের চেষ্টা যাহা হইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।



মিলন দুর্গদ্বারে

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যায় ও তৎপত্নীসহ

সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী



লীগ অব নেশনের অধিবেশন গৃহ

মহাসভার কাজের মাঝে মাঝে সরকার-নিযুক্ত মোটর লইয়া সহর-ভ্রমণ, হ্রদের ধারে বেড়ান ও দর্শনীয় জায়গা সব দেখিয়া বেড়ানও হইতেছে। শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রীর সহিত পরিচয় হইল। ডাঃ কালিদাস নাগকে লইয়া পুরাতন তথ্যের আলোচনা অনেক হইল। ফরাসী লেখক রুসো যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যেখানে বাস করিতেন, Calvin, Knox প্রমুখ ধর্ম্মযাজকদিগের যেখানে যেখানে কীর্ত্তিস্তম্ভ রহিয়াছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল।

Indian Legislative Assemblyর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি Sir Frederic Whyteএর মাতা গতবার তাঁহার লণ্ডনের হ্যাম্পষ্টেডের বাটীতে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি পাশের হোটেলে আছেন। তিনি বিশেষ যত্ন ও অপ্যায়ন করিতেছেন—বিলাতে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার বাটিতেথাকিবার জন্য জেদ করিলেন। বিলাতে ভারতহিতৈষিণী যে সকল রমণী আছেন তিনি তাঁহাদের একজন। তাঁহার পুত্র এখন চীনদেশে সরকারী adviser-পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ভারতের প্রতি তাঁহার টান এখনও আছে।

সোমবার ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

প্রত্যহ খানা ও পার্টির অত্যাচারে শরীররক্ষা দুষ্কর হইতেছে, অথচ এসকল ব্যাপার ছাড়িবার নয়। সভায় ও কমিটিতে বসিয়া যে কাজ সম্ভব এই সকল ব্যাপারে ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা অপেক্ষা শতগুণ কাজ হয়। পৃথিবীর সকল জাতির প্রতিনিধির নিকট ভারতবর্ষের কথা খোলাখুলি রকমে এইসকল মিলনস্থানেই সম্ভব। যথাসম্ভব তাহা করিতেছি।

ক্যানাডার প্রতিনিধিগণ নিকটস্থ Hotel Burgesisএ এক প্রকাণ্ড ভোজ দিয়াছিলেন। বৃটিশ প্রতিনিধিগণ এবং অন্যান্য ৫৩ জাতির

দলপতি ও তাঁহাদের পত্নীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইংরেজ রমণীরা সকলে সমান স্থন্দরী হন না—বিশেষতঃ আজকাল খাট ঘাঘরার উৎপাতে তাঁহাদের স্বাভাবিক রূপেরও লাঘব হইতেছে। ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের মেয়েরা পূর্ব্বের মত দীর্ঘ সুশ্রী গাউন পরিয়া আসিয়াছিলেন, দেখিতে বড় স্থন্দর। আজ সকলে যে যার উপাধির পরিচয়—মেডেল পরিয়া আসিয়া সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বাড়ীর লোকে এ বিষয়ে মনে করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও আমার মেডেল আনা হয় নাই। নূতন বহুতর লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিস্তর কথা হইল, গোলটেবিল বৈঠকে (Round Table Conferenceএ) যে সকল প্রতিনিধি আসিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের দ্বারা কোন কাজ হইবে না ইহা অনেকেরই ধারণা। ভগবান জানেন কি হইবে। নানা কারণে আমার এ সকল কথাবার্ত্তা বলা অসঙ্গত।

বাঙ্গালী মুসলমান, হিন্দুস্থানী অনেক স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হইতেছে। তাঁহারা সকলে দিগ্ গজ পণ্ডিত কিংবা বক্তা কিংবা স্বধর্ম্মচ্যুত তাহা নহেন। নিজ নিজ স্বামীর সাহচর্য্যের জন্য আসিয়াছেন ও কাজ চালাইয়া লইতেছেন।

Fermey of Voltaire নামক অদূরবর্ত্তী গ্রামে আজ বেড়াইতে গিয়াছিলাম। প্রসিদ্ধ লেখক Vottaire ফ্রান্সের উৎপাতে মাঝে মাঝে পলাইয়া এখানে প্রাণরক্ষা করিতেন এবং এইখান হইতে তাঁহার অনলবর্ষী রচনাবলী ফ্রান্সের বিপ্লববাদে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। রুসো এবং ভল্টেয়ার উভয়েই এই স্থইজারল্যাণ্ডে বসিয়া ফ্রান্সের বিপ্লবকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি বায়রন কিছুকাল জেনিভায় বাস করিয়াছিলেন। ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে হেয়ার স্কুলের শিক্ষকশ্রেষ্ঠ নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের

নিকট বায়রনের Prisoner of Chillon পড়িয়াছিলাম। 'My hairs are grey but not with years' এখনও কাণে বাজিতেছে। সেই Chillon দুর্গে Savoy রাজবংশীয় অত্যাচারী নরপতির হস্তে বন্দী Bonnivard যে নির্য্যাতন সহিয়াছিলেন, বায়রন অমর ভাষায় তাহা চির-স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

Lake of Genevaর উপর বহুতর সুন্দর সহর ও গ্রাম আছে। ষ্টীমারে চাপিয়া সেইসকল সুন্দর সহর, গ্রাম ও মনোরম শৈলমালা দেখিতে দেখিতে দুর্গে পৌঁছিলাম। তন্ন তন্ন করিয়া দুর্গের সকলভাগ দেখিলাম। বন্দী বনিভার্ড ছয় বৎসর যে অন্ধকারে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন সেই গৃহের প্রস্তরস্তম্ভে বায়রন নিজের নাম ক্ষোদিত করিয়া দুর্গকে অমর করিয়া গিয়াছেন। হ্রদের উপর Fevityz, Montriou, Beri, Eviant, Lusanne প্রভৃতি সহর। স্যার জগদীশ বসু, রবিবাবু প্রভৃতি এখানে আসিয়া সর্ব্বদা বাস করেন। তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও চিত্তবৃত্তি তাহাতেই এখনও এত ভাল আছে। যাঁহারা কাশ্মীর দেখিয়াছেন তাঁহারা এই স্থানের সহিত তাহার তুলনা করেন।

বায়রনের কবিতা Prisoner of Chillon পুনরায় পাঠ করিয়া তবে বিশ্রামলাভ করিলাম।

শনিবার British and Dominions Universities Students' Conferenceএ আহার ও বক্তৃতা করিবার নিমন্ত্রণ ছিল। প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরিয়া বক্তৃতা করিয়া তাঁহাদের সন্তোষবিধান করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হইল।

যত জায়গায় যাইতেছি, যত লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় হইতেছে সে সকল বিষয়ের বিস্তীর্ণ বিবরণ লেখা অসম্ভব। মিটিংএ ৫৪ জাতির দলপতিদেরই বক্তৃতা হইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী প্রভৃতির বক্তৃতাই ভাল হইল। সকলেরই

মুখে এক কথা-'পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করুক', "যুদ্ধ-বিগ্রহ উঠিয়া যাউক।" ফাঁকা কথায় এ কথার মীমাংসা হইতে পারে না; কাজে কতদূর কি হয় দেখা যাউক।

শীত ক্রমশঃ বেশ পড়িতেছে। সকল বিষয়েই বিশেষ সাবধান হইয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইতেছে।

মঙ্গলবার ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০

ক্রমশঃ শীত পড়িয়া আসিতেছে। যেদিন বৃষ্টি হয় শীত আরও বেশী হয়। বৃষ্টি না হইলে পরিষ্কার থাকিলে হ্রদের উপরের বাড়ীগুলি বড় সুন্দর দেখায়, তাহার পশ্চাতে দূরে আলপ্সের পশ্চাতেআল্পস্ (Alps on Alps arise)। বহুদূরে Mount Blanc (ব্লাঙ্ক) (শ্বেত পর্ব্বত) দেখা যায়। শরতের নির্ম্মল আকাশে এ পর্ব্বত-শ্রেণীর শোভা অতি রমণীয়।

দেশী-বিদেশী বহুলোকের সেবা-যত্ন-আপ্যায়নে কোন ক্লেশ অনুভব করিরার অবকাশ পাইতেছি না। 'লাঞ্চ' 'ডিনার-পার্টি'র অত্যাচার হইতে বহুকষ্টে করযোড়ে সকলের নিকট মুক্তি চাহিয়া লইতেছি। যদিও ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে করিবার কিছুই নাই তথাপি যেটুকু কাজ হওয়া সম্ভব তাহার ত্রুটি না হয় তাহার জন্য সর্ব্বদা বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। Assemblyর মিটিংএ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকা, কমিটী কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া ও কাগজ-পত্র পড়াতেও অনেক সময় যায় ও পরিশ্রম হয়। সবদিক্ বাঁচাইয়া স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটী হইতেছে না, তাহার ফলে ভাল আছি। বাড়ীছাড়া হইয়া ঔষধ স্পর্শও করি নাই, খাওয়া, ঘুম, হজম খুব হইতেছে। হোটেলের রাজভোগের খাওয়া অনেক বাদসাদ দিয়া যাইতে হয়, পরিশ্রমের চোটে এক-একদিন ১২ ঘণ্টাও ঘুম হয়। কোন কোন দিন বিশেষ রাত্রের খানা কিংবা পার্টীর

পর ঘুম হয় না। বিছানায় বসিয়া কাজ করি কিংবা পড়ি। কথাবার্ত্তায়, কাজে-কর্ম্মে পড়া-শুনায় ও ভ্রমণে সময় শীঘ্র কাটিয়া যাইতেছে।

মহাসভার নিয়ম হইতেছে প্রত্যেক জাতির পক্ষ হইতে এক-একজন দলপতি স্বরূপে সাধারণভাবে Assemblyর প্রকাশ্য মিটিংএ বক্তৃতা করিবেন। আমাদের দলপতি স্বরূপই আজ মহারাজা বিকানীর বক্তৃতা করিবেন, তাঁহার লম্বা-চৌড়া চেহারা, সৈনিকোচিত ভঙ্গী, গলার গম্ভীর আওয়াজ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিল। দলস্থ সকলে মিলিয়া বক্তৃতা তৈয়ারী জাহাজ হইতেই হইতেছিল। লণ্ডনে ও এখানে সরকার-পক্ষ হইতে তাহার তদারক হয়। মহারাজা বক্তৃতা বেশ আরম্ভ করিয়া লইয়াছিলেন। কাগজ না দেখিয়া বেশ সুন্দরভাবে বক্তৃতা করিলেন। সকলেই অজস্র প্রশংসা করিল। আমরা আপ্যায়িত হইলাম।

চীন, জাপান ও শ্যামদেশের প্রতিনিধির বক্তৃতা সুন্দর হইয়াছিল। ইউরোপের শ্বেতজাতিদল যাহাতে এসিয়ার জাতির উপর অত্যাচার-অনাচার না করিতে পারে এই মর্ম্মে সকলেই বক্তৃতা করিলেন, ভারতের পক্ষে বক্তৃতার অর্থও তাই, পরস্পরের বোঝা-পড়া ক্রমশঃ বাড়িয়াছে, ভাল ফল হওয়া সম্ভব।

বুধবার ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

আজ এসেম্বলীর Primary Meetingএর শেষ দিন। এইবার কমিটীর কাজ আরম্ভ হইবে। তিন সপ্তাহ এই কাজ চলিবে। League of Nationsএর সাধারণ প্রকাশ্য বক্তৃতা অপেক্ষা কমিটির কাজ অধিক প্রয়োজনীয়।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুনীতি, শিশুমঙ্গল প্রভৃতি বিষয়ে কমিটিতে আমার প্রতি কাজের ভার পড়িয়াছে—ভারতবর্ষের ছয়জন মেম্বরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কাজের ভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছে।

অন্যান্য জায়গার মত এখানেও 'কাউনসেল' আছে এবং কাউনসেল ও অন্যান্য 'ইলেকসান' লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ হয়। যেখানে খানা, পার্টী প্রভৃতি চলিয়াছে সেখানেও এই ইলেকসনের প্রচণ্ড আন্দোলন বৃটিশ সাম্রাজ্যের মন্ত্রী এবার আয়ারল্যাণ্ডের কাউনসেলে প্রবেশের সমর্থক। ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র-শাসন-প্রণালী পায় নাই বলিয়া আমাদের কাউনসেল-প্রবেশের যো নাই।

চীন এতদিন কাউনসেলে ছিল। তাহার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চীনদেশ পুনরায় এ অধিকার পাইবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইল না—ইহাতে চীন ক্ষুণ্ণ। ইউরোপের বাহিরে সব জাতিই তাহাতে ক্ষুণ্ণ। ইউরোপের জাতিদিগকে কোন বিষয়ে আঁটিয়া উঠা দুঃসাধ্য, যাহাহউক, ক্রমশঃ উন্নতির আশায় সকলকে ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে হইবে।

কাল রাত্রে বিষম ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। ঠাণ্ডা যদি ক্রমশঃ এইরূপ বাড়ে, বিলাত ফিরিয়া যাইবার কল্পনা ত্যাগ করিতে হইবে।

দুইদিন পূর্ব্বে রাত্রে হোটেলে একজন মেম্বরের ঘরে পিস্তল লইয়া চোর ঢুকিয়াছিল। ভাল-মন্দ সকল শ্রেণীর লোক এখন জেনেভায় আসিয়া ইহা কাশীধামের তুল্য করিয়া তুলিয়াছে। দরজা বন্ধ করিয়া শুইবার প্রথা এখানে নাই।

নানাস্থান ঘুরিয়া শ্রাবণ মাসের পঞ্চপুষ্প "স্মৃতিরেখা" লইয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে। রাধানগরের বামুনপাড়ার বাল্য-স্মৃতিকথার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সাংসারিক চেষ্টায় সামাজিক ও রাজনৈতিক স্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিল। **Legislative Assembly**র মেম্বর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী বিলাত যাইবার পথে আজ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারও নিকট কোন কোন গুহ্য কথা শুনিলাম। ভারতবর্ষের নিয়তি কোন্ পথে যাইতেছে, কোথায় যাইবে,

আমাদের ইহাতে কর্ত্তব্য কি, আমার নিজের কর্ত্তব্য কি, নিশিদিন ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিতেছি না। এই মহাসভায় কত লোকের সঙ্গে কত কথা হইতেছে। তাহাতে ধাঁধাঁ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। ভগবান বল দিন, পথ দেখাইয়া শান্তি দিন।

শুক্রবার ১৯এ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

পূর্ব্ববৃত্তান্তে লিখিয়াছি যে আপাততঃ লীগ এ্যাসেম্‌ব্লির সাধারণ প্রকাশ্য মিটিং স্থগিত আছে, উপস্থিত চুয়ান্ন জাতির প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে প্রতি জাতির মধ্যে এক একজন প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিবার পর সভা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বিচার-জন্য ভিন্ন ভিন্ন কমিটির উপর ভার দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের পক্ষে আমাদের দলপতি মহারাজা বিকানীর বক্তৃতা করেন, তাঁহার ভাষা, উচ্চারণ ও বক্তৃতা-ভঙ্গী সকলের সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। শ্যাম, চীন ও জাপান-পক্ষের বক্তৃতাও সকলের সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইংরাজী কিংবা ফ্রান্সের ভাষায় ভারতবর্ষ, শ্যাম, চীন ও জাপানের প্রতিনিধিগণের বক্তৃতা সকলের অপেক্ষা ভাল হইয়াছে। **M. Briand, Foreign Minister of France** বিশ্ববিখ্যাত বক্তা, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে এসিয়ার ৪ জন প্রতিনিধির বক্তৃতা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে; সকলেই মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করিলেন।

এ্যাসেমব্লীর প্রধান কাজ ছয়টা কমিটির সাহায্যে হয়। এই সকল কমিটিতে সকল বিষয় বিশেষভাবে বিচার হইয়া রিপোর্ট হইলে সেই সকল রিপোর্ট পরে পুনরায় এ্যাসেম্‌ব্লীর প্রকাশ্য সভায় দাখিল হইয়া চূড়ান্ত বিচার হইবে।

ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ছয়জন ভিন্ন ভিন্ন ছয়টা কমিটির মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন, আমি দ্বিতীয় ও পঞ্চম কমিটীতে আছি।

দ্বিতীয় কমিটিতে আমার জিম্মার কাজ স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় আলোচনা এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে ভাবের, সাহিত্যের, শিল্পের ও শিক্ষার আদান-প্রদান হইয়া লীগের উদ্দেশ্য কিসে সাধিত হয়, সকল জাতির মধ্যে কিসে সদ্ভাব স্থাপিত হইয়া জগতের মঙ্গল হয় ইহা অন্যতর আলোচ্য বিষয়। ইহার নাম **Intellectual Co-operation**— এ দুইটী অতি গুরুতর বিষয়!

স্বাস্থ্যসম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সময় অল্প বলিয়া ভারতের পক্ষে প্রধান বিষয়গুলির উল্লেখমাত্র সম্ভব হইয়াছিল। বক্তৃতার সুখ্যাতি হইয়াছে; আমি লিখিয়া সভাস্থলে বক্তৃতা পাঠ করি নাই; মুখে বলিয়াছিলাম ইহাতে অনেকে আশ্চর্য্য ও হইয়াছেন।

পঞ্চম কমিটির কাজ কারাগারের কঠোর নিয়মসংশোধন এবং শিশু-মঙ্গল, সে দুইটী কাজও শেষ হইয়া গিয়াছে; যাহা সাধ্য বলিয়াছি ও করিয়াছি।

আসিয়া অবধি অনেকগুলি বক্তৃতা হইয়া গেল। কাজেই আরও বক্তৃতার জন্য তলব আসিতেছে, ক্রমে ক্রমে যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালনে চেষ্টা করিতেছি।

দ্বিতীয় ও পঞ্চম কমিটির বড় বড় কাজ এখনও অনেক বাকী আছে। প্রস্তুত হইতে পরিশ্রমও খুব হইতেছে।

প্রস্তুত হইবার জন্য বহু লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় ও আলোচনা প্রয়োজন। তাহার জন্য অন্য লোকেও যেমন প্রায় প্রতিদিন খানা ও পার্টী দিতেছে, আমরাও সেইরূপ তাহাদিগকে ফেরৎখানা দিতেছি। তবে স্বাস্থ্যের অনুরোধে বহুরাত্রের পার্টীগুলা ক্রমশঃ বাদ দিতে হইতেছে।

যাঁহাদের সঙ্গে এইরূপ দেখা-শুনা হইতেছে তাঁহাদের ভিতর ভারতবাসিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার স্ত্রী, ডাক্তার রজনীকান্ত দাস ও তাঁহার স্ত্রী (ইনি Russian Jew) পণ্ডিত শ্যামশঙ্কর, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের পুত্র ডাক্তার সুধীন্দ্র-নাথ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাধ গুহ, বেহারের তারিণী সিংহ, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মান্দ্রাজের মিষ্টার রাও, ভারতবর্ষ হইতে সদ্য সমাগত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, এম-এল-এ। ইউরোপীয় ও আমেরিকার ভদ্রলোক ও মহিলাগণ ও বিস্তর সাহায্য করিতেছেন। British and Dominion University Students' Conferenceএর মিষ্টার জড (Judd) মিষ্টার পুল, Moral Education Congressএর মিষ্টার স্পিলার, International Education Bureauর সেক্রেটারী এবং লর্ড রবার্ট সিসিল, মিষ্টার হেণ্ডারসন, মিষ্টার বক্সটন, ফরেন অফিসের অণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ ডাল্টন, মিঃ নোয়েল চেকার, ডবলিন ইউনিভারসিটির মিঃ বিঙ্কি, লাইডেন ইউনিভারসিটির আইন-অধ্যাপক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সকলের নাম ও উপাধি মনে করিয়া রাখা অসম্ভব, জিজ্ঞাসা করাও অভদ্রতা।

বিশ্ববিশ্রুত বহু মহাজনের সমাগমে নূতন মানসিক শক্তি, আনন্দ, কুতূহল ও অভিজ্ঞতা সঞ্চার হইতেছে। স্বাস্থ্য ভগবৎ কৃপায় এখনও ভাল আছে। এ সম্বন্ধে প্রিয়জনের চিন্তার কারণ জন্মে নাই।

গুরুতর পরিশ্রমের মধ্যে বেড়ান, স্বভাবের শোভাদর্শন প্রভৃতিও বন্ধ থাকিতেছে না। আহার-ঔষধ দুই এইরূপভাবে চলিয়াছে। আমাদের সহযোগী হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ স্যর ইউয়ার্ট গ্রীভস্ তাঁহার ভগিনীর বিষম পীড়ার জন্য গত শুক্রবার লণ্ডনে গিয়া মঙ্গলবার আসিয়াছিলেন। ভগিনীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইতেছে বলিয়া তিনি কাল একেবারে চলিয়া যাইবেন। তাঁহার জায়গায় ভূতপূর্ব্ব জজ ও সেক্রেটারী অব ষ্টেটের কাউনসেলের মেম্বর স্যর বসন্ত

মল্লিক প্রতিনিধি হইয়া আসিতেছেন। স্যার ইউয়ার্ট গ্রীভ্‌স বিশেষ যত্ন ও আত্মীয়তা করিতেছিলেন। তাঁহার যত্নে কোন কষ্ট বা অসুবিধাই জানিতে পারিতেছি না।

আমাদের ফেরৎ যাইবার জাহাজের সংবাদ কিছু পাইতেছি না। এখানকার কাজ শেষ হইলে সাধারণতঃ আমাদের বিলাত ফিরিয়া গিয়া রিপোর্ট লেখার সাহায্য করিবার কথা; কিন্তু শীত ক্রমশঃ অধিক পড়িবে। রিপোর্ট লেখা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন কাজ নাই। Imperial Conference ও Round Table Conferenceএর হাঙ্গামার জন্য এখন বিলাতে কাহারও সঙ্গে দেখাশুনা কিংবা কথাবার্ত্তার বিশেষ সম্ভাবনাও কিছু নাই। এইসকল কারণবশতঃ ১০ই কিংবা ১৭ই অক্টোবর মার্সেলস হইতে জাহাজের জন্য চেষ্টা করিতেছি। এখনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। জাহাজ না পাওয়া গেলে কাজেই বিলাতে অল্পদিনের জন্য ফিরিয়া যাইতে হইবে।

২২শে সেপ্টেম্বর, সোমবার।

গতকল্য (রবিবার) জেনিভা হইতে ৭০।৮০ মাইল দূরে সামোনে ডি মণ্ট ব্লাঙ্ক (Chamoni D' Mont Blanc) নামক অপূর্ব্ব পার্ব্বত্য প্রদেশে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পূর্ব্বাহ্নে ঝড়-জল বজ্রপাত যথেষ্ট হইয়াছিল, পূর্ব্ব-ব্যবস্থামত রবিবার যে সামোনিতে যাইতে পারা যাইবে তাহা কোনমতেই মনে করিতে ভরসা হয় নাই; কিন্তু সকালে দুর্য্যোগ কাটিয়া খুব রোদ দেখা দিল; অতএব যাইবার কোন অসুবিধা হইল না।

শ্রীযুক্ত অমূল্য চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার স্ত্রী লুচি, আলুর দম, বেগুন ভাজা সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। বহুকাল পরে দেশী খাওয়ায় আপ্যায়িত হইলাম। পথে চা, কফি প্রভৃতির আয়োজনও হোটেলে ছিল। যাহা দেখিলাম তাহাতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব দূর হইয়া গেল!

অনন্যমনা হইয়া স্বভাবের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ, চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইলাম। পার্ব্বত্য উপত্যকা অনেক দেখিয়াছি, এমনটী দেখি নাই। উপত্যকার উভয়পার্শ্বের আকাশস্পর্শী পাহাড়; উপত্যকার মাঝখানে আভার (Aver) নদী খরবেগে বহিয়াছে। পাইন (Pine), ওক (Oak) প্রভৃতি গাছে পাহাড়ের গা ঢাকা। পাহাড়ে অনেক ছোট বাড়ী ও হোটেল আছে।

গ্রীষ্মকালে ইউরোপের সকল জায়গা হইতে লোক আসিয়া এইসকল বাড়ী ও হোটেলে বাস করে। উপত্যকা হইতে ফুনিকুলার রেলওয়ে (Funicular Railway) অর্থাৎ তারে ঝোলা রেলওয়েতে এই সকল পাহাড়ে উঠিতে হয়। সিমলার মালগুদামের কাছে ও দার্জ্জিলিংএ Sanitarium এর নীচে ময়লা ফেলিবার ও মাল তুলিবার জন্য এইরূপ তারের ঝোলান রেলের ব্যবস্থা আছে; উহা অতি মোটামুটি রকমের; এখানে এরূপ "রোপ"—রেলপ্রণালীর চরম উৎকর্ষ দেখা যায় এবং ইহাই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ "রোপওয়ে"। গ্রীষ্মকালের অপেক্ষা দারুণ শীতের সময় এইসব জায়গায় শীতের খেলার (winter sports) জন্য বহুলোকের সমাগম হয়। সকল পাহাড় বরফে আবৃত—উপত্যকা-অধিত্যকা সব বরফে আবৃত—সেই বরফের উপর স্কেট, সী (Ski), Tabbagon Sledge প্রভৃতি খেলার জন্য বিস্তর লোক আইসে। গাইড বা পথপ্রদর্শকের সাহায্যেও পাহাড়ে উঠিতে গিয়া সময়ে সময়ে কেহ কেহ প্রাণ হারায়, এইরূপে অনেকবার বিশেষ ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিয়াছে। Funicular Railway তে উঠিতে বিশেষ কোন বিপদ নাই। সময় অভাবে তাহা হইল না। কিন্তু যাহা হইল তাহা Funicular Railway অপেক্ষা চমৎকার।

পূর্ব্বে খরস্রোতা আভার নদীর কথা বলিয়াছি। জেনিভা হ্রদ হইতে রোন নদী ফ্রান্সের ভিতর দিয়া বহিতেছে। হ্রদের বিপরীত

পাড়ের উচ্চ পর্ব্বতরাজির গ্লেসিয়ার (Glacier) অর্থাৎ বরফের সমতল পাহাড় গলিয়া রোন নদীর উৎপত্তি। সেই নদী হইতে জেনিভার লাকমান হ্রদের উৎপত্তি এবং সেই হ্রদ হইতে বাহির হইয়া রোন নদীর গতি ফ্রান্সের ভিতর দিয়া বহিতেছে। প্যারিস হইতে আসিবার সময় রেলের ধারে এই নদীর গতি প্রাতঃ সূর্য্য-কিরণে প্রতিফলিত দেখিয়া আনন্দ উথলিয়া উঠিয়াছিল।

জেনিভার অদূরেই রোন নদীর নীল জল ও আভার নদীর সাদা জল মিলিয়া ত্রিবেণী-সঙ্গম সৃষ্টি করিয়াছে।

সিমোনা পর্ব্বতের গ্লেসিয়ার গলিয়া আভার নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা সিমোনার উপত্যকার ভিতর দিয়া কতবার আভার নদীর পারাপার হইলাম বলিতে পারি না, কখন এ পারে, কখন ও পারে, কখন পোলের উপর দিয়া নদী পার হইতে হইতে সমস্ত দিন উপত্যকা দিয়া আভার নদীর শোভা দেখিতে দেখিতে গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম—গাছে ঘাসে, ফুলে ফলে, লতায় পাতায় লতাকুঞ্জে উপত্যকা স্বর্গশোভা ধরিয়াছে। ছোট বড় নগর, গ্রাম, সহর তাহার পাহাড়ের গায়ে এবং উপত্যকার উপর রহিয়াছে, রেলওয়ের বড় কারখানা এখানে আছে। পশু পক্ষীর খেলা সহরের 'মেলা'-পথের ধারে অজস্র দেখা যায়, লোকে আমোদে এবং কর্ম্মে নিত্য সমভাবে ব্যস্ত। কর্ম্ম সাফল্যের ইহাই প্রকৃত মূলমন্ত্র। এক-একটা নগর, সহর, গ্রাম, গণ্ডগ্রাম ছাড়িয়া ক্ষেতের, মাঠের, ও বাগানের যে শোভা তাহা কখনও দেখি নাই—দেখিবও না।

পাহাড়ের মাথার উপর তুষার পড়িয়া জমিয়াছে দেখা যাইতেছে। তাহার উপরের পাহাড়েও সেইরূপ তুষার জমিয়া বরফ পড়িয়া আছে। যেন বহতা নদী হঠাৎ জমিয়া গিয়া জলের নদীর পরিবর্ত্তে বরফের নদী হইয়া অনন্তকাল পড়িয়া আছে—আমাদের যেমন মাটী-পাথর,

গাছ-পালার পৃথিবী—এই গ্লেসিয়ার যেন জমা জলের নিরেট বরফের পৃথিবী। এইরূপ চারিধারে পাহাড়ের উপর পাহাড় তাহার উপর পাহাড় (Alps on Alps arise)। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে উপরে অংশটী অল্প অল্প করিয়া গলিয়া জল হইতেছে, সেই জল গড়াইয়া ক্রমশঃ ধীরে ধীরে, পরে বেগে—বহু বেগে নদীর আকার ধারণ করিয়া দেশ ভাসাইয়া চলিয়াছে। এই বরফের নদী কতদূর ব্যাপী তাহার ইয়ত্তা করা সহজ নয়। কোন কোন নদীর উৎপত্তি-স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া আবিষ্কারকরা এই বরফ-নদী ধরিয়া উঠিতে উঠিতে প্রাণ দিয়াছেন এবং প্রতিবৎসর দিতেছেন। কখনও গঙ্গোত্রীর পথে যাওয়া হয় নাই—হইবার সম্ভাবনাও নাই। চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চ অমরনাথ উঠিয়া দেখার সম্ভাবনাও নাই। মোটর ও রেল সাহায্যে ৭,০০০ সাত হাজার ফুট উচ্চ আল্‌পস পর্ব্বতের সিমোনিয়া গ্লেসিয়ার দেখিয়া সে সকল খেদ মিটাইতে হইল।

পথে উচ্চ পাহাড়ে বস্‌নিয়া (Bosnia) গ্লেসিয়ার ও আর একটী গ্লেসিয়ার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার শোভা, মহিমা ও সৌন্দর্য্য-বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত। মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশ সূর্য্যালোক প্রতিভাত এবং সূর্য্যালোক-বিচ্ছুরিত জমাট হিমানী-সমুদ্র উচ্চ দুই পর্ব্বত চূড়ার মধ্যে যেন হীরক সমুদ্রের মত দেখাইতেছিল। সে জমাট বরফের সাগর উপত্যকার সমতল পর্য্যন্ত পৌছে না। যে পর্য্যন্ত যথেষ্ট শীতল সেইখানে তাহার জমাট আকার, যেখানে শৈত্যের অভাব সেইখানে পৌছিয়াই গলিতে আরম্ভ করে এবং গলিয়া হয় প্রস্রবণ—প্রস্রবণ হইতেই নদী।

উপত্যকার সমতলপ্রদেশ হইতে এই দুই গ্লেসিয়ার বহু ঊর্দ্ধে, সে পর্য্যন্ত ফুনিকুলার রেলওয়ে যায় না; অতএব নীচে দূর হইতে গ্লেসিয়ার-শোভা দেখিয়া তৃপ্ত হইতে হয়।

কিন্তু সামেনি গ্লেসিয়ার পর্য্যন্ত পৌছিতে সুন্দর ব্যবস্থা আছে। সমুদ্র হইতে ৭,০০০ ফুট উচ্চে এই পর্ব্বতরাজি—সচরাচর পাহাড়ে

উঠিবার যেরূপ রেল দার্জ্জিলিং ও সিমলায় দেখা যায়, তাহার অপেক্ষা চওড়া রেলওয়ে সাহায্যে পাহাড়ে উঠিতে হয়, মাঝে মাঝে বড় বড় টানেল তো আছেই আর রেলওয়ে রাস্তা নূতন ধরণের। এত উচ্চ পাহাড়ের খাড়াই অতিক্রম করিতে যেরূপভাবে রেলওয়ে পাতিলে সহজে গাড়ী যাইতে পারে, তত জায়গা এখানে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া রেল খাড়া উঠিয়াছে। তবে মসৃণ রেলের উপর এত ভারী গাড়ী লইয়া যাওয়া বিপজ্জনক বলিয়া গাড়ীর চাকা ও রেল খাঁজ কাটা আছে। সেই খাঁজে খাঁজে গাড়ী ওঠে ও নামে এবং গাড়ী ও লাইন তাহাতে আটক থাকে।

সামেনি পাহড়ের তলাতেই খুব শীত লাগিয়াছিল। গরম গেঞ্জি, ইজের, ওয়েষ্ট-কোট, ওভার-কোট, গলা-বন্ধ, পাগড়ী, টুপি, হাত-দস্তানা সব চড়ান ছিল। পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া এইসকল আয়োজন করিয়া আনিতে হইয়াছিল। ছাতা-লাঠি তো সঙ্গেই আছে। এই পাহাড়ী বেশে অমূল্যবাবু বার দুই ছবি তুলিয়া লইলেন। গরম কফি ইত্যাদি খাইয়া পাহাড়ে চড়িবার রেলে উঠিলাম। উঠিতে উঠিতে সিমলা পাহাড়ের গাড়ী উঠা মনে পড়িল—উপত্যকার ভিতর আভার নদী হেলিয়া দুলিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। সামেনি সহর পাহাড়যাত্রীদের কৃপায় বেশ রীতিমত বড় সহর, তাহার বাড়ী-ঘর-দ্বারও খেলাঘরের মত দেখাইতে লাগিল—ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে লাগিল, একদিকে আকাশ-স্পর্শী আলপস্ (Alps) পর্ব্বতের উচ্চচূড়া—যেখানে গাছ পালা পর্য্যন্ত নাই—পাহাড় খাড়া উঠিয়াছে। আর একদিকে অতল খাদ—নীচে চাহিতেও মাথা ঘুরিয়া যায়, মাঝে মাঝে বিশাল বিকট অন্ধকার টানেল, পাহাড় ভেদ করিয়া কাটা। সকল সময় তাহার ভিতর যাইতে আলোও জ্বলে না। পাশের মানুষ দূরে যাউক, নিজের হাতের আঙ্গুল চোখের কাছে আনিয়াও দেখা যায় না। ইঞ্জিনের পেট্রোল ধোঁয়া দীর্ঘ

টানেল হইতে বাহির হইবার পথ না পাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কষ্ট দেয়, গাড়ীর পরদা ফেলিয়া আঁটীয়া ধরিয়া রক্ষা পাইতে হয়। ১৯২১ সালের ইউরোপ যাত্রায় বাইশ মাইল দীর্ঘ সামপ্লোন টনেল (Simplon Tunnel)এর ভিতর দিয়া সুইজারল্যাণ্ড হইতে ইটালী যাইবার সময় এত কষ্ট হয় নাই।

উঠিতে উঠিতে পাহাড়ের গায়ে পাথরের ও গাছের ভিন্ন ভিন্ন বেল্ট (Belt) 'স্তর'এর বন্ধন লক্ষ্য হইতে লাগিল। ৭,০০০ ফুট:খাড়াই হইতে মাটী, জমি, পাথর, গাছ, ঘাস, লতাপাতা সবেরই প্রভেদ দেখা যায়।

উঠিতে উঠিতে **Mere de glace Mont Blanc** মেয়ার ডি গ্লাস মণ্ট ব্ল্যাঙ্কের শোভা ও ঐশ্বর্য্য দূর হইতে দেখা যাইতে লাগিল। জগন্নাথদেবের মন্দির-চূড়ার দূর হইতে ধ্বজা দর্শন পাইলে ভক্ত যাত্রীদল যেমন ভক্তিগদগদ চিত্তে জয় জগন্নাথকি জয় বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠে এখানকার যাত্রীরাও সেইরূপ জয়ধ্বনি—আনন্দ কৌতুহল ও বিস্ময়মিশ্রিত কোলাহল করিতে লাগিল। এদেশের লোক সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে জগন্নাথ দেখিতে এখনও শিখে নাই, কাজেই জয় জগন্নাথ-জীকি জয় না বলিয়া একটা বিশাল আনন্দ-কোলাহল মাত্র সৃষ্টি করে।

দুই অত্যুচ্চ পর্ব্বতরাজির মধ্য দিয়া কোন অতীত যুগের বিশাল জলরাশির প্রবাহ হঠাৎ যেন জমিয়া গিয়া স্থগিত হইয়াছে। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই বিরাট্ জমাট বরফ সমুদ্র পড়িয়া আছে, তাহার শেষ সীমা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ উপত্যকার সমীপবর্ত্তী হইলে অল্পে অল্পে সেই বরফরাশি গলিয়া নদীর আকার ধারণ করিয়া জগতের হিতসাধন জন্য যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আত্মোৎসর্গ করিতেছে। নড়ন চড়ন নাই—বিরাম নাই, আলস্য নাই। কোথায় সে ভাবুক কবি, শিল্পী,কথা-সাহিত্যিক যে এই বিরাট্ মূর্ত্তির যথাযথ বর্ণনা দূরে' যাউক সম্যক্ ধারণাও করিবে?

পাহাড়ের চূড়ার উপর নূতন তুষার পড়িয়াছে ও পড়িতেছে, জমিতেছে, গলিতেছে; গলিয়া বরফ-সমুদ্রের উপর আসিয়া পড়িয়া গড়াইয়া যাইতেছে—আবার বরফের সঙ্গেই জমিয়া যাইতেছে। উপর উপর যাহা গলিতেছে তাহাই ধীরে গড়াইয়া নীচে উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইতেছে—তাহার বেগ নাই—চাঞ্চল্য নাই—যেন সে বিরাট্ জমাট সমুদ্রের উপর চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লজ্জিত।

যখন এই সমুদ্র হঠাৎ জমিয়া গিয়াছিল, তখন হইতেই জমা অবস্থাতেই উহা চিরন্তনকাল রহিয়া গিয়াছে। সমতল ক্ষেত্র হইতে জমাট বরফসাগর তিনতলা চারতলা বাড়ীর মত উচ্চ, কোথায়ও বা ছোট পর্ব্বতের মত উচ্চ। স্থিরনেত্রে দেখিলে মনে হয় যেন বিশাল চিত্রপটে কো : নিপুণ শিল্পী বিশাল তূলিকা সাহায্যে বিশাল সমুদ্র আঁকিয়া বিছাইয়া রাখিয়াছে। এই বিশাল চিত্র যুগ-যুগান্তর হইতে ভূলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যদেশ সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে; প্রলয় বিষাণ বাজিলেই প্রলয়বেগে এই পুঞ্জীভূত তুষার দ্রব হইয়া বিশ্বগ্রাস করিবে।

"দেশ ভেদে কাল ভেদে" বিশ্বনাথের এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া আকুলহৃদয়ে তাঁহার রাতুল চরণতলে লুটাইয়া পড়িলাম—লোকসঙ্গ তখন ভাল লাগিল না, সঙ্গীরা অনেকে দূরে পড়িয়াছেন—যিনি শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গে ছিলেন তাঁহা হইতে দূরে গিয়া ধীরে ধীরে একটা পাথরের উপর বসিয়া পড়িলাম। প্রাণ-মন-হৃদয় বিশ্বদেবের চরণতলে লুণ্ঠিত করিয়া বহুকাল পরে তাপক্লিষ্ট মন অপূর্ব্ব অনুভূতিতে ভরিয়া গেল।

মহাসমুদ্র-তটে পর্ব্বতশিখরে পার্থিব আয়োজন সাহায্যে পিতৃমাতৃ-গুরুজন-প্রিয়জনের তর্পণ করিয়াছি—করিয়া তৃপ্তি পাইয়াছি; যে সব অমর আত্মার সান্নিধ্য-অনুভূতি পুরীতে, হরিদ্বারে, সেতুবন্ধ



সামোনি ডি মণ্ট ব্লাঙ্ক, তুষার সমুদ্রতীরে

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

রামেশ্বরে এবং মধ্য-আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত সান্নিধ্যে পাইয়াছি—পাইলাম আজ তাহা এই বিশাল তুষার-সমুদ্রের কূলে।

তর্পণের দাবীদার আজ আর একজন বাড়িয়াছেন—বংশের, পরিবারের ও আমার চিরহিতৈষী আত্মীয়প্রবর শ্রীযুক্ত যদুনাথ চটোপাধ্যায়—আমাদের চিরদিনের সাধের চাটুয্যে মহাশয়” পূর্ব্বভ্রমণ-কাহিনীতে উল্লিখিত “কাশীর দাড়ীবাবা” ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এবার যাত্রার সময় রুগ্নদেহ লইয়া স্বরি লেনের বাড়ীতে আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—দুর্ব্বলদেহ লইয়াও হাওড়ার ষ্টেশনে আসিয়া বিদায় দিয়া গিয়াছিলেন। তাহাই চির-বিদায় হইয়াছে। এ কথা কাল রাত্রে বাড়ীর পত্রে সংবাদ পাইয়াছিলাম।

নিভৃতে আন্তরিক ভক্তিভরে তর্পণের সময় তাঁহার উপিস্থিতি কে রোধ করিতে পারে? অন্যান্য অতীত বান্ধবগণের সঙ্গে চাটুয্যে মহাশয়ের আত্মার অক্ষয় মঙ্গল-কামনা করিলাম।

মধ্যাহ্ন সূর্য্য গগন উদ্ভাসিত করিয়া সেই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধির শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। অথচ ধীরে ধীরে তুষারপাত হইতেছে, এ তুষার পাতে অসুখ হয় না, বরং স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়া থাকে ইহাই প্রসিদ্ধি। তুষারপাত কিছুক্ষণ উপভোগ করিবার পর আর ভরসা হইল না—ছাতা খুলিলাম, অধিকক্ষণ ছাতা রাখিতে পারিলাম না, তুষারে ছাতার চাল ভরিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। যে দেশে সর্ব্বদা তুষারপাত হয়, সেখানকার বাড়ী-ঘরের ছাত এইজন্য ঢালু হয়, যাহাতে তুষার জমিতে না পারে।

বরফ সমুদ্রের মাঝে যেমন বড় বড় ঢেউ উঁচু হইয়া জমিয়া আছে, তেমনি অনেক ঢেউ নীচু হইয়া গিয়া সেই ভাবেই আছে। কোথাও বা উঁচু ও নীচু জমাট ঢেউ-এর মাঝে ঢেউ-এর সঙ্গমস্থান ফাটিয়া গিয়া বড়বড় ফাটল হইয়াছে, তাহাতে সময়ে সময়ে বিপদও যথেষ্ট হয়—অনেক

বিপদের গল্প শোনা গেল, পাহাড়ে চড়া যাহাদের সখ ও বাতিক তাহারা সময়ে সময়ে এই সকল স্থানে বিপন্ন হয়। আমাদেরও এই সখ উপভোগ করিবার জন্য নিমন্ত্রণের অভাব হইল না। তীর্থের পাণ্ডা অথবা সমুদ্রতীরে স্নানসহায়ক 'নুলিয়ার' যেমন অভাব নাই তেমনই এই জমাট বরফ-সমুদ্রের ধারেও গাইড (Guide) বা পথপ্রদর্শকের অভাব নাই; তাহারা পর্ব্বতের ও জমাট সমুদ্রের সকল সন্ধান রাখে। পর্ব্বত-আরোহণ উপযোগী পোষাক পরিয়া কোমরে মোটা কাছি জড়াইয়া এবং পাহাড় কাটা "গাঁতি" হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। হাতে পাহাড়ে চড়িবার যষ্টি যন্ত্র (Alpine stock) একদিকে ছুঁচাল ধারাল ডগা, উহা বরফ বা পাহাড়ের উপর গুঁজিয়া দিলে ভর দিয়া উঠা যায় যন্ত্রের আর একদিকে ছোট কুড়ালী বা বাশের মত ব্যবস্থা,তাহার সাহায্যে বরফে বা পাহাড়ে ধাপ কাটিয়া উঠা যায়। যাত্রীর কোমরে কাছি বাঁধিয়া উপরে টানিয়া তোলা হয়। এই সম্প্রদায়ের 'সুইস'গাইড্ কেহ কেহ ভারতবর্ষে আসিয়া 'কারাকোরা' নাঙ্গা পর্ব্বত এবং গৌরীশৃঙ্গ আরোহণ প্রয়াসীদলকে সহায়তা করিতেছেন। প্রলোভন ও নিমন্ত্রণসত্ত্বেও এ অসমসাহসিক কার্য্যে ভরসা হইল না। দূর হইতেই বিশাল বিরাট্ অক্ষয় তুষার-ক্ষেত্রের শোভা উপভোগ করিয়া যথাসময়ে নীচে নামিলাম। তখন আর কিছুই ভাল লাগিতেছিল না।

পুনরায় বন, পর্ব্বত, উপত্যকা, অধিত্যকার শোভা উপভোগ করিতে করিতে এবং পূর্ব্বদৃষ্ট ক্ষুদ্র গ্লেসিয়ারদ্বয়ের শোভার সহিত সামোনি Mere de glace Mont Blancএর মানসিক তুলনা করিতে করিতে জেনিভা ফিরিলাম। দূরে Mont Blancএর উচ্চশির সদাই জাগিয়া রহিয়াছে। হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায় আলপস্ (Alps) প্রদেশের সকলস্থান হইতেই ইহা দেখা যায়।

যাইবার সময় ও ফিরিবার সময় বার বার মনে পড়িতেছিল বহুদিন পূর্ব্বে ঝাঁঝা সিমূলতলার পার্ব্বত্য পথে রচিত গাথা—

"অয়ি জীবন-সঙ্গিনী
ভ্রমণ রমণ দেখে
......বড় সাধ হয় মনে
"করি তোমা ভ্রমণ-সঙ্গিনী !" তাহা হইল না।

বুধবার ২৪এ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

প্রত্যহ খানা ও বক্তৃতা স্রোত প্রবলবেগে চলিয়াছে, কোনদিন দু'টা কোনদিন তিনটা বক্তৃতাও হইতেছে, যত হইতেছে তত বক্তৃতার আদর আহ্বান বাড়িতেছে ; না বলিয়া পরিত্রাণ নাই। আমাদের কমিটির কাজ যাহা আছে তাহা ছাড়া International Club, Society for Protection of Animals, Humanistic Society প্রভৃতির বাহিরের প্রতিষ্ঠানেও বক্তৃতা চলিয়াছে।

তার উপর চোখের ডাক্তার, চশমার দোকান, ঘড়ির দোকান দেখিতে ও অন্যান্য লোকের সঙ্গে দেখা-শুনাতেও সময় যাইতেছে। মাঝে মাঝে বাজার-হাট ও দেখিতে যাই। কিন্তু সব জিনিস দুর্ম্মূল্য বলিয়া ছুঁইবার উপায় নাই। জেনিভাতে ঘড়ি ছাড়া আর কিছু জন্মায় না। বাহির হইতে সব জিনিস আসিবার দরুণ এবং জগতের নানা দেশের লোক এই সময় আসিয়া জোটে বলিয়া সকল জিনিসেরই দাম অত্যন্ত অধিক। আমাদের দেশের মত রাস্তার ফুটপাতে হাট বসে, তফাতের মধ্যে পুলিশ ও তোলা তোলার জুলুম নাই।

এই সকল কাজ ও অকাজের অবসরে Geneva Cathedral, City Hall, ও মিউজিয়াম দেখিয়া আসিয়াছি। ক্যাথিড্রেল, রোমান ক্যাথলিক (Roman Catholic) দলের ছিল। Calvin, Knox প্রভৃতি মূর্ত্তিবিদ্বেষী ধর্ম্মযাজকদিগের আমলে সমস্ত প্রস্তরমূর্ত্তি ও ছবি

দূরীভূত হয়। পরবর্ত্তী যুগে এক ধনকুবের অপর মূর্ত্তি সেখানে বসাইয়াছেন দর্শকদিগের নিকট দর্শনী আদায় হয়।

সিটি হল বা টাউন হল পুরাতন বাড়ী, পুরাতন সব ঠাট বজায় আছে, পাঁচতলা পর্য্যন্ত উঠিবার সরাসরি গড়ানে রাস্তা। বড়লোকেরা গাড়ী-ঘোড়া পাল্কীতে (Litter) একতলা হইতে পাঁচতলা পর্য্যন্ত চড়িতেন। তাঁহাদের এই সুবিধার জন্য এত বড় বাড়ীতে এখনও সিড়ি নাই।

Salle Nationale (জাতীয় দালান) নামে একটী বড় সাজান ঘর আছে। এই ঘরে Alabama জাহাজ-সম্বন্ধে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের ঝগড়া শালিসীতে মীমাংসা হয়, ও সেই অবধি জেনিভাতেই শালিসী ও মধ্যস্থের সম্পর্কিত সকল ব্যাপার মীমাংসা হয়। Red Cross Societyও এই ঘরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্য এই ঘরটী বর্ত্তমানে জগতের লোকহিতকর কাজের স্মৃতি-উপলক্ষে এত মূল্যবান্। 'তরবারি' ভাঙ্গিয়া লাঙ্গল প্রস্তুত কর, এই শিক্ষার জীবন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ, যাথার্থ একখানা তরবারী ভাঙ্গিয়া আমেরিকায় যে লাঙ্গল তৈয়ারী হইয়াছিল, তাহা এইস্থানে রক্ষিত আছে।

২৫এ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

স্যর জগদীশ বসু Intellectual Co-operation Commiteeর মেম্বররূপে বহুদিন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, বৎসর বৎসর এই উপলক্ষে আসিয়া দুই-একদিন জেনিভা নগরে থাকেন—বাকী সময় স্বাস্থ্যের জন্য কিংবা নিজের আবিষ্কারের বহুল প্রচার-জন্য ইউরোপের নানাস্থানে বেড়ান।

Intellectual Co-operation Committeeর জন্য বিশেষ কোন কাজ করিবার সময় ও সুবিধা হয় না। সকলের সঙ্গে তাঁহার

মতের ও মনের ঐক্য হয় না বলিয়া তিনি অনেক সময় এখানে থাকেন না। যদিও স্থইজারল্যাণ্ডে অনেকদিন আছেন, এখানে বড় আসেন না। গত পূর্ব্ব রবিবার জেনিভা-হ্রদের উপর টেরিটি শহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সেইখানে পাহাড়ের উপর বাড়ী লইয়া তিনি অনেকদিন ছিলেন। আজ জেনিভার ভিতর দিয়া মার্সেলস্ চলিলেন—এই মেলে বাড়ী যাইবেন। লেডি বসু আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন।

স্যর জগদীশের অসুস্থ শরীর বলিয়া তিনি কখন কাছ ছাড়া হন না। দেশে-বিদেশে তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্য সঙ্গে থাকেন। তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে সন্ধ্যাসময় গিয়াছিলাম। 'আমায় ভাল দেখিয়া যাইতেছেন' এই কথা বাটীতে সংবাদ দিবার জন্য লেডি বসুকে বলিয়া দিলাম, বিদেশে আসিয়া ও থাকিয়া শরীরের অসুখ সারিয়াছে ও ভাল আছি এ সংবাদ স্বয়ং দেখিয়া গিয়া কেহ বলিলে বাড়ীর লোকের প্রত্যয় হইবে।

আমি লণ্ডনে না গিয়া বরাবর ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতেছি বলিয়া স্যর জগদীশ দুঃখপ্রকাশ করিলেন। লীগ অব নেসন্স-এর কার্য্য শেষ হইয়াছে; লণ্ডন যাইবার বাস্তবিক আর কোন প্রয়োজন নাই এবং রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স-এর যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে অসাফল্য অবশ্যম্ভাবী এবং গায়ে পড়িয়া কোন দলের কোন লোককে ধর-পাকড় করিয়া কোন ফল নাই; এ কথা তাঁহাকে বোঝান দুঃসাধ্য হইল।

দেশে যেরূপ নানারূপ জুলুম ও অত্যাচার ও অশান্তি ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং যাঁহারা সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহাদের হঠকারিতা যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে শীঘ্র কোন সামঞ্জস্য সম্ভাবনার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অশান্তির অনেক কথা বিলাতী কাগজ-

ওয়ালারা প্রকাশ করেন না ; কিন্তু আমেরিকার সংবাদ-পত্রপরিচালকগণ সে সব কথা বিশেষ সংবাদদাতা দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন। ভগবান্ সকলপক্ষকে যতদিন সুমতি না দেন কোন পক্ষেরই মঙ্গল সম্ভব নয়।

লীগ্ অব নেসন্স-এর পক্ষ হইতে আন্তর্জাতিক শান্তিসংরক্ষণের চেষ্টা হইতেছে—ভারতবর্ষ এদিকে জ্বলিয়া যাইতেছে অথচ সে সকল বিষয়ে এখানে উচ্চবাচ্য হইবার যো নাই। এ অবস্থায় দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া যাওয়ায় কোন উপকারের আশা নাই।

পুনার নিকটস্থ সাঙ্গেলী রাজ্যের রাজা, বম্বে-প্রদেশের ভোর রাজ্যের রাজা প্রভৃতি এখানে আসিয়া জুটিয়াছেন। ভারতীয় ডেলিগেসনের পক্ষ হইতে আমরা খানা দিতেছি ; তাহাতে এই সকল রাজা-রাজড়া বিলাতের রাজনীতিজ্ঞ-পুরুষগণের ও ইউরোপ, আমেরিকার নানা রাজনীতিজ্ঞগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া এসকল বিষয়ে যতদূর সম্ভব আলোচনা করিতেছি। পার্লামেণ্টের সভ্য **Mr. Buxton, Mr. Noel Baker, Mr. Dalton, Mr. Arther Henderson, Miss Lawrence** প্রভৃতি শ্রমজীবী মন্ত্রীদলের যে সকল সভ্য আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে ক্রমাগত বুঝাইতেছি যে ঔপনিবেশিক স্বাধিকার (Dominion Status) ব্যতীত ভারতবর্ষের কোন সম্প্রদায়ই সন্তুষ্ট হইবে না। তাঁহারা মুখে সহানুভূতি দেখান কিন্তু কাজের বেলা কিছুই করেন না বা পারেন না। কনসারভেটিভ ও লিবারেল সম্প্রদায় তাঁহাদের বিরোধী; এইজন্য তাঁহারা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না ; তাঁহাদের এই ওজর। তাঁহাদের মন্ত্রিত্বের মেয়াদ বোধ হয় শীঘ্র শেষ হইয়া আসিবে।

দলে দলে যেখানে যে সূত্রে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে এসকল কথা বলিবার সুবিধা ও অবকাশ পাইতেছি, তাহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে-

কিছুমাত্র ঔদাস্য কিংবা কার্পণ্য করিতেছি না—নিজের স্বাস্থ্য ও সুবিধার পক্ষে লক্ষ্য রাখিতেছি না।

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী-প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রমজীবীদিগের প্রয়োজনীয় উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য যে কমিটী হইয়াছে তাঁহারা সাদরে বার বার আহ্বান করিয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেছেন। লীগ্ অব নেসন্সের যে কাজের জন্য আসিয়াছি, একাজ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তথাপি এই উপরি পরিশ্রম করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছি না; কারণ ইহার সাহায্যে ভারতবর্ষের যথেষ্ট উপকার সম্ভব। International Labour Officeএর ডাইরেক্টর M. Doma, ডেপুটী ডাইরেক্টর মিঃ বট্লর, সেক্রেটারী ডাঃ Eastman প্রভৃতির সঙ্গে এই সকল আনুষঙ্গিক বিষয়ে ক্রমাগত আলোচনা হইতেছে—প্রয়োজনমত বক্তৃতা ও লেখালেখি চলিয়াছে।

স্যর ইউয়ার্ট গ্রীভস্-এর ভগিনী মরণাপন্ন পীড়ার জন্য তিনি লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জায়গায় বিহার ও বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব জজ স্যর বসন্তকৃষ্ণ মল্লিক আসিয়াছেন। Imperial Conference উপলক্ষে এবং প্যারিসে চিকিৎসা ও বাজার-হাট করা উপলক্ষে মহারাজা বিকানীরও আজ প্যারিসে চলিলেন। ভারতীয় ডেলিগেসনের পক্ষ হইতে আজ শেষ মধ্যাহ্ন-ভোজ দেওয়া হইল, তারপর ছবি উঠাইবার পালা। আর-একটা এইরূপ মধ্যাহ্ন-ভোজ ও একটা রাত্র-ভোজ হইয়া গিয়াছে, অন্যান্য ডেলিগেট্রা যেরূপ আমাদের ভোজ দিয়াছেন, ইহা তাহারই ফেরৎ ভোজ। ভারতবর্ষের খরচেই এসব ভোজ দেওয়া হয়, তবে অন্যান্য দেশের পক্ষ হইতে খানার যেরূপ আড়ম্বর হয় দরিদ্র ভারতের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। সামান্য ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইতে হয়, মহারজা বিকানীর নিজে দুইটা মধ্যাহ্ন-ভোজ ও একটা রাত্র-ভোজ দিয়াছেন, আমাকেও কয়েকটা মধ্যাহ্ন-ভোজ ও বৈকালিক চা

পার্টির আয়োজন করিতে হইয়াছিল, এ সকল সভা সমিতিসম্পর্কে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। সকলের সঙ্গে বিশেষ সৌজন্য ও আত্মীয়তা করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন হইতেছে।

দেশে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার রাজ্যে যাইবার জন্য মহারাজ বিকানীর বারংবার সাদর আমন্ত্রণ করিলেন।

লীগের কমিটীর কাজই আসল কাজ, তাহা খুব জোর চলিয়াছে। ছয়টার মধ্যে দুইটা কমিটীর প্রধান কাজের ভার আমার উপর; সে কাজ ভালই হইয়াছে ও হইতেছে বলিয়া শুনিতে পাই।

কমিটীর কাজের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে লীগের সাধারণ অধিবেশনও চলিয়াছে। তাহাতে ভোট-মঙ্গলই অধিক। সালিসীর বিচারে বিবাদ মিটাইবার জন্য লীগের পক্ষে সকল জাতির প্রতিনিধির মধ্য হইতে ১৫ জন জজ নিযুক্ত হন। সে ভোটমঙ্গল-ব্যাপারে হাঙ্গামা হয় অনেক, আজ সমস্ত দিন ধরিয়া সেই হাঙ্গামা চলিল। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে বোম্বের ব্যারিষ্ট্যার স্যর চিমনলাল শিতলবাদের নাম প্রস্তাব হইয়াছিল, তিনি একটা মাত্র অর্থাৎ ভারতবর্ষেরই ভোট পাইলেন। পৃথিবীর সমগ্র সভ্যজাতির আন্তর্জাতিক সভায় ভারতের প্রধান আসন পাইতে বিলম্ব অনেক, নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদ মিটাইতে হইবে—রাষ্ট্রীয় অধিকার পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইবে এবং প্রধান পুরুষেরা নিঃস্বার্থভাবে দেশ-সেবার জন্য এখানে যখন আসিবেন ও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগণের মত বারমাস থাকিয়া ভারতবর্ষের অভাব দূর করিবার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত হইবেন তখনই কিছু হইবে। আপনাদের ভিতর মারামারি, কাটাকাটি ও দেশব্যাপী নানাবিধ অত্যাচার নিবারণ না করিয়া কোন সুফল আশা করা যায় না।

তিন তিন বার তো ইউরোপে আসিয়া দেশ-সেবার চেষ্টা কায়-মনোবাক্যে করিলাম।

সকলেই আশ্চর্য্য হন এই বয়সে, এই শরীর লইয়া, কাহারও নিকট কখন কোনরূপ উৎসাহ বা সহায়তা না পাইয়া এত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই গুরুভার ক্ষীণ স্কন্ধে লইতে কিরূপ দুঃসাহসী হইয়াছি! এত কাজ-কর্ম্মের মধ্যেও যেখানে যাহা দেখিবার তাহাও যথাসাধ্য দেখিতে ভুলি নাই। যেমন সাংমোনি প্রদেশে পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ, জংফ্র ও সেণ্ট বার্ণার্ডস প্রদেশেও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক, কিন্তু তাহা দূরবর্ত্তী স্থান এবং যাইতেও কষ্ট ও শ্রম যথেষ্ট হয়। শীত ক্রমশঃ বাড়িতেছে ও সকল প্রদেশে তুষারের ঝড় (Blizzard) আরম্ভ হইয়াছে। সে ঝড়ের সময় পূর্ব্বে সেণ্ট বার্নার্ডস কুকুরেরা পথিককে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিত, এখন টানেল হইয়া পর্ব্বত পার হইবার সময় পথিকের সেই শ্রেণীর ঝড় হইতে বিপদ-সম্ভাবনা অনেক কম, কাজেই সেণ্ট বর্নার্ডস মনাষ্টারি (Monastery) এবং সেখানকার আশ্রিত কুকুরের কথা আর বড় শোনা যায় না। এই আল্‌প্‌স পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়াই নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন—Alps! There shall be no Alps. নিজ বীর্য্যে আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বতের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া বিশ্ববিজয়ী বীর এই দম্ভ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই সব মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য যেরূপ দেখা চলিতেছে, ছোট ছোট গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি ব্যাপারও তেমনই দেখিতে হইতেছে। হোটেলের খাবার তিনবার না খাইয়া মাঝে মাঝে খাবার বন্ধ করিয়া ফল খাইবার আয়োজন নিজে করিতে হয়। যথাসময়ে দোকানে যাতায়াত করিয়া চক্ষুর চিকিৎসার প্রধান ডাক্তার বোল-এর কাছে যাতায়াত করিয়াও সময় কাটাইতে হয়। জেনিভার ঘড়ির চেষ্টাও করিতে হয়, আবার চার পয়সার জায়গায় চার ফ্র্যাঙ্ক অর্থাৎ দুই টাকা খরচ করিয়া নাপিত নয় নাপতানীর বাড়ী গিয়া পায়ের আঙ্গুলের বসা নখ কাটিয়া আসিতে হয়, বাঙ্গালী

ছাত্রেরা আসিয়াআত্মীয়তা করিয়া গত বারের মত হাতের নখ কাটিয়া দেয়।

নাত-জামাই পার্ব্বতীপ্রসন্ন হাওয়ার-জাহাজ ডাকে লিখিয়াছেন—ইউরোপে তিন মাস ও প্রবাস-পত্র যত্ন করিয়া পড়িয়া বিলাত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এ পর্য্যায়ের পত্রও পড়িবেন।

সোমবার ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০

লীগের কাজ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে, মাঝে মাঝে লীগের অধিবেশন অল্প সময়ের জন্য হইতেছে, তাহাতে, চল্‌তি কাজ মাত্র হয় বেশী বক্তৃতা হয় না। কাজ বেশী হইতেছে। ছয়টা বড় বড় কমিটিতে ক্রমাগত সকাল-বিকাল কখন বা রাত্রে সে কাজ চলিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বাদানুবাদ হইয়া যেমন কোন বিষয়ে স্থির হইতেছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্টার তাহার রিপোর্ট দাখিল করিতেছেন। রিপোর্ট লইয়াও অনেক বাদানুবাদ হয়, তাহার পর প্রস্তাব হয়, সেই প্রস্তাব লীগের প্রকাশ্য মিটিংএ দাখিল হইয়া পাশ হয়।

দু'নম্বর ও পাঁচ নম্বর কমিটিতে আমার খাস কাজ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, নীতি এই সকল বিষয়ে কাজের ভার পড়িয়াছে। যথাসাধ্য কাজ করিয়া যাইতেছি, ফল নিতান্ত মন্দ হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না, আমাদের যথার্থ রাষ্ট্রীয় অধিকার কিছু নাই, কাজেই কাজ ও কথাগুলা অনেকটা খেলা-ঘরের কাজ ও কথার মত হইয়া চলিতেছে। তবে এই রকম হইতে হইতেই কাজে প্রাণ আসিবে, দশ বৎসরের মধ্যে যে সব ভারত-প্রতিনিধি আসিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের এই সকল কাজে অনুরাগ বা কৃতিত্বের অভাবে কাজ বড় জমাট বাঁধিবার অবকাশ পায় নাই, বে-সরকারী প্রতিনিধির অভাবে কাজের জমজমা হয় নাই। এবার ভারত-প্রতিনিধিরা কাজের একটা জমজমা বাধাইয়াছেন—এ কথা সকলের মুখেই শোনা যাইতেছে।

এই কারণে লীগ-কমিটিতে যে কাজ অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা ছাড়া অন্য কাজ আরও আসিয়া পড়িতেছে, ভারতের মুখরক্ষার জন্য সে-সকল আহ্বান অমান্য করা যায় না। যদিও International Labour Officeএর সঙ্গে আমাদের লীগের কাজের আপাততঃ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোনরূপ সম্পর্ক নাই তথাপি শ্রমজিবীদিগের শিক্ষা-ব্যবস্থা কল্পে যে কন্‌ফারেন্স হইতেছে তাহার জন্য উপর্য্যুপরি পরিশ্রম করিতে হইতেছে। Director M. Doma, Deputy Director Mr. Butler, Secretary Dr. Eastman, Dr. R. K. Das, Mr. Rao প্রভৃতি কর্ম্মকুশল কর্ম্মিগণ যথেষ্ট খাটাইয়া লইতেছেন।

লীগের শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী Mr. Duper Firor, Mr. Opprescue, Mr. Bunnet, Mr. Comne, Information-বিভাগের Mr. A. C. Chatterjee প্রভৃতির সহিতও সর্ব্বদা জটিল বিষয়েরও আলোচনা হইতেছে। আমাদের ডেলিগেটগণের মেম্বারদিগের মধ্যে কর্ম্মচারী Croft Goodchild প্রভৃতির সঙ্গে সর্ব্বদা আলোচনা চলিতেছে। British Delegationএর Miss Hamilton, Miss Lawrence, Mr. Dalton, Mr. Buxton, Lord Robert Cecil, Foreign Secretary Mr. Henderson, Mr. N. Hotel Burivarn (হোটেল বেরিভাণ) Mr. Baker, Australian Delegationএর Mr. Coleman প্রভৃতির সহিত দিবারাত্র আলোচনা চলিতেছে। এক হোটেলে থাকার দরুণ খাইবার সময়েও বিশ্রাম নাই।

মহারাজা বীকানীর চলিয়া যাওয়াতে কাজের ভার আরও বাড়িয়া চলিয়াছে।

South Africa ও Canada Delegationএর প্রতিনিধিরা International Conferanceএর জন্য লণ্ডনে গিয়া খাতির জমাইয়া

বসিতেছেন। সে কন্‌ফারেন্স ও Imperial Conferenceএ ভারতবর্ষের পক্ষে কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। বোম্বাই, কলিকাতা, মেদিনীপুর, চন্দননগর, মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে যেরূপ দিন দিন হাঙ্গামা বাড়িতেছে তাহাতে দেশের অবস্থা ক্রমশঃ অতি শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। লণ্ডনে এ শোচনীয় অবস্থার উন্নতির কোন আশাই দৃষ্ট হইতেছে না। স্থিরভাবে আত্ম-সম্মানমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চুয়ান্ন জাতির প্রতিনিধিগণের সাক্ষাতে কাজ করা বড়ই কঠিন হইতেছে।

লেডি ব্লুমফিল্ড "সুপ্রীম পীস মুভমেণ্ট" নামে শান্তিস্থাপন-আনুকূল্যে যে সভা স্থাপন করিয়াছিলেন সেখানে আজ ভারতের রীতিনীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার আহ্বান ছিল। বিস্তর লোক সমাগম হইয়াছিল—কথাগুলা সকলেরই ভাল লাগিল। আজ মহাসপ্তমী পূজা। সেই কথা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতার সার্থকতা সম্পাদনে সুবিধা হইল। বহু সহস্র ক্রোশ দূরে প্রিয়জন-বিরহে বিদেশে আজ মহামায়ার পূজার উপলক্ষে মহাশান্তি-স্থাপন-আনুকূল্যে দুইবার কথা বলিবার সুবিধা ও বিদেশীকে আমাদের প্রাণের কথা বুঝাইবার অবকাশ পাইয়া ধন্য হইলাম। বক্তৃতা এক ঘণ্টার উপর হইয়াছিল।

আজ সমস্ত দিন বৃষ্টি হওয়ায় খুব ঠাণ্ডা অথচ সভায় লোক ধরে না।

জেনিভাতে যে বাঙ্গালী দল আছেন, তাঁহাদের পূজার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তাঁহারা বিজয়া-দশমীর সম্মিলন-ব্যবস্থার আয়োজনের চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

গতকল্য রবিবার ছিল। প্রায় পঁচিশ ক্রোশ দূরে আরও উচ্চ পাহাড়ের কোলে এ্যানিসি হ্রদের উপর এ্যানিসি শহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এখানকার পর্ব্বতও হ্রদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতি

চমৎকার, দেখিয়া আশা মেটে না। পথে ছোট বড় অনেক শহর আছে, "গ্রাম" কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। রবিবার বলিয়া সব সহরের পথে ঘাটে মেলা বসিয়াছে। নাগর-দোলা ও মেলার সরঞ্জামের ধূমধাম যথেষ্ট, জেনিভা শহরেও এইরূপ মেলা বসিয়াছে। মধ্যে একটা বড় সার্কাস আসিয়াছিল, নাচ, তামাসা, থিয়েটার প্রভৃতির অন্ত নাই, নানা জাতীয় লোকের আনন্দ-কোলাহলে রাত্রে বাহিরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছি, দিনের বেলা যে হাঙ্গামা তাহাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত।

আমাদের কাজ-কর্ম্মের সুবিধার জন্য লণ্ডন হইতে ৩।৪ জন কেরাণী ও ২ জন মহিলা-টাইপিষ্ট আসিয়াছেন, তাঁহারা যথেষ্ট সেবা করিতেছেন, তাঁহাদেরও রবিবারে আনন্দ করিবার জন্য চাঁদা তুলিয়া খাওয়া-দাওয়া, মোটরে বেড়ান প্রভৃতির আয়োজন করা হইয়াছিল, তাঁহারা পূর্ণ আনন্দলাভ করিয়াছেন অকুণ্ঠিত চিত্তেই ইহা তাঁহারা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

রুশিয়া-গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে সেদেশে ভগবৎ পূজা ও সমস্ত গীর্জ্জা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেশান্তরে আশ্রয় পাইয়াছে এবং স্থানীয় গীর্জ্জা হইতে ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ হইয়াছে। ভগবান্ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। জেনিভাতে রুশিয়ানদের যে গীর্জ্জা আছে তাহা দেখিতে গিয়া মুগ্ধ হইলাম। আলো-ধূপ, দীপ, অর্চ্চনা আমাদেরই মত, অতি ভক্তিভরে ভগবৎপূজা চলিয়াছে, আর্ত্তসেবার ব্যবস্থাও আছে।

মঙ্গলবার ৩০এ সেপ্টেম্বর ১৯৩০।

নানা দিগ্দেশের নানাজাতি জেনিভা নগরে চিরকাল আসিয়া জমে, সেইজন্য ইহা গরীবের জায়গা নয়। লণ্ডন-প্যারিসের পথে-ঘাটে নানা রকমের ভিখারী দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও আইন-অনুসারে ভিক্ষা করা

বন্ধ ও শাস্তিযোগ্য, তথাপি নানা ছাঁদের ভিখারীর অভাব সে সব বড় বড় নগরে নাই—কেহ জুতার ফিতা ও দেশালাই বিক্রয়ের ভাণ করে, কেহ বাজনা বাজাইবার ভাণ করে, কেহ ফুটপাতের উপর রঙ্গের গুঁড়া ছড়াইয়া ছবি আঁকার ভাণ করে (Pavement Artist) কিন্তু করে ভিক্ষা। দারিদ্র্য নিবারণ জন্য Unemployment Pension, Sickness Pension, Widow's Pension, Old age pension প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া দেশের লোকের উপর ট্যাক্সের বোঝা বিষমরূপ চাপিয়াছে। Poor Law আছে, Alms House আছে, তবু ভিক্ষা বন্ধ হয় না। কিন্তু জেনিভাতে ভিক্ষার ব্যাপার আদৌ নাই—মদের দোকান যথেষ্ট আছে কিন্তু প্রকাশ্য বেশ্যা নাই, স্কুল-কলেজ-ইউনিভারসিটি যথেষ্ট, জাতি যদিও বহুদিন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সাধারণ-তন্ত্র-পরিচালিত তথাপি উহাদের নিজস্ব ভাষা নাই। সুইজারল্যাণ্ডের চারিদিক্ ঘিরিয়া আছে পর্ব্বতরাজ আল্প্স্ (Alps) আর তাহার কোলে বিচিত্র হ্রদ ও নদী এবং হ্রদ ও নদীর কোলে শোভাময় অতুল স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যময়ী উপত্যকা, পর্ব্বতের অপর পারে ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া, ইটালী প্রভৃতি দেশ। তাহাদের ভাষাই সুইস জাতি ব্যবহার করে। সুইজারল্যাণ্ডের যে অংশ অন্য যে দেশের গায়ে ও পাশে পড়িয়াছে ইহারা তাহাদের ভাষাই ব্যবহার করে। অধিকাংশ লোক ফরাসী ভাষা ব্যবহার করে। এখানে ঘড়ি, এনামেলের কাজ ও লেসের কাজের ব্যবসাই অধিক। অন্যান্য শ্রমজীবী খুব কম, চাষবাস ও গোপালন পল্লীগ্রামের লোকেরাই করিয়া থাকে। পাহাড়ের গায়ে নধরদেহ সুন্দর গাভী দেখিয়া নয়ন জুড়াইয়া যায়। এই গাভীর দুগ্ধেই বিশ্ব-বিখ্যাত বিশ্ব-প্রচলিত জমাট দুধ তৈয়ার হয়। সব জিনিসই দুর্ম্মূল্য, কিন্তু দুধ, মাখন পনীর মোটের উপর সস্তা ও উৎকৃষ্ট। ফলমূল, শাকসব্জীও দুর্ম্মূল্য।

ভাল বড় পীচ এক ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ আট আনার কম পাওয়া যায় না।

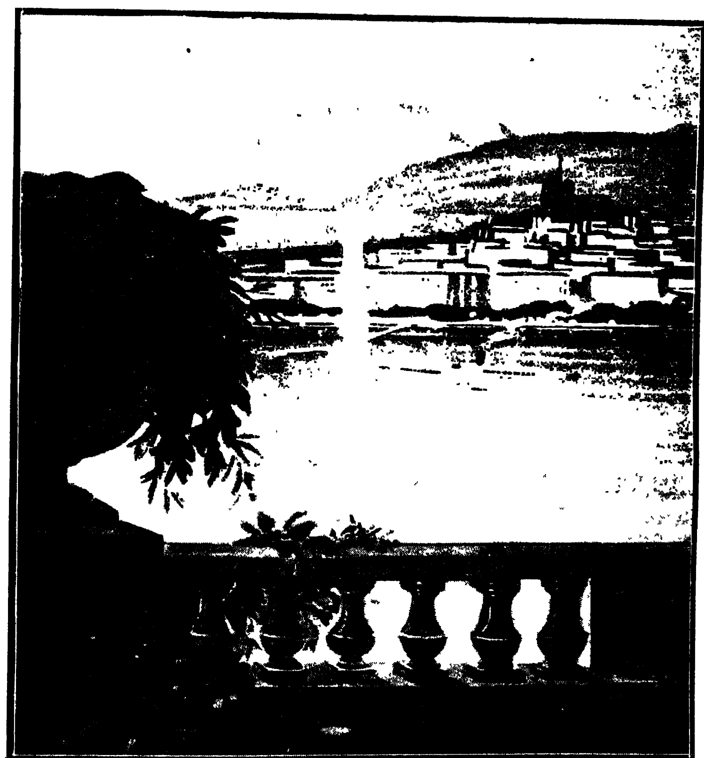
সামান্য একজন ট্রাম-কণ্ডাক্টরের নিত্য খরচ তিন ফ্রাঙ্ক বা দেড় টাকা। স্থানীয় কোন কলকারখানা নাই বলিয়া সকল জিনিষ দুর্ম্মূল্য। কাপড়-চোপড়, বাক্স, পেটরা গৃহস্থালীর যে কোন জিনিস লণ্ডন, প্যারিসের অপেক্ষা দুর্ম্মূল্য। দেশপ্রান্তে কড়া পাহারা, বিনা মাশুল দিয়া কোন জিনিস আনিবার যো নাই, রেলে, মোটরে, ষ্টীমারে বা পদব্রজে সুইজারল্যাণ্ড হইতে পার্শ্ববর্ত্তী দেশে কিংবা পার্শ্ববর্ত্তী দেশ হইতে সুইজারল্যাণ্ডে আসিতে হইলে ফ্রেঞ্চ ও সুইস ঘাঁটীর দারোগা উভয়ে খানা-তল্লাসী করিবে; "কাপড় ঝাড়া" নিয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের উপর যাতায়াতের সময় এসব অত্যাচার হয় নাই, কারণ আমরা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি এবং সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত অতিথি। আমাদের মোটরের মাথায় যে ছোট বৃটীশ পতাকা নিত্য উড্ডীয়মান তাহাই ইহার জ্ঞাপক—কিন্তু জেনিভার বাহিরে যে কয়দিন মোটরে করিয়া নিকটে কিংবা দূর গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছি সঙ্গে (Pass Port) ছাড়পত্র রাখিতে হইয়াছে এবং আমাদের সুইস ড্রাইভারের নাম-ধাম-নম্বর সব প্রতিবার যাইতে-আসিতে লিখাইতে হইয়াছে। প্রতিনিধিদিগের নিত্য ব্যবহারের জন্য তিনখানা বড় ভাড়া-মোটর সরকার হইতে হাজির থাকে, তাহাতে চড়িয়া বেড়াইতে যাওয়া হয়। সহরের বাহিরে গেলেই এই হাঙ্গামা। এইরূপে সুইজারল্যাণ্ড ক্ষুদ্র দেশ হইলেও "সেভয়" রাজবংশীয়দিগকে (House of Savoy) তাড়াইয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে, ও প্রজাতন্ত্র-নিয়মে শাসন চালাইতেছে। বড় বড় বিষয় শুধু কাউন্সিলে স্থির হয় না, প্রজাসাধারণের প্রত্যেকের ভোট লইয়া স্থির হয়।

রাস্তা-ঘাট অতি সুন্দর, অতি পরিষ্কার। কোথায়ও ময়লা-

আবর্জ্জনা নাই, ৭০ মাইল লম্বা-জেনিভা হ্রদের চারিধারে বাঁধান সুন্দর মোটর-রাস্তা আছে। যত ইচ্ছা বেড়াও। শীত যদিও পড়িয়াছে কিন্তু আকাশ পরিষ্কার। লণ্ডনের মত ধোঁয়া ও কুয়াসাতে কষ্ট হয় না। সেই জন্য এখানে শীত, গ্রীষ্ম সকল সময়েই বায়ুসেবনের জন্য বিদেশের ভবঘুরের দল আসিয়া বাস করে, ছোট-বড় হোটেলে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। লোকে বলে সুইস হোটেলওয়ালা ও হোটেল পরিচালক জগতে অতুলনীয়, ফরাসীরা রাঁধে ভাল কিন্তু এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিচারক হয় না।

আমাদের হোটেলের নাম হোটেল বো রিভাজ (Hotel Beau Rivage), খুব বড় হোটেল। ব্রিটিশ ও ইণ্ডিয়ান ডেলিগেটগণ প্রতি বৎসর এইখানে আড্ডা পাতেন—ইহা একরূপ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নিকটে এবং হ্রদের উপরেই অন্যান্য বড় বড় হোটেলে অন্যান্য দেশের ডেলিগেটরা আশ্রয় লন। হোটেলের খরচ বড় চড়া। ঘরের ভাড়া এক পাউণ্ড; প্রত্যহ মধ্যাহ্ন ভোজ পাঁচ টাকা সান্ধ্য ভোজ ছয় টাকা, চা-কফি ইত্যাদি দুই টাকা—এই রকম সব দাম, রান্নার প্রসিদ্ধি থাকিলেও প্রতিদিন তিনবার মাছ, মাংস খাওয়া দুঃসাধ্য বলিয়া আমি অনেক খানা বাদ দিয়া, ফলমূল খাই।

লীগের কর্ম্মচারী শ্রীমান্ অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (স্যর অতুল চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা) অনেক সময় নিমন্ত্রণ করিয়া ঝোল-ভাত খাওয়ান। International Labour Officeএর ডাক্তার রজনীকান্ত দাস এক রাসিয়ান ইহুদীকে বিবাহ করিয়া এখানে আছেন। তিনিও মাঝে মাঝে বাঙ্গলা খাওয়া খাওয়ান, ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুত বিপিনবিহারী ঘোষের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ ফরাসী কন্যা বিবাহ করিয়া এখানে আছেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর ব্যারাম। সত্যেন্দ্রনাথ গুহ (এম-এস-সি) এখানে বাসায় আছেন। আরও আছেন ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,



লেখকের আবাস হোটেল

[বো রিভাজের নীচে জেনিভার হ্রদের দৃশ্য]

বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কালিদাস নাগ ও ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আছেন অতএব বাঙ্গালীর সঙ্গে দেখা শুনা যথেষ্ট হয়।

বম্বে, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি জায়গার লোকও দুই-চারিজন, কর্ম্ম-উপলক্ষে কিংবা কর্ম্মের উমেদারী উপলক্ষে বাস করিতেছেন। কিন্তু আমাদের দেশ-প্রচলিত সনাতন নিয়ম-অনুসারে পরস্পরের মধ্যে মনের মিল বড় কম। এর নিন্দা ওর কাছে ওর নিন্দা এর কাছে সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়, কাজেই কাহারও শ্রীবৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি নাই।

শীত খুব পড়িয়াছে, এখন ঘরে আগুন করার প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে—Central Heating অর্থাৎ নলে করিয়া ঘরে ঘরে উত্তাপ আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহাতে বড় সুবিধা হয়। জাহাজে এবং বিলাতেও ধুতি চালাইয়াছি। কিন্তু আলপস্ বক্ষে সুইস শীতে ধুতি ছাড়াইয়াছে। একবার বিনা পাগড়ীতে দশ পা বাহিরে গিয়া অসুখ হইবার জোগাড় হইয়াছিল।

বৃহস্পতিবার ২রা অক্টোবর, ১৯৩০

বিজয়াদশমী

শরতের নির্ম্মল নীল আকাশে চিরপরিচিত সুধাকর পাহাড়-জঙ্গল-হ্রদের উপর দেশেরই মত মধুবর্ষণ করিতেছেন। দেশের কথা, দেশের লোকের কথা বার বার মনে করিয়া দিতেছেন। পাঁচ ঘণ্টা আগে দেশে এই সুধা-বণ্টন করিয়া চির-অতৃপ্তকে তৃপ্ত করিবার জন্যই যেন বহু সহস্র ক্রোশ পথ পর্য্যটন করিয়া আসিয়া অভয় দিতেছেন। অভয়ার কৃপায় বিজয়া যথার্থ বিজয়া হোক।

এবার লীগ অব নেশনস্ সভায় ভারত-প্রতিনিধিগণের কৃতিত্বের যথেষ্ট যশ হইয়াছে। কিন্তু আসল কথার ধার দিয়াও কেহ

যাইতেছেন না। আমার দাঁত কন্‌কন্‌ করিয়াছে এ-সংবাদ তারে পাইওনীয়ার পত্রে গিয়াছে। কিন্তু দেশের যে সমূহ সর্ব্বনাশ হইতেছে এবং চুয়ান্ন জাতির প্রতিনিধির সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে সে কথা তুলিবার যো নাই, এ-কথা কোন কাগজে তারে বা বেতারে যায় না।

বিনা তার প্রবর্ত্তন-কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি—মিঃ আর্থার বরোজ—মিসেস্‌ হোয়াইটের পরিচয়পত্র লইয়া দেখা করিতে আসিতেছেন। তাঁহাকে এ কথা বলিব। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লীগ যেরূপ ঢিমে-তে-তালায় নির্জ্জীবভাবে চলিয়াছে, তাহাতে কোন কাজ হইবে না। এ বিষয়েও পরিবর্ত্তন এবং উন্নতি প্রয়োজন। লীগের খরচ ভারতবর্ষ যাহা দেয়, তাহা ৭ লাখ হইতে ১০ লাখ টাকা হইবে। এ দান হিসাবে অন্যান্য চুয়ান্নজাতির দানের তুলনায় ভারতের স্থান ষষ্ঠ—ইহাতে প্রচুর সম্মান অবশ্য আছে, কিন্তু প্রতিদান নাই। ভারতবর্ষের লোক বিশেষ কোন উপকার পায় না, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। রোম, টোকিও, ন্যানকিন, লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, বুডাপেষ্ট, পিকিং-এ লীগের নিজ আফিস আছে। কিন্তু এত বড় ভারতবর্ষের কোথাও একটা আফিস নাই। ভারতগভর্ণমেণ্ট খরচ করিয়াকেন আফিস করিবেন তাহার কারণ নাই। লীগের পক্ষ হইতে তাহা হওয়া উচিত এ কথা আমি বারংবার জেদ করিয়াছি তাহার ফলে শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বে বম্বে সহরে আপিস হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ মধ্যে মধ্যে তাহা পরিদর্শন করিতে আইসেন। যদি লীগের কাজে কোন বিশেষ বাধা না ঘটে—তাহা হইলে ভারতবর্ষে আর একটী আপিস স্থাপিত হওয়ার আশা আছে এবং ভারতবর্ষের কথা লীগ সভায় আর ও বিশেষ ভাবে আলোচিত হইতে পারে।

এখানকার লীগ আফিসে সকল জাতির লোকের বড় বড় চাকুরী ;

কিন্তু ভারতবর্ষের অতি অল্প লোকের ছোট ছোট চাকুরী। ভারতবর্ষ হইতে যে সব অধ্যাপক ও নেতা আসেন, তাঁহাদের দ্বারা এখানে বিশিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা নাই। লীগের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিগণকে মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হয়, কারণ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দৈন্য অত্যধিক। এই সকল কথার আলোচনা অতি তীব্রভাবে আমার করিতে হইল। আমার সহ-প্রতিনিধিগণকে আমাদের রিপোর্টে এই সব কথা তুলিতে বলিয়া বিজয়ার আয়োজন করিলাম। ভগবৎ ইচ্ছায় বিজয় হউক।

শুক্রবার ৩রা অক্টোবর, ১৯৩০

গতকল্য জেনিভা-ইউনিভারসিটির অধ্যাপক মিঃ র‍্যাপার্ড সাহেবের পল্লীনিবাসে মধ্যাহ্ন-ভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। য়্যাসেম্বিলীর মিটিংএর পর তাঁহার মোটর করিয়া তাঁহার বন-ভবনে লইয়া গিয়া অতিথি-সৎকারের চূড়ান্ত করিলেন। সদানন্দ-অধ্যাপক নিজের কাজের আনন্দে ও উৎসাহে বিভোর হইয়া আছেন; স্ত্রীও তদনুরূপ। পাঁচ মিনিটের পরিচয়ে নিতান্ত আপনার করিয়া লইলেন—নিষিদ্ধ মাংস ব্যতীত তাঁহাদের কোন আয়োজন ছিল না বলিয়া আমার আহারের জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে যথাসাধ্য উদ্যোগ করিয়া আমাকে তৃপ্ত করিলেন। এই স্থানে আপদ্ধর্ম্ম মনে করিয়া হয় তো নিয়মিত আহারের বহির্ভূত কাজের প্রয়োজনীয়তা কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে। কিন্তু "মা থাকিলে কি মনে করিতেন" এই ভাবিয়া আমি আজীবন এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা রক্ষা করিতেছি। এবং সেই নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটিতে দিইনা। রুটী, পনীর, শাকসব্জীতে একবেলা একদিন কাটান হিন্দুর ছেলের পক্ষে শক্ত কথা নয়।

আমেরিকার দুইজন অধ্যাপক অতিথি ছিলেন। তাঁহারা কিছু

আশ্চর্য্য হইলেন, একজন শিক্ষিত হিন্দু বিদেশে আসিয়া অসুবিধা সত্ত্বেও নিজ নিয়ম পালন করিতে তৎপর, ইহা তাঁহাদের ধারণার মধ্যেই আসে নাই।

এই উপলক্ষে ভারতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তা হইল। মিস মেওর পুস্তক পড়িয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের যে অদ্ভুত ধারণা হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য বেগ পাইতে হইল। ভারতকে সর্ব্বজাতির সম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্ররোচিত হইয়া মিস মেও যে সকল জঘন্য কুৎসার অবতারণা করিয়াছেন, অনবরত তাহার প্রতিবাদ করা ছাড়া ভারতবাসীর গত্যন্তর নাই।

য়্যাসেম্বিলীর কমিটীতে যথেষ্ট পরিশ্রম করা হইতেছে। কাজও কিছু হইতেছে। এ পর্য্যন্ত মহারাজা বিকানীর ছাড়া প্রকাশ্য সভায় কোন ভারত-প্রতিনিধি কোন কথা বলেন নাই। অধ্যাপক র‍্যাপার্ড ও তাঁহার অতিথিগণের সহিত কথাবার্ত্তার ফলে মনে হইল যে প্রকাশ্য সভায় বড় গলায় বলিয়া যাইতে হইবে যে সভ্য ইউরোপ ও আমেরিকাকে দিবার মত ভারতবর্ষের নিজস্ব অনেক কিছু এখনও আছে।

আজ য়্যাসেম্বিলীর সভায় সেই সুরে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলাম। লোকের যথেষ্ট মনঃপূত হইল, করতালি, 'সেকহ্যাণ্ড,' 'কনগ্র্যাচুলেসেনর' অভিনন্দনের অতি মাত্রা পাইয়া অভিভূত হইয়া পড়িলাম। দুঃখের বিষয় আমি লিখিয়া বক্তৃতা করিতে পারি না। যদি বক্তৃতা লিখি তাহা হইলে মুখস্থ করিয়া বলিতে পারি না। কাগজ হইতে পড়িতে হয়, তাহা এরূপ সভায় অশোভন। কাজেই মনে যা আসে মুখে তাহাই বলিতে হয়। বলাটা নিতান্ত মন্দ হয় নাই, দেশে কাউন্সেলের রিপোর্টারেরা সর্ব্বদা অনুযোগ করিতেন যে আমার দ্রুত বক্তৃতা তাঁহারা রিপোর্ট করিতে পারেন না, এখানেও সেই দুর্দ্দশা। বক্তৃতার পর লিখিয়া

কাগজওয়ালাকে দেওয়া আমার অভ্যাস নাই, কাজেই এ সকল সংবাদ দেশে বা বিদেশে প্রকাশ হইবার অবসর হয় না। আমার দাঁতের কন্‌কনানির কথা বিলাত হইতে তারে পাইওনীয়ার পত্রে গিয়াছিল কিন্তু দেশের জন্য এত কথা বলিতেছি তাহার সংবাদ যায় না।

ব্রিটিশ ডেলিগেশনের মিষ্টার বাক্সটন প্রথম হইতেই বিশেষ যত্ন এবং আপ্যায়ন করিতেছেন। আজ চা খাইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বারংবার স্পষ্টাক্ষরে বলিলাম এবং তাঁহার দলকে ও দলপতি-গণকে বুঝাইতে বলিলাম যে, ভারতবর্ষের প্রতি ন্যায় বিচার না করা অবধি ভারতবাসী কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিবে না। সকল কথায় তাঁহারা মুখে একমত হন, কিন্তু কাজের বেলায় কিছু হয় না—বিভ্রাট তো এখানেই।

পুনরায় বিলাত যাইবার জন্য মেয়ে-পুরুষে বারংবার আমাকে জিদ করিতেছেন, সময়ে সময়ে মনও টলিতেছে। কিন্তু মত পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত নই।

ক্রমশঃ খুব ঠাণ্ডা পড়িয়া আসিতেছে। অন্য কোন কারণে না হউক এই কারণেই শীঘ্র দেশে ফিরিতে হইবে।

মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান বিজয়া-সম্ভাষণের কার্ড প্রতি বৎসর যেমন পাঠান, এবারও এখানে তাহা পাঠাইয়াছেন, তাঁহার অভিবাদনের পরিবর্ত্তে অভিবাদন পাঠাইলাম। পুনরায় বিলাতে ফিরিয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি বাড়িয়া গেল। বিলাতে লর্ড লিটনের সঙ্গে দেখা হয় নাই। আমি লণ্ডনে ফিরিয়া যাইব না শুনিয়া তিনি বিশেষ দুঃখ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। মিষ্টার বক্সটন ও মিষ্টার ড্রান্টন উভয়েই পার্লামেন্টের বিশিষ্ট সভ্যদের সঙ্গে দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তা কহিলে ভারতের পক্ষে অনেক উপকার সম্ভব জানাইলেন; হয় তো ইহা আংশিক সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে এ পথ অবলম্বন দুঃসাধ্য।

য়্যাসেম্বিলীতে প্রকাশ্য বক্তৃতার পর ক্যানেডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিগণের সহিত সখ্যতা আরও বাড়িয়া গেল, ক্যানাডার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্যর রবার্ট বর্ডেন বক্তৃতার পর আমার নিকটে উঠিয়া আসিয়া অভিনন্দন করিলেন। ইংরাজিতে যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বর্ডেন একজন প্রধান বক্তা। তাঁহার খ্যাতিও জগৎ বিখ্যাত।

রবিবার ৫ই অক্টোবর, ১৯৩০।

কাল শনিবার লীগ অব্ নেসন্‌স য়্যাসেম্বিলীর শেষ অধিবেশন হইয়া কার্য্য শেষ হইয়াছে। তারপর সভাস্থলে বিদায়ের পালা, রাত্রেও বিদায়ের পালা। যাঁহারা বিলাত ফিরিবেন ও যাঁহারা এই হোটেলে এতদিন একত্রে থাকিয়া সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন কাল তাঁহারা সকলেই চলিয়া গেলেন, স্যর ডেনিস্ ব্রে, স্যর বসন্ত মল্লিক, স্যর জুলফিকার আলি, মিষ্টার বাজ্‌পাই ও অন্যান্য অনেক লোক গেলেন, আমাদের সঙ্গে যে সেক্রেটারী ও কর্ম্মচারিগণ আসিয়াছিলেন তাঁহারাও গেলেন। সকলেই কাজের সুবিধার ও ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন, সকলকে যথাযথ ধন্যবাদ ও কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও কিছু কিছু পুরস্কার দিয়া তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলাম। কর্ম্মচারী ও লেডী টাইপিষ্টদিগের বাহিরে গিয়া "চড়ুই ভাতির" ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। নানাপক্ষী এক হোটেল-বৃক্ষে মাসাবধি বাস করিয়া আজ দশদিকে গমন করিল। ব্রিটিশ ও অন্যান্য ডেলিগেটরা ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন, বাকী আজ সব গেলেন; হোটেল একেবারে ফাঁক হইয়া গেল। বিজয়া দশমী অন্তে উৎসবগৃহে বাস অপেক্ষা কষ্টকর অবস্থা কল্পনা করা যায় না।

আমাদের মার্সেলস্ এ জাহাজ ধরিতে আরও পাঁচদিন বাকী।

হয়তো এ পাঁচদিন ফ্রান্সের দক্ষিণে কোন কোন স্থানে বেড়াইয়া যাওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু তাহার ক্ষমতা ও উৎসাহ কুলাইতেছে না। সেইজন্য এইখানেই পাঁচদিন কাটান স্থির করিলাম। হোটেলের খরচা বিষম। ঘরের ভাড়া প্রত্যহ এক পাউণ্ড, খাওয়ার খরচ প্রত্যহ এক পাউণ্ডের উপর। সকল জিনিষই এখানে দুর্ম্মূল্য। তথাপি মোটের উপর এখানে থাকাই স্থির।

যেমন লোকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেছে, তেমনই আমাদিগকেও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিমন্ত্রণ করিতে হইতেছে। দুপুরে, রাত্রে চা-পানের নিমন্ত্রণে ক্রমশঃ সব বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ান হইয়াছে। বাকী যে সব বন্ধুবান্ধব আছেন আজ হোটেলের খানা টেবিলে বা চা পার্টিতে আহ্বান করিয়া আলাপ-পরিচয় ও বিদায় গ্রহণ করা হইল। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাদের নিজের মধ্যে মনোমালিন্য-বশতঃ সকলকে একদিনে নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নাই, ভারতবাসীর অল্প সংখ্যক অধিবাসীর মধ্যেও এ দারুণ মনোমালিন্য বড়ই পরিতাপের বিষয়। কালরাত্রে ও আজ সমস্তদিন বৃষ্টি হইয়া খুব ঠাণ্ডা পড়িয়াছে।

সোমবার ৬ই অক্টোবর, ১৯৩০

আজ ক্ষণে ক্ষণে জল-বায়ুর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। সকালে জলবৃষ্টি—তারপর খুব রৌদ্র, তারপর খুব জল, তারপর মেঘ, তারপর শীত। এইরূপ পরিবর্ত্তনে যথেষ্ট অসুখ হয়—সর্দ্দি কাশী, নিউমোনিয়া প্রভৃতি খুব হইতেছে। বাহিরে বেড়াইতে যাইবার মোটে সুবিধা নাই, শহরের পথ-ঘাটও বন্ধ, যাইতে হইলে মোটরের প্রয়োজন। কয়দিনে প্রায় হাজার মাইল মোটরে গতিবিধি হইয়াছে। যতদূর সাধ্য সাবধানে থাকার চেষ্টা করিতেছি। এখনও বহুখানার নিমন্ত্রণ

আসিতেছে—তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইতেছি। আমাদের নিমন্ত্রণকারীদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও এখনও খাওয়ান হয় নাই, কাজেই ক্রমশঃ সে সব কাজ সারিয়া যাইতে হইতেছে, এ সকল সামাজিক দেনা রাখিয়া যাওয়া কোন মতেই হইতে পারে না।

ক্রমে ক্রমে যাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায় লওয়া উচিৎ তাঁহাদের নিকট বিদায় লইতেছি, অনেক প্রধান কর্ম্মচারী চলিয়া গিয়াছেন। লীগ সভার প্রধান কর্ম্মচারী স্যর এরিক ড্রমণ্ড লীগের প্রাণ স্বরূপ, তিনি বিশেষ যত্ন ও আদরের সহিত বিদায় দিলেন। যাহাতে ভারতবর্ষে লীগের আফিস স্থাপিত হয় এবং যে সকল বরেণ্য সভ্যেরা লীগে প্রতিবৎসর আসেন তাঁহাদের মধ্যে বাছাই করা পণ্ডিতগণের দ্বারা ভাল ভাল বক্তৃতা করিবার ব্যবস্থার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলাম।

স্যর এরিক ড্রমণ্ড, বড়লাট আরউনের অনুরক্ত বন্ধু। তাঁহাকে অভিবাদন জানাইতে বলিলেন। এখন সার এরিক ড্রামণ্ড লীগসভার সম্পাদক পদ ত্যাগ করিয়াছেন এবং রোম নগরে প্রধান রাজদূত পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত এখনও পত্র ব্যবহার চলিতেছে। জেনিভা সহরে Reformers' Monument নামে যে অপূর্ব্ব ও অতিকায় ধর্ম্ম-সংস্কারকগণের প্রতিমূর্ত্তি আছে—তাহার পার্শ্বে রাজা রামমোহন রায়ের মূর্ত্তি স্থান পাওয়া উচিত এ কথা জেনিভার প্রধান পুরুষগণের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলাম। রামমোহন রায় শতবার্ষিক-স্মৃতি সভায় সে কথা তুলিয়াছি। সম্প্রতি সার এরিক ড্রামণ্ডকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্যের জন্য লিখিয়াছি। তিনি তাঁহার ভূতপূর্ব্ব জেনিভা সহযোগীগণকে অনুরোধ করিলে ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে।

গত শনিবার রাত্রে ফ্রান্সে লোমহর্ষণ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, সভ্য-জগৎ তাহাতে স্তম্ভিত। R-101 নামে প্রকাণ্ড হাওয়ার জাহাজ

বিস্তর যাত্রী লইয়া বিলাত হইতে ভারতবর্ষে যাইতেছিল, এতলোক লইয়া এত বড় হাওয়ার জাহাজ কখনও ভারতবর্ষে যায় নাই। রাত্রি দুইটার সময় ফ্রান্সের মাঝ বরাবর সেই জাহাজে কিরূপে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া ৫০।৬০জন লোক মারা গিয়াছেন। এই শোকাবহ ব্যাপারে হাওয়ার জাহাজ বিভাগের প্রধান মন্ত্রী লর্ড টমসন, **Air Admiral** (হাওয়ার জাহাজ-বিভাগের প্রধান সেনাপতি) প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি জীবন হারাইয়াছেন। সকলের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে —হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে; জাহাজ যখন মাটীতে পড়ে তখন সাহায্যার্থ বিস্তর লোক ছুটিয়া গিয়াছিল। রাত্রে এ দুর্ঘটনা হইলেও সাহায্য-চেষ্টার ক্রুটী হয় নাই। কিন্তু অগ্নিকাণ্ড এমন ভীষণ যে বহুদূর হইতেও উত্তাপের জন্য কেহ অগ্রসর হইতে পারে নাই। জাহাজের জলের চৌবাচ্চা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে কয়েকজন অর্দ্ধদগ্ধ যাত্রী রক্ষা পাইয়াছেন।

আজ লেডী ব্লমফিল্ডের উদ্যোগে এ বিষয়ে শোকপ্রকাশ জন্য এক সভা হয়। আমাকে সে সভায় প্রধান বক্তা হইবার সম্মান দেওয়া হইয়াছিল। মানুষের শিল্প-কৃতিত্ব ও বিজ্ঞান-কৃতিত্ব সময়ে সময়ে এই সকল দারুণ বিভ্রাট নিবারণ করিতে পারে না—এই কথা লইয়া কিছু আলোচনা হইল। ভগবদিচ্ছা ছাড়া মানুষের ইচ্ছায় কার্য্য হয় না।

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের স্মৃতি উপলক্ষে শ্রীযুত অমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সে উপলক্ষেও বক্তৃতা করার আহ্বান ছিল। এ সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য নরনারীর মনোযোগ ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে। ইহা আশা ও আনন্দের কথা। ইউরোপ ও আমেরিকার এ সকল আলোচনার সাহায্যে ভারতবর্ষের দাবী সভ্য-জগতের নিকট দিন দিন স্বীকৃত হইবে। ইহাতে সুফলের আশা করা অসঙ্গত নয়।

জলবায়ুর গতিক দেখিয়া মনে হইতেছে যে, যতদিন জাহাজে না চড়া যায় ততদিন ফ্রান্সের দক্ষিণে কোনস্থানে গিয়া কাটাইলে ভাল হইত। কিন্তু অল্পদিনের জন্য নূতন ব্যবস্থার সুবিধা হইল না। আজ ভারি ভারি মাল কুক এণ্ড সন-এর প্রতিযোগী কোম্পানী Wagon Litzএর জিম্বা করিয়া ঝাড়া হাত-পা হওয়া গেল; কিন্তু প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসের অভাব হইতেছে। তিন চারদিন নিতান্ত বাসায় থাকা কিংবা রেল গাড়ীতে থাকার মত করিয়া থাকিতে হইবে।

চশমার সুবিধা হইতেছে না বলিয়া চক্ষুরোগের বিখ্যাত ডাঃ বোল (Dr. Bolle)-এর নিকট পুনরায় যাইলাম। তাঁহার পরামর্শ মত চশমা বদলাইতে দোকানে দোকানে গিয়া দেখিলাম যে দোকানদারের নিকট সেদিন চশমা কিনিয়াছিলাম তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং মনে পড়িয়াও তো মানুষের কাজ কিছু হয় না।

স্যর বসন্ত মল্লিকের R-101 হাওয়ার জাহাজে ভারতবর্ষে যাইবার কথা ছিল, আমাদের যাওয়ার কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। মারে কৃষ্ণ রাখে কে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

মঙ্গলবার ৭ই অক্টোবর, ১৯৩০

সমস্ত দিন বৃষ্টি-বাদল মেঘ ও ঠাণ্ডা। হোটেলের বাহিরে যাওয়া দুঃসাধ্য। সমস্ত সকাল বেলাটাই ঘরে পড়িয়া কাটিল। ডাক্তার সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ যে ফ্রেঞ্চ-সুইস মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার আড়াই বৎসরের মেয়েটি লইয়া দেখা করিতে আসিলেন, ডাক্তার ঘোষ আসিতে পারেন নাই; মহিলা বিদুষীও বুদ্ধিমতী, যথাসাধ্য তাঁহাকে গৃহস্থালীর উপদেশ দিলাম।

২টার পর বৃষ্টি সত্ত্বেও চশমাওয়ালার দোকানে গেলাম। কার্য্য শেষ হইল না, হোটেল মিরাবো হইতে পণ্ডিত শ্যামশঙ্করকে লইয়া জেনেভা ইউনিভারসিটি দেখিতে গেলাম। ইনি নৃত্যকলাবিদ্ শ্রীযুক্ত উদয় শঙ্করের

পিতা। International Lawএর অধ্যাপক Professor Rappard, Rectorকে পূর্ব্বে পরিচয় পত্র পাঠাইয়াছিলেন। রেক্টর মহোদয় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া ইউনিভারসিটির কার্য্যকলাপ দেখাইলেন উদ্ভিদ্-বিদ্যার অধ্যাপক একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত। যেরূপভাবে সে বিভাগ গঠিত হইয়াছে ভারতবর্ষে তাহা করিতে এখনও ২০।২৫ বৎসর লাগিবে। ছোট নগণ্য ইউনিভারসিটি জেনেভাকে তাচ্ছিল্য করিবার যো নাই। অনেক তথ্য সব শুনিলাম, যাহার ধারণা পূর্ব্বে কিছুমাত্র ছিল না। জেনেভার অধ্যাপকদিগের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহারা নিজ নিজ "আসনে" বা "গ্রামে" বসিয়াই নিজ নিজ শাস্ত্রচর্চ্চায় তৎপর। বিদেশে জাঁকজমক প্রকাশের তাঁহাদের ইচ্ছা নাই। গণিতবিভাগ, আইনবিভাগ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিভাগেই খুব জোরের সহিত কাজ হইতেছে। বহুপূর্ব্বেই ইউনিভারসিটির সহিত পরিচয় হইয়া নিত্য সেখানে যাতায়াত করি নাই ইহাতেই দুঃখ হইল। যেখানে লীগ মিটিং হইত, ইউনিভারসিটি ঠিক তাহারই সম্মুখে।

মান্দ্রাজ অঞ্চলের পিঠাপুরাম দেশের মহারাজা সপরিবারে বেড়াইতে আসিয়া এখানে আছেন, আজ হঠাৎ তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইল। রাজা রামমোহন রায়, ব্রাহ্মসমাজ, ইউনিভারসিটি প্রভৃতি-সম্বন্ধে বহু আলাপ হইল। তিনি ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী, নিজে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী স্বাধীনচেতা, শিক্ষিত, সৎসাহসী জমিদার। ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ব্রিষ্টলে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-মন্দির মেরামত করিয়া দিয়াছেন।

বুধবার ৮ই অক্টোবর, ১৯৩০

আজ ও মেঘ ও ঠাণ্ডা। জেনেভার লোকেই বলিতেছে এমন সময় এমন জঘন্য জল-হাওয়া কখন দেখে নাই।

মানের দায়ে বড় হোটেলে কয়েকদিন কাটাইয়া খরচ করা ছাড়া বিশেষ কোন ফলোদয় হইল না। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ইউনিভারসিটি অঞ্চলে পুনরায় বেড়াইতে গেলাম, কাল যে সব জিনিষ দেখা বাকী ছিল ও যে সব অধ্যাপকগণের সহিত কথাবার্ত্তা হয় নাই তাহা হইল। সব হওয়া সম্ভব নয়, যতদূর সম্ভব তাহাই হইল। এই চার পাঁচদিন কাছাকাছি, সুবিধা মত থাকিলে এ কাজ আরও ভাল হইত।

ইউনিভারসিটির পশ্চাতেই সুন্দর বাগান, বড় বড় গাছের সারি দেওয়া পথ ও চমৎকার দূর্ব্বাক্ষেত্র। পড়াশুনার জায়গা বলিয়া এখানে কোন নীরসতা বা কঠোরতা নাই। লাইব্রেরী ও পড়িবার ঘরের ব্যবস্থা ও আলোক-প্রণালী দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয় বড় বড় জানালা দিয়া আলোক আসিতেছে, ছাতের উপর হইতে আলো আসিতেছে। প্রত্যেক পাঠকের স্বতন্ত্র আসন, তাহাদের ছাতা, কোট, টুপী রাখার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর মত দিন দুপুরে আলো জ্বালিয়া চোখের মাথা খাইয়া পড়িতে হয় না, (Reaussue) রুসো কীর্ত্তি স্মরণার্থ স্বতন্ত্র লাইব্রেরী আছে—তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি (Bust) ও এখানে আছে। প্রত্যেক ফ্যাকলটীর স্বতন্ত্র লাইব্রেরী আছে, Relief Map-সাহায্যে আল্পস পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন অংশ, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও অষ্ট্রিয়া দেশের আল্পস বিভাগ দেখিয়া অনেক জিনিস সহজে বোঝা গেল। Rhine, Rhone, Danube, Po, Aver প্রভৃতি বড় বড় নদী ভিন্ন ভিন্ন গ্লেসিয়ার হইতে বাহির হইয়া ভিন্ন ভিন্ন উপত্যকা ভেদ করিয়া সাগরে গিয়া কেমন পড়িতেছে তাহা অতিকায় "রিলিফ ম্যাপ" সাহায্যে সুন্দররূপে দেখা গেল।

Hotel De Ville অর্থাৎ টাউন হলে পুরাতন পুঁথি পত্র ও নূতন পুস্তকের সম্ভার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। সেখানে অধ্যাপক (Bouregois) বোর্জোয়াস প্রকৃতিতে ও মূর্ত্তিতে ঋষিতুল্য ব্যক্তি।

তাঁহার সঙ্গে Reform movements, History of Switzerland প্রভৃতি-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া মুগ্ধ হইতে হইল। ৭০ বৎসর বয়সেও তাঁহার অদম্য জ্ঞান-পিপাসা ও কর্ম্মশক্তি। রাজা রামমোহন রায়-সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কিছু জানা ছিল না,—সব বুঝাইয়া বলিলাম যে Reform-যুগের যেমন অন্যান্য মনীষিগণের মূর্ত্তি Reform Monumentএ রহিয়াছে, রাজা রামমোহন রায়ের মূর্ত্তিও সেই স্থানে স্থান পাওয়া উচিত।

যদি কখন পুনরায় ইউনিভারসিটি সংস্কার ও পুনর্গঠন সাহায্যের সুবিধা পাই তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র জেনেভা ইউনিভারসিটিতে যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহা কাজে লাগিবে। ভারতবর্ষের ছাত্রেরা আসিলে প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা।

এখন লীগ অব নেসন্স-এর সাহায্যে জগতের সকল সভ্যজাতির নিকট ভারতের কথা উপস্থিত করিতে হইবে, ভারতের দাবী জানাইতে হইবে। তাহার জন্য যে সকল পণ্ডিত-কর্ম্মীর প্রয়োজন তাঁহারা এখানে যত শীঘ্র সমবেত হইয়া স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবেন ততই মঙ্গল। আমি বারংবার বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছি এবং করিতেছি—অন্যান্য মহাজাতির ন্যায় ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধিগণের জেনিভা সহরে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপন বিশেষ প্রয়োজন। International Law এবং Constitutional Law-সম্বন্ধে এখানে প্রচুর আলোচনা হইতেছে এবং International Tribunal of Justice-সাহায্যে তাহা কাজে লাগান হইতেছে। এইরূপ অনেক কীর্ত্তি লীগ স্থাপন করিতেছে।

এই Hotel De Ville ও ইউনিভারসিটির মধ্যে এক প্রাচীর আছে। যাহাকে কেন্দ্র ও উপলক্ষ্য করিয়া জেনেভার লোকদের

বাৎসরিক উৎসব হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে এইখানে House of Savoy এর সৈনিকগণকে নৈশ সমরে পরাস্ত করিয়া জেনেভার স্বাধীনতা স্থাপিত হয়—ইহার স্মরণ চিহ্নস্বরূপ এই উৎসবের আয়োজন।

নিকটেই Historical Museum প্রভৃতি লোক শিক্ষার স্থান আছে।

ইউনিভারসিটির সম্মুখে মিস ষ্টোরী নামে এক সুইস রমণীর পুস্তকের দোকান আছে। ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে অনেক পুস্তক এখানে বিক্রয় হয়। মিস্ ষ্টোরী রবিবাবুর ভক্ত। তাঁহাকে আনিয়া জেনেভার বাহিরে বাগানে রাখা হইয়াছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে বিশেষ কড়া পাহারার তদ্বির হইয়াছিল। স্যর বসন্ত মল্লিক পর্য্যন্ত দেখা করিতে পান নাই। মিস্ ষ্টোরী ও এণ্ড্রুজ সাহেবের তত্ত্বাবধানে টিকিট করিয়া বক্তৃতা, কবিতা-পাঠ ও শিল্প-প্রদর্শনী হইয়াছিল। রবিবাবু এখান হইতে রুসিয়া গিয়াছেন, সেখান হইতে আমেরিকা যাইবেন।

৯ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ১৯৩০

আজ জেনেভায় অবস্থিতির শেষ দিন। যাত্রার দিনটা কোথায়ও ভাল লাগে না, আনন্দের দিন নয়। নানা পক্ষী এক বৃক্ষ হইতে নিশাবসানে যখন দশদিকে ধাবিত হয়, তাহাদের প্রভাতীগানের আনন্দলহরীর সহিত করুণ রসের মিশ্রণ আছে কি না তাহারাই জানে, আর জানেন বিধাতা; কিন্তু মায়াজালবদ্ধ মানবের মানসিক গঠন অন্যরূপ। যেখানে থাক, যতক্ষণ থাক, যতদিন থাকি মায়ার জাল সেখানে বোনা হইয়াছে, মাকড়সার জালের মত ক্ষীণবল হইলেও তাহা জাল—উহা ছিন্ন ভিন্ন করিতে বাধ্য হইতে হয়; তাহাতে সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্যের অভাব ঘটিবেই ঘটিবে।

দেশী-বিদেশী বন্ধুদের কৃপায়, যত্নে ও আতিথ্যে জেনেভার প্রবাসক্লেশ

বিশেষ অনুভূত হয় নাই। যে হোটেলের খাবার জ্বালায় ও ঐশ্বর্য্য পীড়ায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহা ছাড়িতেও ক্লেশবোধ হইল। যে ঘরটীতে (৯১নং) ছিলাম তাহার অসুবিধা নিবারণের জন্য ম্যানেজার কয়দিন ধরিয়া অন্য ঘর লইতে বলিতেছিলেন—কিন্তু তাহাও পছন্দ হইতেছিল না। সুবিধা-অসুবিধার মধ্যে যে ঘরে বেশী দিন কাটাইয়া সামান্য শেষ কয়দিনের জন্য তাহাও ছাড়িতে ইচ্ছা গেল না, অন্য হোটেলে উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা গেল না। ফ্রান্সের দক্ষিণে বা সুইজার-ল্যাণ্ডের অন্য কোন ভাল জায়গায় যাইতেও ইচ্ছা গেল না। সংসারের নিয়মই এই। যাহাদের ছাড়িয়া যাইতে বা ছাড়িয়া থাকিতে মায়া হয় তাহারা তো তাহা বোঝে না। বয়স-দোষে অনিচ্ছার মূলে আলস্যও হয় তো আছে। কয়দিন ক্রমাগত বৃষ্টি ও ঠাণ্ডার জন্যও কোনও পরিবর্ত্তন হইল না।

বাদলার জন্য সমস্তদিন হোটেলেই কাটিল, আজও নিমন্ত্রণের ধূম খুব। ডাক্তার ও মিসেস দাস, মিষ্টার ও মিসেস চ্যাটার্জ্জী—(অমূল্য) মিষ্টার ও মিসেস দালাল সকলেই বিদায়-ভোজের আয়োজন ও পীড়াপিড়ি করিয়াছিলেন, সকলেই ষ্টেশন পর্য্যন্ত দেখা করিতে আসিলেন। আর আসিলেন পণ্ডিত শ্যামশঙ্কর, মিষ্টার তারিণী সিংহ, ডাক্তার সুরেশ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীমান্ সুধীন্দ্র ঘোষ। বিদায়-পর্য্যায় করুণ।

জল-বৃষ্টির মধ্যেই মার্শেলস্-এর ট্রেণ রাত ৮।৩৫ মিনিটের সময় জেনেভা ছাড়িল। বেলগ্রেড ষ্টেশনে ফরাসীরাজ্য আরম্ভ। চুঙ্গী-মাসুল আদায়ের জন্য গাড়ী অনেকক্ষণ থামিল। মাল তদারক-সম্বন্ধে আমাদের উপর কোন গোলযোগ হইল না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ফ্রেঞ্চ রাজদূত যে ছাড়পত্র দিয়াছেন তাহার উপর কথা চলে না।

রাজার হালে Wagon Litz গাড়ীতে শয্যা ও শয়ন-কক্ষের

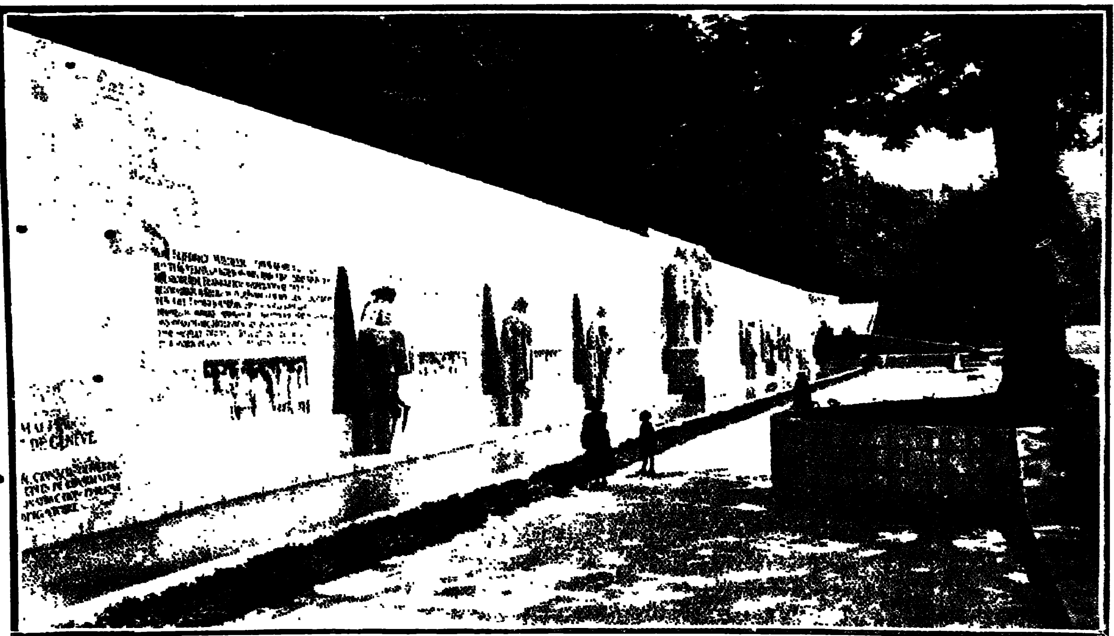
আসবাবের কোন অভাব বা অসৌন্দর্য্য নাই, ইহার জন্য দণ্ড অনেক দিতে হয়, কিন্তু শয্যাসম্ভারে যদি সুনিদ্রা আনিতে পারিত তাহা হইলে জগতের অনেক দুঃখ ঘুচিত। সমস্ত রাত্রি নানা চিন্তায় অভিভূত ছিলাম। পলকমাত্রও নিদ্রা হইল না। ভোর পাঁচটার সময় মার্শেলস্ নামিতে হইবে এই কারণেও নিদ্রার অভাব হইল।

রজনী কিন্তু বৃথা গেল না বরং সার্থকতা ও সাফল্যে পূর্ণ। প্রথমবার ১৯১২ সালে ফ্রান্সের রাস্তায় বাড়ী ফিরিবার সময় রেল গাড়ীতে যে সার্থকতায় ধন্য হইয়াছিলাম, আজও প্রভুর কৃপায় তাহা ঘটিল। অনেক কাজ বাকী—তাঁহার অপার দয়ায় হৃদয় অনুভূতি পূর্ণ; প্রভূতশক্তি সঞ্চার সম্ভব হইল।

S. S. Razmak (রাজমাক)

১০ই অক্টোবর, শুক্রবার, ১৯৩০

এত বড় ষ্টেশন মার্সেলস্—ইহাতে যাত্রী বসিবার ঘর-(Waiting Room) এর চিহ্নও নাই—যাহা আছে, তাহাতে সময় অতিবাহন ভদ্রলোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। বিশ্রামাগার ও জলযোগের ব্যবস্থা (Refreshment Room) ষ্টেশনে থাকিলে হোটেলওয়ালাদের ব্যবসায় চলে না বলিয়া বোধ হয় এইরূপ ব্যবস্থা। প্লাটফর্ম্মের উপর ঠেলা গাড়ীতে ভোরে কাফি বিক্রয় হইতেছে। বিস্তর লোক তাহা খাইতেছে, কিন্তু আমাদের প্রবৃত্তি ও ভরসায় কুলাইল না। কাজেই হোটেলের আশ্রয় অবলম্বন করিতে হইল, বড় বড় বন্দরে নানা রকম চোর-জুয়াচোর জোটে। অত ভোরে টমাস কুক প্রভৃতির দোভাষীও উপস্থিত না থাকাতে হোটেলে উঠিতে হইল। হাত-মুখ ধোওয়া, জঘন্য কাফি খাওয়া ও কিছুক্ষণ শয্যায় আশ্রয় লইয়া অনিদ্রার শেষ দুঃখ ভুলিবার চেষ্টার জন্য দণ্ড বড় কম দিতে হইল না।



জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানে "রিফর্ম্মার্স মনুমেণ্ট"

বেলা হইলে টমাস কুকের লোকের সাহায্যে মালপত্র সংগ্রহ করিয়া বেলা ১০টা নাগাদ জাহাজে উঠিলাম। মার্সেলস্ শহরে উল্লেখযোগ্য পারিপাট্য বিশেষ কিছু নাই—রাস্তা ঘাট বাড়ী সবই ফ্রান্সের ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের শহরের মত, কিন্তু বহু পুরাতন শহর বলিয়া গির্জ্জা, মনুমেণ্ট প্রভৃতির বাহুল্য যথেষ্টই আছে। বিদেশীকে অল্প সময়ের জন্য থাকিতে হয় বলিয়া হোটেলও অনেক। রাস্তায় গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা লণ্ডন বা জেনেভা কিংবা কলিকাতার মতও সুখের নয়, বরং অনেক অংশে হীন। Notre Dame, Shateud' If (ঔপন্যাসিক ডুমা প্রনীত "মণ্টিক্রিষ্টো" অভিনয় কেন্দ্র) প্রভৃতির উল্লেখ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে করিয়াছি, তাহাতে বিশেষ কিছু নাই।

কদর্য্য জল-হাওয়ার দেশ ছাড়িয়া সূর্য্যালোকে তৃপ্তিবোধ হইল—বরং গরমও ছিল। কিন্তু সমুদ্রের ধারে পৌছিতে দারুণ ঠাণ্ডা, কনকণে হাওয়া বহিতে লাগিল। জাহাজের বাহিরে দাঁড়ায় কার সাধ্য, সমস্তদিন প্রায় কেবিনেই কাটিল—রাত্রের অনিদ্রা, এই হাওয়া তার উপর আবার **গলফ অব্ লিঁয়োভে** (Gulf of Lyous) সমুদ্র-চাঞ্চল্য (Ground Swell) এর সঙ্গে সঙ্গে তুফান উঠিল। বেলা ১টার পর জাহাজ ছাড়িল, সমস্ত দিনরাত ঐ বিক্ষোভের দরুণ জাহাজের চারিদিকে উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ (Pitch and toss) হইল। আবার টেবিলে বাসন রক্ষার জন্য বেড়া (Barrier) দিতে হইল।

শনিবার, ১১ই অক্টোবর, ১৯৩০

রাত্রের দুর্য্যোগ কাটিয়া গিয়া সুন্দর প্রভাত। "অজপা" মন্ত্র আপনা হইতে মনে পড়িল, ক্রমে ক্রমে লোকজনের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ—পরিচিত-অপরিচিত অনেক লোক, জেনেভায় আমাদের সরকারী ভোজে যাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে বম্বে

প্রদেশের ভোর-রাজ্যের মহারাজা ছিলেন, তিনি সদলে জাহাজে আছেন। মান্দ্রাজ জেলের অধ্যক্ষ **Major Contractor I. M. S.** আছেন, ভারতীয় হিসাব-বিভাগের পেনসন্ প্রাপ্ত কর্ম্মচারি হেজেলটাইন **(Hezeltine)** আছেন। কলিকাতার সওদাগর **Herredge** আছেন, চক্ষুর ডাক্তার **Major Kirwan** আছেন, আর আছেন আমার এই কয় মাসের ভ্রমণ ও কর্ম্মসহচর প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক স্যর জেহাঙ্গীর কয়াজী। জাহাজটী ছোট, ব্যবস্থা-বন্দোবস্তও বড় সুবিধার নয়। শুনিলাম ভারতে ডাক এ জাহাজে যাইতেছে না। 'রাওলপিণ্ডি' নামক অন্য জাহাজে যাইতেছে, যাত্রী বেশী হওয়াতে একটা বেশী জাহাজ দিয়াছে। গত্যন্তর নাই।

রবিবার, ১২ অক্টোবর, ১৯৩০

সুন্দর প্রভাত, না গরম না বেশী ঠাণ্ডা, জাহাজের সকলে যে যার ব্যবস্থা করিয়া বসিয়াছে। নূতন বাড়ীতে নূতন ঘরকন্না পাতা হইয়াছে। নূতন বন্ধুত্ব, নূতন আত্মীয়তা, নূতন প্রীতি-অপ্রীতির সৃষ্টি হইতেছে। পুরাতন পশ্চাতে পড়িয়াছে। পূর্ব্বস্মৃতি অনেক মুছিয়া গিয়াছে ও দারুণ ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে কাহারও খেয়াল নাই, সংসারের সুখ-দুঃখ মান-অপমান, শোক, আনন্দ সব তোলা আছে কিন্তু যেন যোগবলে অতীতও ভবিষ্যৎ লুপ্ত, সুন্দর প্রভাতের মধুর বাতাস সব পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে।

ভূমধ্য-সাগর অপূর্ব্ব গৌরবের অধিকারী। টেবেনিয়ান সমুদ্রে অতীত কলহ, বর্ত্তমানে অশান্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছে—তাহার নীল বক্ষ কত আততায়ীর রক্তে রঞ্জিত, ইতিহাস তাহার অকাট্য সাক্ষ্য দিতেছে, তথাপি বর্ত্তমান-মুগ্ধ মানব অন্ধ—ইচ্ছা করিয়া অন্ধ।

সিসিলি ও ইটালির মধ্যে গল্‌ফ অব মেসিনা (Gulf of

Massina) সকালে পার হইলাম, কাজেই আগ্নেয়গিরির সৌন্দর্য্য ও নৈশ ঐশ্বর্য্য নয়নগোচর হইল না। মনে পড়িল রোমানদিগের সহিত কার্থেজ বীর হ্যানিবল-(Hannibal) এর আমরণ পণ সংগ্রাম। কোথা আজ সেই রোম, কোথায় কার্থেজ। আছে বর্ত্তমান ভূমধ্য-সাগর—পূর্ব্বে যাহা ছিল নৃশংস সাহারা তুল্য মরুভূমি। রবিবার ভগবান আরাধনার ঘণ্টা শুনিতে পাইলাম।

সোমবার, ১৩ই অক্টোবর, ১৯৩০

জাহাজ পূর্ব্বমুখে চলিয়াছে। ঘড়ির কাঁটা এখন না পিছাইয়া দিয়া আগাইয়া দেওয়া হইতেছে। বাড়ীর কাছে যত আগাইয়া যাইতেছে সময়ের তারতম্য তত কমিতেছে।

বেলা একটার সময় ক্রীট দ্বীপ বামে রাখিয়া জাহাজ চলিল। তীরের খুব নিকট দিয়াই যাইতেছে, ক্রীট দ্বীপের পাহাড়ে বরফ খুব পড়ে—ঠাণ্ডা বেশ বুঝা যায়। সর্ব্বত্র পাহাড়ে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, আমরা জেনেভা ছাড়িবার পূর্ব্ব হইতে কয়দিন ধরিয়া আলপস্ পর্ব্বতে তুষার পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, কাজেই শেষ কয়দিন সেখানে শীতের খুব প্রকোপ ছিল, মার্সেলস্‌এও তাহার জের চলিয়াছিল, এখন ঠাণ্ডা বেশ কমিয়া আসিতেছে, বরং দুপুর বেলা গরম। আমার এবারকার কেবিন পোর্ট সাইডে নয় কাজেই দুপুর বেলা বিকালের রৌদ্র ভোগ করিতে হয় বেশী।

এই জাহাজে পাটনা হাইকোর্টের চারজন জজ ছুটির শেষে ফিরিয়া যাইতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে জজ রস পূর্ব্ব-পরিচিত। আলিপুর, হুগলী প্রভৃতি স্থানে ইনি জজিয়তী করিয়া পাটনা হাইকোর্টে আসিয়াছেন। ইঁহাদের ছুটী কলিকাতা হাইকোর্টের পূর্ব্বে হয়, কাজেই পাটনা হাইকোর্ট পূর্ব্বে খোলে। কলিকাতা হাইকোর্টের জজেরা পরের জাহাজে ভারতবর্ষে ফিরিবেন। জজ বাহাদুরদের সঙ্গে পুরাতন কথা অনেক

হইল, সহযাত্রীদিগের সহিত আলাপ পরিচয় ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং নানা কথার আলোচনা চলিতেছে। বরাবরই দেখিয়াছি একটু সাবধানে থাকিয়া নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিলে লোক আপনা-আপনি আলাপ করে। ইঁহাদের সঙ্গে আলাপের মূল্য আছে। এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা ভারতবাসীর সঙ্গে মোটেই মিলিতে চান না, অথবা শিক্ষা ও ভদ্রতার অভাবে মিশিতে পারেন না, তাঁহাদের হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ। এখন ইঁহাদের মধ্যে ভারতবিদ্বেষ যেরূপ বাড়িয়াছে তাহাতে ইহাই মঙ্গল।

সকলেরই মুখে এক কথা। ভারতের অগ্রপন্থী দেশ-হিতৈষীদিগের অনুচিত ব্যবহার ইংরাজের অপ্রীতির কারণ হইয়াছে, ইহাই তাঁহারা প্রমাণ করিতে চান। কোন অনুচিত ব্যবহারের জন্য সকলে দায়ী নয়। যতদিন এ ব্যবহার প্রকট হয় নাই তখনও এই শ্রেণীর লোকের ভারতবাসীর প্রতি যথেষ্ট বিদ্বেষ ছিল, একথা তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া ভুলিয়া যান।

এবার জাহাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক ও ছেলেপুলের সংখ্যা বেশী; যাঁহাদের পরিবারগণ বিলাত গিয়াছিলেন তাঁহারা সব ফিরিতেছেন। **Rangoon Port Office** এর **Mr. Price** ও কলিকাতার এক **Cable company**র **Mr. Leake** নামে দুইজন ইংরাজ খুব ঘনিষ্ঠতা করিতে-ছেন, বম্বে প্রদেশের মহারাজা ভোর খুব আত্মীয়তা করিতেছেন। তাঁহার রাজ্য ক্ষুদ্র হইলেও তিনি অনেক লোকহিতকর কার্য্যের উদ্যোগী, সেই সকল উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার প্রয়াসে পুত্রকে লইয়া দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে লোক জন ও কর্ম্মচারী অনেক আছে।

আলস্যবশতঃ সূর্যোদয়-দর্শন বড় ঘটে না, কিন্তু অস্তশোভা দেখিয়া নিত্য মুগ্ধ হইতেছি, "নীল সিন্ধু-জল"-বক্ষে সে অপূর্ব্ব লালিমার বিকাশ ভুলিবার নয়।

বেড়ান, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি যেরূপ চলিয়াছে তিন মাস পূর্ব্বে পরিজনবর্গ বোধ হয় তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না।

মঙ্গলবার, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৩০

ক্রমশঃ গরম বাড়িতেছে, কিন্তু ঠাণ্ডাও বেশ আছে, নরম-গরম মিলিয়া জল-হাওয়া একরকম উপভোগ্য রূপ ধারণ করিতেছে। লেভাণ্ট সমুদ্র পূর্ব্ব কীর্ত্তির বহু পরিচায়ক ফিনিসিয়ান-ইহুদী ইতিহাসের সহিত নিগূঢ়ভাবে সম্বদ্ধ। বর্ত্তমান ইতিহাসেও ইহার স্থান কম নয়। প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে সকল জাতিরই ঔৎসুক্য, আশঙ্কা ও আশার অবধি নাই। লর্ড লীটনের পত্রে জেনেভাতে অবগত হইয়াছিলাম যে, তিনি আপাততঃ অল্পদিনের জন্য ও শীঘ্র অধিকদিনের জন্য প্যালেষ্টাইন যাইবেন, তাঁহার সেখানে কি কাজ ঠিক জানি না। গোলমাল যদি মিটাইতে পারেন তাহা হইলে দুঃর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গদেশে যে অকীর্ত্তি অর্জ্জন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল তাহার কিয়দংশ মোচন হইবে।

'আমরা পোর্ট সৈয়দ শীঘ্র পৌছিব' কাল এই কথা চায়ের টেবিলে উল্লেখ করাতে পেশওয়ার প্রদেশের একজন সৈনিক কর্ম্মচারী বিস্ময়ের সহিত বলিলেন "I am afraid so" (তাই তো ভয় হচ্ছে)। সে কথা আমার মনে বা মুখে আসিবে কেন? তিনি যাইতেছেন দেশ ছাড়িয়া; আমি যাইতেছি দেশে; আমি যাইতেছি উদ্‌গ্রীব হইয়া, তিনি "I am afraid so" বলিবেন ইহার আশ্চর্য্য কি?

আগামী কল্য সকালে পোর্ট সৈয়দ পৌছিবার কথা ছিল। কিন্তু জাহাজ খুব দ্রুত চলিয়াছে, যদি লণ্ডন হইতে বারংবার নিষেধ বিনা তারে না আসিত আমারা আরও শীঘ্র পৌছিতাম, পুরাতন হইলেও রামজাক জাহাজ কর্ম্মঠ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; P. & O. কোম্পানী

এই যাত্রার পরই কোন আমেরিকান কোম্পানীকে ইহা বিক্রয় করিবেন স্থির হইয়া গিয়াছে। কর্ম্মচারী মহলে হাহাকার পড়িয়াছে কারণ আজকাল মন্দার দিনে সহসা চাকুরী মেলা দায়। ষ্টুয়ার্ড (Steward) পার্শার (Purser) প্রভৃতি কর্ম্মচারী খুব যত্ন আপ্যায়ন করিতেছেন তাহাতে দুপুরবেলা সুরুয়া পোলাও ডাল প্রভৃতির আয়োজন হইতেছে। দুপুরবেলা ডেকের উপর গোমাংসের সুরুয়ার ব্যবস্থা বরাবর ছিল কাজেই মাদৃশ জন তাহাতে বঞ্চিত থাকিত। আমি জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ-গণকে এবার স্পষ্ট বলিলাম যে কেবল Bovril ব্যবস্থা অত্যন্ত অন্যায় কারণ তাহা আমরা গ্রহণ করি না, কাজেই অপর ব্যবস্থা হইয়াছে। গুছাইয়া সময় মত চেষ্টা করিলে এ সব সামান্য ক্রুটী শোধন হইয়া যায়। দিল্লী রেলওয়ে বোর্ডের একটী কর্ম্মচারী সপরিবারে যাইতেছেন। তাঁহাদের বাল গোপাল তুল্য কুড়ি মাসের একটী চমৎকার শিশু আছে, কি জানি কেন তাহার আকর্ষণ আমার উপর পড়িয়াছে। মা, বাপ ছাড়িয়া ছুটিয়া আমার কোলে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে ও থাকিতে চায়। পোপাল-মহাত্ম্য তাঁহাদিগকে কিছু বুঝাইলাম। কানপুর (Cawnpur Atherton West Company) তুলা কলের একজন মালিক ওয়েষ্ট সাহেবের সঙ্গে খ্রীষ্ট চরিত ও ক্রুশের মহাত্ম্য-সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। কুলিদের দুর্দ্দশা-মোচনে সাহেব প্রতিশ্রুত হইলেন এবং ভারতীয় তথ্য-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ ও সহানুভূতি সৃষ্টির উদ্দেশে তথ্য সংগ্রহ জন্য পুস্তকের তালিকাও করিয়া লইলেন। কলিকাতার জহুরী হ্যামিল্টন কোম্পানীর বড় সাহেব মিঃ গ্র্যাণ্ট এবং যোধপুর মহারাজার কৌন্সলের ভাইস প্রেসিডেণ্ট Col Wyndham স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভারতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলেন। সকল শ্রেণীর ইংরাজের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়াছে—চেষ্টা হইতেছে যে কিসে হাঙ্গামার মীমাংসা হয়।

খেলাধূলা, বাজী, ঘোড়-দৌড় নাচ ও তজ্জন্য চাঁদা প্রভৃতির

আয়োজন হইতেছে। গরম বেশী পড়িবার পূর্ব্বে এ সকল বিষয়ের শেষ করিবার চেষ্টা হইতেছে। তবে জাহাজ ছোট, স্থান অল্প ; কাজেই আসর জমিতেছে না।

পোর্ট সৈয়দ পৌছিতে প্রায় পাঁচটা বাজিল। অন্ধকারে বন্দরে নামিতে ইচ্ছা হইল না। বারংবার যাতায়াতের জন্য ঔৎসুক্য, উত্তেজনা সব কমিয়া আসিতেছে। নামিয়া দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। দোকান, হোটেল, আফিস, বদমাইসের আড্ডা এই সব লইয়া পোর্ট সৈয়দ। পূর্ব্বে যেরূপ বীভৎস ও জঘন্য কাণ্ড হইত এখন তাহার কম। ইংরেজ ফরাসী ও ইজিপ্সিয়ান কর্ত্তৃপক্ষগণের হস্তে সব ভার।

ডুবুরি, বাজীকর, দোকানদারের ভিড় ও হাঙ্গামা বরাবর যেমন দেখা যায় এবারও তাই ; পুরাতন যাত্রী নামিল নূতন উঠিল—পাইলট, ডাক্তার, পুলিস, চুঙ্গী আদায়ের কর্ম্মচারী, যাত্রীদের আত্মীয় প্রভৃতিতে ছোট জাহাজ রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত মুখরিত ; বন্দরের দুইদিক প্রকাণ্ড ইলেকট্রিক আলো ও ইলেকট্রিক আলোর বিজ্ঞাপনে জল স্থল ও আকাশ আলোকিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে দিনে দিনেই পোর্ট সৈয়দে যাওয়া আসা হইয়াছে কাজেই এখানে অপূর্ব্ব আলোকপাত দেখি নাই। বম্বে, এডেন, মার্সেলস্ এর এরূপ আলোকপাতের সম্ভাবনা নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার কোন কোন বন্দরে দেখিয়াছি।

এই স্থানের মধ্যে দেখিলাম আর এক অপূর্ব্ব শোভা—আমার ডাইনে ও বাঁয়ে একখানা বড় জার্ম্মান ও একখানা বড় ডচ্ জাহাজ পূর্ণ-আলোকিত অবস্থায় ভূমধ্য সাগরে প্রবেশ করিল। এই দুই বড় জাহাজ ধীর গতিতে যখন দক্ষিণে ও বামে গেল তখন পুলকিত না হইয়া থাকিবার যো ছিল না। **Like ships passing in the night** —অথচ পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত।

এই দ্বীপমালার মধ্যে দিয়া এসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপের মহাসঙ্গম ত্রিবেনী পশ্চাতে রাখিয়া সুয়েজখালে রাত্রি ১১॥ টার সময় প্রবেশ করিলাম। মন যে তিমিরে সেই তিমিরে।

বুধবার, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৩০

সমস্ত রাত ধরিয়া সুয়েজখাল পার শেষ হইল না। প্রাতঃকালে দুই ধারে বিস্তীর্ণ মরুভূমির সহিত পুনঃ পরিচয় করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। মাঝে মাঝে বড় বড় হ্রদ—Bitter Lake—মাঝে অন্য জাহাজের স্থান করিবার জন্য খাল চওড়া করা হইয়াছে। Dredger সর্ব্বদা খাল দোরস্ত রাখিবার জন্য মাটী কাটিতেছে। মরুভূমির মাঝেও গাছপালা আছে, আরব ও ইজিপসীয়ান (মিশর দেশীয়) বালক বালিকারা জাহাজ দেখিয়া চিৎকার করিতেছে, আনন্দে নাচিতেছে। নিত্য যাহা দেখিতেছে, তাহা দেখিয়াও এই আনন্দ। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তীরের মাছির দল আসিয়া পরিচয় করিতেছে। বহু কাল মশা, মাছি, ছারপোকার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়াছি, পুনঃ পরিচয় আরম্ভ হইল। কাণ্টারা, পোর্ট টিউফিক (Port Tewfik) প্রভৃতি পার হইয়া সুয়েজ পৌছিতে প্রায় সাড়ে বারটা বেলা বাজিল। দেখিতে দেখিতে খোলা সমুদ্রে আবার পড়িলাম, লোহিত সমুদ্র লোহিত মূর্ত্তি ধারণ করিতে বিলম্ব করিল না। দূরে উত্তর পশ্চিমে পড়িয়া রহিল, সুয়েজ শহর—তাহার পশ্চিমে Murray Hill.

বৃহস্পতিবার, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৩০

গরম গরম করিয়া মেয়ে পুরুষে ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু তাহাতে আমোদ-আহ্লাদ, খেলা-ধূলার ত্রুটী কিছুই নাই, আমরাই কেবল অসাড় হইয়া ডেক-চেয়ারে পড়িয়া আছি। আর পরের পর Morning Tea,

Breakfast, Decksoup, Lunch, Afternoon Tea, Evening appetiser, Dinner and supper তুচ্ছ এই কয়টা খাবার ঠিক ঘণ্টা মত পাইয়া খাইতেছি, ইহার বিপর্য্যয় ব্যত্যয় কিছুমাত্র নাই। অনিদ্রা বন্ধ করিবার জন্য কোন কোন রাত্রে ২টার সময় রুটী ও বাদাম ভাজা চলিয়াছে, ইহার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নয়। মাত্রায় কম হইলেও বারে কম নয়। রুটী, বিস্কুট, কেক, স্কন্‌স্ Oat meal cake, শাক-সব্জী, নানারকম ফল, মাখম পনির, পুংডি, আইসক্রীম, স্যাণ্ডউইচ সব পর্য্যায় মত আসিতেছে। এ তালিকা নূতন করিয়া দিতে চাই এইজন্য যে, দেখাইতে চাই গো-মাংস ও শূকর মাংস না খাইলেও জাহাজে বা বিদেশে অনাহারে মরিতে হয় না।

শিয়াসকোট Cavalry officer, Southern Maharatta Ryর Assistant Transport officer, লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের নূতন অধ্যাপক মিঃ ব্রুস, (Mr. Bruce) প্রভৃতি সহযাত্রী অযাচিত-ভাবে অগ্রসর হইয়া আলাপ করিলেন। ভারতের এখন বড় দুর্ভাগ্য, তাই আমাদিগকে ইচ্ছা করিয়া পিছাইয়া থাকিতে হয়। যখন কোন মহাত্মা আগুয়ান হইয়া আলাপ পরিচয় করেন, তখন আহ্লাদের কথা-বার্ত্তা হয় অনেকে আমাদিগকে সন্দেহের চক্ষে কেহ কেহ বা ভয়ের চক্ষে দেখেন অতএব অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেনা। কলিকাতার চক্ষু-চিকিৎসক কর্ণেল কারওয়ান (Col. Kirwan) এর সঙ্গে আলাপের ইচ্ছা ছিল, হঠাৎ তিনি নিজেই আসিয়া জুটিলেন।

কাল রাত্রে সাদা-মাটা নাচ হইয়া গিয়াছে। আজ Fancy Dress Ball—সাজ-গোজ ধূম-ধাম খুব হইল, পাছে ইঁহারা মনে করেন যে বাবুরা নিজেদের মেয়েদের বাহিরে আনেন না, অথচ আমাদের মেয়েদের অনাবৃত সৌন্দর্য্য দেখিবার ইচ্ছা করেন সেই জন্য নাচের দিকে আগাইলাম না। এখানেও "পশ্চাৎপদী" ভাল।

সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি আলোচনার বিষয় :—"উঃ কি গরম" বাস্তবিক সকলে মিলিয়া দেখা হওয়া মাত্র এ সংবাদ নূতন সংবাদ দিবার মত ঔৎসুক্যের সহিত না দিলেও জানিতে বাকী থাকে না যে কয়দিন বিষম গরম চলিয়াছে। লোহিত সমুদ্রে গরম চলিবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু অন্যান্য বারের ন্যায় এবার বিশেষ কষ্টকর গরম এ-কথা বলা চলে না। দুপুরের পর হইতে এবার আমার কেবিনের দিকে পশ্চিমে রৌদ্র পাওয়া যায় তাহার জন্য গরম বেশী বোধ হইতেছে।

রাত দুইটার পর হইতে অনেকক্ষণ ডেকে কাটাইতে হইয়াছে, মেয়েরাও যে যার বালিস চাদর বগলে লইয়া ডেকে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন, লোহিত সমুদ্রে প্রতিবারই এরূপ হয়। জল নীল দেখিতেছি, লোহিত কখনও দেখি নাই। কেহ কেহ কখনও কখনও লোহিত জল দেখেন, কিন্তু গগনে যে লোহিত তেজ দেখিতেছি তাহাই যথেষ্ট। দুই দিকে, নিকটে না হয় দূরে মরুভূমি; উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়া যে হাওয়া আসে তাহাও বিষম উত্তপ্ত।

আলস্যবশতঃ সূর্য্যোদয় দর্শন ঘটে না। আজ ছয়টা বাজিবার পূর্ব্বে ডেকে আসিয়া অপূর্ব্ব সূর্য্যোদয়-শোভা দর্শন করিয়া "অজপার" পূর্ণ উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। অরুণ ও সূর্য্য প্রতিনিয়ত এই মোহন সাজে সাজিয়া জগতের প্রতি অংশকে উদ্বুদ্ধ ও আনন্দিত করিতেছেন। আমি যেখানে আছি আমারই জন্য সেখানে উদয় ও অস্তের এই অপূর্ব্ব নানা অভিনয় হইতেছে, তাহা নয়। লীলাময় প্রতি-নিয়ত পৃথিবীর প্রত্যেক অংশে আবর্ত্তন বলে এ শোভাসম্পৎ ছড়াইতেছেন।

কয়াজী সাহেবের, জাহাজের রাঁধুনী ঠাকুরের সহিত প্রত্যহ দেখা শুনা করার ফলে ডাল, পোলাও, চাপাটী, কোর্ম্মা প্রভৃতির নিত্য

অবতারণা হইতেছে। নিত্য নূতন নূতন লোক যাচিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, ভারতবর্ষের ভাগ্য-বিচার, ভারতবাসীর বিচার সকলেই অল্পবিস্তর করিতেছেন। সামান্য যে-কিছু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ভারতের দুর্দ্দৈব নিত্য বাড়িতেছে মনে হয়।

আমি এ সকল নাচ-তামাসা হইতে দূরে থাকিয়া নিজের কেবিনের দিকেই ঘেঁসিয়া বসিয়াছিলাম, সাজগোজ করা অনেক মেম সাহেব আসিয়া আলাপ আপ্যায়ন করিলেন—তাঁহাদের সাজগোজ কেমন হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ পাঠান, কেহ বেদয়ুইন, আরব সর্দ্দার, কেহ ভাঁড়, কেহ আরও কত কিছু সাজিয়া গরমে গলদ ঘর্ম্ম হইয়াও নাচ তামাসায় রাত ১২টা পর্য্যন্ত কাটাইলেন। জাতির শক্তি ইহাতেই বাড়িয়া যাইতেছে।

মেমেদের "স্কার্ট" ও ঘাঘরা ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া আবার দৈর্ঘ্যে বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে শীলতা ও সুনীতিপ্রিয়তা ফিরিয়া আসিলেই রক্ষা, সকল বিষয়েই স্ত্রী ও পুরুষের তুল্য অধিকার দাবীর পর যে সব ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিতেছে তাহাতে চমকিয়া উঠিতে হয়। বিলাতের বিখ্যাত পাদরী Dean Inge ও Cannon Streaten তাঁহাদের পুস্তকে এ সম্বন্ধে যে ভীতিপূর্ণ বিবৃতি করিয়াছেন তাহা যেন বিশ্বাসই হয় না।

শনিবার, ১৮ই অক্টোবর, ১৯৩০

বেলা ১॥০ সময় মধ্যাহ্ন ভোজনকালে পেরিন (Perin) দ্বীপ বামে রাখিয়া এডেনের দিকে জাহাজ অগ্রসর হইতে লাগিল, লোহিত সমুদ্রের লোহিত মূর্ত্তি ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। দুইদিন হইতে যে ভীষণ গরম এবং হাওয়ার অভাব সকলেই অনুভব করিতেছিল তাহা কমিয়া আসিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে এডেন পৌছিবার কথা ছিল তাহা হইল না, সন্ধ্যার পর জাহাজ এডেন পৌছিল। শোভাশূন্য নগ্নগাত্র এডেনের পাহাড়ও

আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া নিতান্ত মন্দ দেখাইতেছিল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভাবেও মানবের চেষ্টায় ও যত্নে মনোহারিত্ব লাভ করা একেবারে দুর্লভ নহে। জগতে মনোহারিত্বের স্থান ও প্রয়োজন যথেষ্ট আছে।

এ বন্দর ও পোর্টসৈয়দ রাত্রের আলোকে কখনও দেখি নাই— মন্দ লাগিল না। বন্দরে নামিবার ইচ্ছা ছিল না। তবে সহযাত্রী পারসীগণের অনুরোধে এডেনওয়ালা স্যর হরমসজী দিনসার (Sir Harmosji Dinshow) Aden Wallaর পক্ষের সনির্ব্বন্ধ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। তাঁহারাই ষ্টীমলাঞ্চে করিয়া লইয়া গেলেন, পাঁচ মাইল দূরে crater অর্থাৎ আগ্নেয়গিরির গর্ভস্থানে তাঁহাদের অগ্নি পূজার মন্দিরে (Fire Temple) লইয়া গেলেন—পার্শী প্রথামত ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। আজ স্যর হরমসজীর পিতৃশ্রাদ্ধ বাসর—অনেক লোকের আহ্বান হইয়াছিল। ইঁহাদের এডেনের কারবার ১৮৬৪ সাল হইতে চলিয়াছে—সম্ভ্রান্ত যাত্রীদিগকে স্বল্প সময়ের জন্যও নামাইয়া লইয়া তাঁহারা এইরূপে আদর আপ্যায়ন করেন। ১৯১২ সালে এইরূপে আতিথ্যলাভ করিয়াছিলাম মনে আছে। তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষগণের মুখ মাঝে মাঝে মনে হয়। পুরাতন লোক কাহাকেও দেখিলাম না। রাত্রি অন্ধকার বলিয়া Moses Tank নামে বিখ্যাত জলাধার দেখিতে যাইবার সুবিধা হইল না। গতবারে তাহা দেখিয়াছি ও বর্ণনা করিয়াছি। সমুদ্রের লোণা জল হইতে সুপেয় পানীয় জল তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করা দিনশা কোম্পানীর প্রধান কারবার ছিল। জলের দাম অনেক দিতে হয় বলিয়া অনেকে আটশত নয়শত ফিট পর্য্যন্ত নামাইয়া পাতকুয়া করিয়াছে—কিন্তু জল তত সুপেয় নহে। লোহিত সমুদ্রে নূতন নূতন ছোট বন্দর অনেক হইয়াছে বলিয়া এখানকার কারবার কম হইয়াছে। এডেন সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের

কর্ত্তৃত্বের অধীন হইতে উপনিবেশ আপিস (Colonial office) এর অধীনে যাইবার চেষ্টা চলিতেছে। ভারতবাসীরও স্থানীয় লোকের তাহাতে বিশেষ অসুবিধা; দক্ষিণ আফ্রিকায় যাহা হইতেছে এখানেও তাহাই ক্রমশঃ হইবে। ভারতবাসীর ভাগ্য উপনিবেশ মাত্রেই ক্রমশঃ অপ্রসন্ন হইতেছে এবং হইবে। ছোট জায়গা বলিয়া এই শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তন ব্যাপারটা নিতান্ত ছোট নয়।

পার্শী মহাজনেরা এ সকল জায়গায় একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইতেন। এখন তাঁহাদের প্রতিপত্তি কমিয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব যথেষ্ট বাড়িয়াছে।

কর্ম্মপ্রাণ পার্শী সম্প্রদায় যে অগ্রপন্থীগণের সহিত পূর্ণপ্রাণে যোগ দিবেন পূর্ব্বে তাহা কেহ মনে করিত না। কিন্তু এখন তাহা ঘটিয়াছে।

এ জাহাজেও কয়লা পোড়ে না। তেলের আগুনে জাহাজ চলে। P & O কোম্পানী এ জাহাজ বিক্রয় করিয়াছেন। বম্বে হইতে নিউ-জিল্যাণ্ডে চলিয়া যাইবে। সেইজন্য অনেক তেল লইতে হইল। কাজেই ১১টার সময় না ছাড়িয়া জাহাজ ছাড়িতে ভোর হইয়া গেল।

একে তো গরম তার উপর আবার কখন জাহাজ ছাড়ে এই অনিশ্চিততায় রাত্রে নিদ্রার যথেষ্ট ব্যাঘাত হইল। ঘরে ফিরিবার মুখে চিন্তা-স্রোতের ব্যাঘাত না হইয়া বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইল। এই মহাসমুদ্র অনন্তকাল অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে—কে জানে তাহার চিন্তা-স্রোত কি। ক্ষুদ্র নগণ্য অকর্ম্মণ্য মানব এই বিস্তীর্ণ জলরাশি দেখিয়াও চিন্তাক্ষেভে এত অধীর হয় কেন? নিজ অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপদে তাহার চিন্তার সহায় হয়।

রবিবার, ১৯ অক্টোবর, ১৯৩০

বম্বে এটর্ণী-সভার সম্পাদক মিঃ নারায়ণ পাণ্ডিয়া বম্বেতে দুইদিন থাকিয়া এটর্ণী-সম্প্রদায়ের কনফারেন্সের যে সব কাজ বাকী আছে

তাহার আংশিক আলোচনার জন্য লিখিয়া-ছন। সহসা বম্বে পুনরায় আসা সম্ভব হইবে না বলিয়া ইহাতে স্বীকার করিয়াছি। বম্বে হইতে ছাড়িবার সময় তাঁহারা এ কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু বম্বেতে গোলমাল যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে এ সকল কাজ-কর্ম্ম ধীরে সুস্থে করিবার সময় ও সম্ভাবনা কোথায়—দেশের সাধারণ বিপদে সকলেই ব্যস্ত, এ সকল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিষয়ে সংযতভাবে মন দেওয়া সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ।

এডেন হইতে পূর্ব্বমুখ হইয়া জাহাজ দ্রুত চলিতে পারিতেছে না—জোর হাওয়া বাধা দিতেছে। গরম ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে, জাহাজ যত পুরাতন শুনিয়াছিলাম তত নয়। ইলেকট্রিক পাখা নাই; তাহার পরিবর্ত্তে আছে বড় বড় নলে করিয়া ঘরে ঘরে জমাট ঠাণ্ডা হাওয়া বিতরনের ব্যবস্থা, যে দিকে ইচ্ছা নল ঘোরান যায়, কিন্তু ঘর ঠাণ্ডা হয় না। এক জায়গাতেই হাওয়া লাগে।

সোমবার, ২০ অক্টোবর, ১৯৩০

আজ ভূত চতুর্দ্দশী—আগামী কাল অমাবস্যা, কালী পূজার দিন বম্বে পৌঁছিব। বৃহস্পতিবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। বম্বে হইতে যাত্রার দ্বিতীয় দিবসে হইয়াছিল জন্মাষ্টমী, পথে পথেই সব পাল পার্ব্বণ কাটিতেছে। ভবঘুরের দশাই এই। এ বয়সেও একথা আমার প্রতি বিশেষ প্রযোজ্য। তিনবার বিলাত, একবার দক্ষিণ আফ্রিকা, একবার বর্ম্মা, একবার সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, তারপর কতবার বম্বে, লাহোর, সিমলা, দিল্লী, গৌহাটী, চট্টগ্রাম, পুরি, মাদ্রাজ প্রভৃতি ঘুরিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। কত হাজার হাজার মাইল জলে স্থলে ঘুরিলাম,—পাইলাম কি তা জানি না। যিনি ঘুরাইতেছেন তিনিই জানেন। আমি পাই নাই কিছু, খুঁজি নাই কিছু। যখন যে কাজে ভাগ্যবিধাতা ফেলিয়াছেন বিনা দ্বিরুক্তিতে

তাহা করিয়া গিয়াছি। হৃদিস্থিত হৃষীকেশ তাঁহার কাজ জানেন বোঝেন করেন, এবং করান আমার এই নেশার মধ্যে দিয়াই তাঁহার কাজ।

আর কিছু করিতে পারি বা না পারিয়া থাকি, দেশের কোন কাজ হউক না হউক যেখানে ব্যথা পৌঁছায় ও খুব লাগে সেখানে যথেষ্ট ব্যথা দিয়াছি—এটা ধ্রুব স্থির। সকল আপদ-বিপদ কাটিয়া যাইতেছে, সে কেবল সেই ব্যথার মাঝে তন্ময় তপস্যার ফলে। সকল রকমে সকল বিষয়ে সুদরিদ্র হইয়াও আমি ধন্য। সে কেবল উপরোক্ত ব্যথীর অক্লিষ্ট অক্লান্ত তন্ময় তপস্যার ফলে ও বলে।

অশ্রান্ত অক্লান্ত গতিতে আবহমান কালের সাগর চলিয়াছে—মানবকে সে তাহার মহান্ কর্ত্তব্য শিখাইতেছে নিশিদিন যুগ যুগান্ত ধরিয়া। ক্যাবিনে শুইয়া এবং ডেকের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া নরনারীর স্রোতের মাঝে ক্ষুদ্র তৃণের মত ভাসিয়া যাইবার অনুভূতি পাইয়া আমি একটা আশ্বাস ও অভয়বাণী পাই। এবার সাত হাজার মাইলের বেশী বোধ হয় জলভ্রমণ হয় নাই। প্রতি উত্তাল তরঙ্গের তালে তালে যেন মনে হয় আমি স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্য দিয়া জীবনের আদি হইতে এই তরঙ্গেরই মত উঠিতেছি পড়িতেছি ছুটিতেছি। কোথায় অন্ত কে জানে?

স্যর জাহাঙ্গীর কয়াজী রান্নাবান্না ও Special Dishএর তদ্বির খুব করিতেছেন—পোলাও, কালিয়া, খিচুরী, পায়স (চোদ্দ শাক না জুটুক) অনেক রকম সবজী ভুতচতুর্দ্দশীর মহিমা রক্ষা করিয়াছে। সাহেব বা মেমদের কাছে ভূত-চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জন্মাষ্টমী প্রভৃতির তথ্য আলোচনা করিতেছি। বুঝাইলে অনেকে বোঝেন, কেহ কেহ চমকিত ও মোহিত হন। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইংরেজ স্ত্রী ও পুরুষের ভারতে যথেষ্ট প্রয়োজন। সখ্যতা ও শান্তিসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইলে পরস্পরের বোঝাপড়া নিতান্ত আবশ্যক।

বিনাতারে যে সকল সংবাদ জাহাজে পৌঁছিতেছে তাহাতে

বোঝা-পড়ার চিহ্ন তো কিছুই নাই! বম্বের অবস্থা শোচনীয়, সর্ব্বত্রই তাই।

মঙ্গলবার ২১ অক্টোবর, ১৯৩০ অমাবস্যা

জাহাজের জোর বাড়িতেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪২৮ মাইল দৌড় করিয়াছে। জাহাজের দৌড়ের পরিমাণ উপলক্ষ্য করিয়া অনেক জুয়া-বাজী-খেলা হইতেছে। দেওয়ালী পর্ব্বের মাহাত্ম্য এইরূপেই রক্ষিত হইতেছে। কালরাত্রে "গুপ্তধন অন্বেষণের" খেলার দৌড় ধাপে রাত বারটা পর্য্যন্ত কাটিয়াছে। জাতটা আমোদ-আহ্লাদে বিশেষ পারদর্শী, আজ খেলাধূলা শেষ হইয়া বিজয়ী দলকে পুরস্কার বিতরণ করা হইবে, সুন্দরী যুবতীরা প্রোগ্রাম বেচিয়া বেড়াইতেছেন। আসিয়া হাসিয়া দাঁড়াইলেই তাহা লইতে হয়। যেমন এসব ব্যাপার চলিয়াছে তেমনি চলিয়াছে স্যার জর্জ্জ অ্যাণ্ডার্সন, মিঃ জষ্টিস ম্যাকফারসন, কর্ণেল উইণ্ডহাম, প্রোফেসর ক্রস, কর্ণেল কণ্ট্রাক্টর, কর্ণেল কারওয়ানের সহিত নানা বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা। কলিকাতার সওদাগর স্মিথ সাহেবের স্ত্রী সেণ্ট এণ্ড্রুজ বিদ্যায়তনে আমার সহ-গ্রাজুয়েট, তাঁহার সঙ্গে ও অন্যান্য মহিলাগণের সহিত আলাপ আপ্যায়ন চলিয়াছে।

বুধবার ২২ অক্টোবর, ১৯৩০

জাহাজ খুব চলিয়াছে দিনে ৪০৮।৪০৯ মাইল চলিয়াছে। কাল বেলা ৯॥০ টার সময় জাহাজ বম্বে বন্দরে লাগিবার কথা, দেশে যাইতেছি, বাড়ী যাইব ; তবু মন এত নিরুৎসাহ কেন ; এত ভার কেন ? দেশের দিন দিন যে সংবাদ আসিতেছে তাহাতে মন ভার ও নিরুৎসাহ হইবে বিচিত্র কি ? ভগবান যে জ্ঞান, শক্তি, বুদ্ধি ও ইচ্ছা দিয়াছেন তৎসাহায্যে দেশ-মাতৃকার সেবার চেষ্টায় সাধ্যমত কোন ত্রুটী এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্তু কোথায়ও যেন কিছু থাপ খাওয়াইতে পারিতেছি না। চারিদিকের

সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া নিরাশার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, ঝাঁসীর কাছে বিস্ফোরক গাণকটন (Guncotton) দিয়া আততায়ীর দল রেলপথ দুই চারদিন পূর্ব্বে উড়াইয়া দিয়াছে, কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়েতে এইরূপ ব্যাপার হইয়াছে। খুনখারাপী দাঙ্গা লুট ঘর-জ্বালান জেলযাত্রা নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

উভয় পক্ষেই পাগলের মত ব্যবহার করিতেছে, কর্ত্তৃপক্ষ কি করা উচিৎ তাহার সু-পরামর্শ চাহিলেই বা কি পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত ও কি পরামর্শ গ্রাহ্য হইবে তাহাও তো বুঝা যায় না।

এই তো সব দেশের দশের কথা, পারিবারিক ক্ষেত্রেও চিন্তার যথেষ্ট কারণ—যত ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী হইতেছি তত চিন্তাভারে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি। এত শীঘ্র বম্বে পৌছান বিষয়ে যদি ভোট দিতে হয় তবে কোন পক্ষে ভোট দিব স্থির করা দুঃসাধ্য। জাহাজ চলিতেছে ভাল—হাওয়া ভাল, গরম কাটিয়া গিয়াছে—খাওয়া-দাওয়ার তদ্বির রীতিমত চলিয়াছে—কর্ম্মচারীরা সকলেই আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। P. & O. Companyর অধীনে রাজমাক জাহাজের এই শেষ যাত্রা বলিয়াই বুঝি তাহারা সকল যাত্রীর সুখ-আনন্দ-সুবিধার জন্য বদ্ধপরিকর।

সহযাত্রীগুলিও ভাল জুটিয়াছেন, নূতন কত লোকের সঙ্গে আপ্যায়ন হইল তাহার ইয়ত্তা নাই, কাহারও কাহারও সঙ্গে এ বয়সেও এই চিন্তাভারগ্রস্ত মনেও বন্ধুত্বের সূত্রপাত হইয়া গেল।

নানান্ লোকের সঙ্গে নানা ছাঁদে নানা ভঙ্গিতে কথা, সর্ব্বত্রই ভাবরাজ্যের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা, এস্থানে স্বতঃসিদ্ধ, বহু স্থলেই সে চেষ্টা কৃতিত্ব মণ্ডিত। জজ সম্প্রদায় আছেন, শিক্ষক সম্প্রদায় আছেন, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, সরকারীকর্ম্মচারী, কণ্ট্রাক্টর, সওদাগর মহাজন সব

আছেন। দলে দলের সহিত স্বতন্ত্র কথা অনেক কহিতেছি; বুঝি বা দেশহিতার্থে কিছু শিখাইতেছি।

এ দিক হইতে দেখিলে **রাজমাক** জাহাজে যাত্রা নিতান্ত নিস্ফল হইল না।

Last night of the voyage বলিয়া বিশেষ খ্যাতনামা ইংরেজ শিল্পীর চিত্রপট বহুদিন পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। আজ সেই **Last night**—সকলেই বিদায় গ্রহণে তৎপর। জিনিস প্যাক ও চিঠি লেখার হাঙ্গামাও খুব চলিয়াছে। কর্ম্মচারীদিগকে **বকসীস** (tip) কি হারে দেওয়া হইবে তাহার পরামর্শ ও ব্যবস্থা চলিয়াছে, খেলা-ধূলা, আমোদ-আহ্লাদ, ব্যাণ্ড; নাচ ইত্যাদি চলিতেছে। আজ রাত্রি আহারের পর **Spanish band**এর আয়োজন। ইংরেজ কাজও জানে আমোদও জানে ও করে।

ভোর (**Bhore**) রাজ্যের অধিপতি ও তাঁহার পুত্র যুবরাজ বিশেষ ভদ্রতা ও সৌজন্য দেখাইতেছেন ও আদর-আপ্যায়ন করিতেছেন। নিজ রাজ্যে যাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ আমন্ত্রণ জানাইলেন।

বহু কার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে। শ্রীভগবানের নাম লইয়া প্রার্থনা করি বুদ্ধি ইচ্ছা ও শক্তি নিজ ত্রুটীর সম্যক প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দেশমাতৃকার মহাসেবায় যেন জীবন সন্ধ্যা কাটাইতে পারি উচ্ছ্বাসে এই কথা লিখিলাম।

বৃহস্পতিবার ২৩শে অক্টোবর, ১৯৩০।

আজ সমুদ্র যাত্রার শেষ দিন—যেমন হয় তাহাই হইল। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, আশায়—উৎকণ্ঠায়, আশঙ্কায় রাত্রি প্রভাত হইল, ভারতের সূর্য্য আবার ভারত গগনে উদিত দেখিলাম। 'জয় জগদীশ হরে'—নিরাপদে মায়ের চরণ তলে আবার ফিরাইয়া আনিলে প্রভু! প্রিয়জনের

আশঙ্কা শঙ্কা, দূর করিলে, তুমি জান আমার কি গন্তব্য পথ, কোথায় গিয়া উঠিব; চক্ষু দৃষ্টিহীন, তুমি না আলো দিবে, শক্তি দিলে কে দিবে?

বম্বের কুলের দৃশ্য ভোরের আলোতেই চ'খে পড়িল। তখন তালীবনরাজি নীলার শোভা কমে নাই বরং বাড়িয়াছে। সৌধ-হর্ম্ম্য-শোভাও অতুলনীয় কিন্তু কি একটা দারুণ অভাবেও বিরাট শূন্যতায় বুক ভরিয়া ও ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

জাহাজ থামিবার ও যাত্রী নামিবার মামুলী গোলযোগে বহুক্ষণ কাটিল, বিদায়ের পালা দীর্ঘ হইল, বহুলোকের সহিত নূতন পরিচয় হইয়াছে; বহু পুরাতন পরিচয় ঘনীভূত হইয়াছে, চৌদ্দদিন এক জায়গায় বাসে সাদা-কালার ভেদ অনেক কমিয়া যায়। সুয়েজের পূর্ব্বে পৌছিলে না কি সে প্রভেদ আবার জাগিয়া উঠে, আমার ভাগ্যে তাহা হয় নাই। জাহাজ হইতে নামিবার সময় ও নূতন পরিচয়ের সূত্রপাত অনেক হইল। জাহাজ সময়ের পূর্ব্বেই পৌছিল—কাজেই বন্ধুবান্ধব যাঁহাদের বন্দরে যাইবার কথা তাঁহাদের পৌছিতে বিলম্ব হইল। চুঙ্গী মাস্থল কর্ত্তাদের হাত হইতে মাল খালাস করিতে দৌড়াদৌড়ি করিতে হইল, গলদঘর্ম্ম হইতে হইল। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিবার সময়ও এইরূপ হইয়াছিল আর একথা মনে হইয়াছিল যে বিদেশে আদর আপ্যায়ন ও সুবিধার অন্ত নাই আর দেশে ফিরিতে না ফিরিতে তুমি 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'। এ বিষয়ের জন্য দেশীয় কর্ম্মচারিগণ বিশেষভাবে দায়ী।

Bombay Incorporated Law Societyর **President Mr. Payne** স্বয়ং অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন এবং আসিয়াছিলেন চির-সহিষ্ণু লোকপ্রিয় কর্ম্মঠ নীরব কর্ম্মী সেক্রেটারী নারায়ণ পাণ্ডিয়া মহাশয়। তাজমহল হোটেল এবং পাণ্ডিয়া মহাশয়ের বাটী এই জায়গাতে বাসস্থান

নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু পাণ্ডিয়া মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া বাড়ীর মত থাকিয়া সুস্থ হওয়াই শ্রেয়ঃ বোধ হইল। অপব্যবহারে বহুকালের পর ডাব খাইয়া ধুতি পরিয়া মাদুরের উপর বসিয়া পান খাইয়া বাঁচিলাম।

এগার সপ্তাহ সাহেবানার পর তাজমহল হোটেলে বাস চলিল না।

দশবার জলযাত্রা শেষ হইল, যাঁহার কৃপায় সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি তাঁহার অভয় চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত।

ইজিপ্ট ও আরেবিয়া (Egypt and Arabia) নামক যে দুই জাহাজে প্রথমবার যাওয়া আসা হইয়াছিল, তাহা যুদ্ধের সময় ডুবিয়াছে। একবার ব্রিণ্ডিসি (Brindisi) হইতে আইসিস (Isis) নামক জাহাজে পোর্ট সৈয়দ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম তাহা বিক্রয় হওয়ায় হস্তান্তর হইয়া গিয়াছে। এবার যে জাহাজে আসিলাম রাজমাক (Razmak) তাহাও বিক্রয় হইয়া Newzeland চলিয়া গেল। আমায় দয়া করে যাহারা আশ্রয় দেয় তাহাদের অনেকেরই এই দশা।

যাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ আগ্রহে বম্বেতে দুই দিন থাকা স্থির করিয়াছি—যাঁহাদের পত্র পাইয়া এখানে রহিয়া গেলাম, তাঁহাদের কেহ কেহ বিষম বিপন্ন। স্বাধীনচেতা—নির্ভীক প্রিয়ভাষী খারে (Khare) পূর্ব্ব হইতেই জেলে পচিতেছেন; নগীন্দ্র মাষ্টার (Nagindra Master) বিলাত যাইবার সময় মেয়েকে সঙ্গে লইয়া গিয়া বন্দরে মালা পরাইয়াছিলেন—অন্তরের শুভ ইচ্ছার সহিত বিদায় দিয়াছিলেন, তিনিও এখন জেলে। বম্বে সহর এখন রাজনৈতিক ঘটনা পরম্পরায় থরহরি কম্পিত। এডেনে আমি পাণ্ডিয়ার যে পত্র পাই তাহার পর নগীন্দ্র মাষ্টার কারারুদ্ধ হইয়াছেন,—কার কখন নির্য্যাতন ও কারারোধ হয় কে বলিতে পারে?

স্বয়ং সম্রাট্ Round Table Conference, House of Lords Royal Galleryতে, রাজকীয় বক্তৃতার সহিত খুলিবেন। এরূপ

সভার আয়োজন; যথার্থ কাজ কতদূর হইবে কে জানে। জনসাধারণ মর্ম্মপীড়িত—উভয় পক্ষেই বুদ্ধির ত্রুটী যথেষ্ট হইতেছে।

বম্বেতে দেওয়ালীর ধুমধাম কিছু মাত্র হয় না। কোন প্রাণে ধুমধাম হইবে।

শুক্রবার ২৪শে অক্টোবর, ১৯৩০।

পুরাদস্তুর দেশীভাবে বেশে ও ধরণে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাইয়া বিশেষ আরাম হইল। Incorporated Law Society সম্পাদক নারায়ণ পাণ্ডিয়া পুরা দেশী ভাবের গুজরাটী ব্রাহ্মণ—নিষ্ঠা ও শুদ্ধাচারের পারাকাষ্ঠা দেখান। নাগর ব্রাহ্মণদিগের আহারাদি সম্বন্ধে যেরূপ কঠোরতা তাহা পূর্ব্ব হইতে জানা আছে। ইংরেজী হোটেলে কিংবা ইংরাজ পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করিলে এরূপ স্বাধীন দেশী ভাবের আরাম পাইতাম না।

যে সকল কাজের মধ্যে বম্বেতে আটক পড়িলাম, তাহার সম্বন্ধে মিটিং কাল বম্বে হাইকোর্টে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, আজ ভিন্ন ভিন্ন দলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া গোলযোগ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। যেখানে যাও—যে বিষয়ে হউক—শুধু তর্ক বাদানুবাদ নয়, আসল ঝগড়া পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে, কাজেই কাজের চেয়ে অকাজই বেশী। ২।৩ দিনে এই সব হাঙ্গামা মিটাইয়া কাল শনিবার রাত্রের বম্বে মেলে কলিকাতা যাওয়া স্থির হইয়াছে। যাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইবার কথা ছিল তাঁহারা কেহ কেহ Round Table Conference-এ গিয়াছেন, কেহ কেহ পুণা কিংবা অন্য কোন ঠাণ্ডা জায়গায় গিয়াছেন, কেহ বা অন্য কাজকর্ম্মে গিয়াছেন, সকলের সঙ্গে দেখা হইল না, গরমের ছুটীতে হাইকোর্ট এখন বন্ধ, যাঁহারা আছেন তাঁহাদের লইয়াই কাজকর্ম্ম যতদূর সম্ভব সারিয়া লইতে হইল।

"বানর-সেনা" বলিয়া ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া একদল হইয়াছে। "মার্জ্জার-সেনা" নামে ছোট ছোট মেয়েদের দল হইয়াছে, "স্বদেশ-সেবিকা" সঙ্ঘ বলিয়া মেয়েদের দল হইয়াছে; এ ছাড়া পিকেটদল, ভলানটীয়ার দল প্রভৃতি আছেই। নিত্য পুলিশের সঙ্গে মারামারি, নিত্য হরতাল, জেলে যাওয়া ইত্যাদি লইয়া মানুষ যেমন অত্যাচার-জর্জ্জরিত, তেমনই ভয় শূন্য হইতেছে। যাঁহারা Round Table Conferenceএ গিয়াছেন কিংবা যাইতেছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও অপমান ব্যবস্থা হইতেছে, নগরের বাণিজ্য ও শ্রী সব অন্তর্হিত, গরম ও তেমনই পড়িয়াছে।

আড়াই বৎসর পূর্ব্বে যখন আসিয়াছিলাম; তখন প্রসিদ্ধ ভাস্কর ওয়াগ (Wagh) "এক প্রস্তর মূর্ত্তি" আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তাহা শেষ হয় নাই। তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে হইয়াছিল বলিয়া কাজ কর্ম্ম বন্ধ ছিল, এবার দুই তিনদিন ধরিয়া সব কাজ তিনি শেষ করিলেন। জেনেভার শ্রীযুক্ত অমূল্য চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ও জামাতা তাঁহার পত্র পাইয়া দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, অন্যান্য অনেক বন্ধু-বান্ধবও দেখা শুনা করিতে আসিয়াছিলেন; অতএব বিশ্রামের সময় অল্প, আজ অনেক মিটিং ও লোকজনের সঙ্গে দেখা করার দরকার ছিল সে সকল সারিতে অনেক বিলম্ব হইল।

যথাসময়ে বম্বে মেল কলিকাতায় পৌঁছিল—ঘরে ফিরিলাম। দেখিলাম অনেক, শিখিলাম অনেক। ভাবনার ও চিন্তার নূতন সরঞ্জাম সংগ্রহ করিলাম অনেক।

তুষারসমুদ্রে অক্ষয় ঐশ্বর্য্যশালী সর্ব্বজাতির সমন্বয় তীর্থক্ষেত্র স্বাধীন স্বইজারল্যাণ্ডের কথা চিরদিন হৃদয়পটে অক্ষুণ্ণভাবে অঙ্কিত থাকিবে। চিরদিন তাহার এবং তাহার নিকট আশ্রয়প্রাপ্ত স্বাধীনতাপ্রয়াসী জাতিগণের কথা সেইরূপ অঙ্কিত থাকিবে। কে জানে স্বাধীনতাপ্রয়াসী-

দিগের বিশ্বদরবারে ভারতের স্থান কি ভাবে কবে উন্নীত হইবে। চেষ্টা হইতেছে অনেক—চেষ্টার বিফলতাও অনেক। সাফল্যকামী ভারত আশা ও প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের তুষারসমুদ্রের অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য কথার সঙ্গে মনে পড়ে—এবং সতত মনে পড়িতেছে—মহাকালের ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি। মধুর এবং উগ্রের অদ্ভুত সমবায়। গ্রন্থ শেষ সময়ে সংবাদ পাইলাম প্রতিবর্ষে যেমন হয় এবৎসরও (আগষ্ট, ১৯৩৩) তথায় তদপেক্ষা ভীষণ দৈবদুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। খ্যাতনামা সুইস পর্ব্বতারোহন বিশারদ ফ্রানজ লকম্যাটার (Franz Lochmatter) জগতের পর্ব্বতারোহন রসিকদিগকে স্তম্ভিত করিয়া পর্ব্বতারোহন সময়ে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ইঁহার ন্যায় দক্ষ ও কুশলী পর্ব্বতারোহী অতি অল্পই ছিল। ভারতের ডচ রাজদূত মিঃ ভিসার (PH. C. VISSER) সাহেবের সস্ত্রীক কারাকোরা তুষার পর্ব্বত অভিযান কালে ইনিই পথপ্রদর্শক ছিলেন। এই অভিযান উপলক্ষ করিয়া ভিসার মহোদয় যে সকল বক্তৃতা করেন তাহার এক বক্তৃতা সভায় আমি সভাপতির পদলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। তাঁহার বক্তৃতা হইতে ও বক্তৃতার পর যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল তাহা হইতে বুঝিয়া ধন্য হইয়াছিলাম যে গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্র সম্মত মত, বিজ্ঞান সম্মত। যেখানে আজ উত্তুঙ্গ হিমাচল—সেখানে ছিল বিশাল সমুদ্র। ক্রমে সমুদ্রস্থলে গিরিরাজি প্রকাশের প্রাক্কালে অদ্ভুত ও অনৈসর্গিক উপায়ে তপস ভগীরথের কৃপায় তদানীন্তন ভারত সীমান্ত হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের দয়ায় ভাগীরথী প্রকট হন। এই পৌরাণিকী কাহিনী ভিসারের মনোজ্ঞ পুস্তক ও বক্তৃতা হইতে বিজ্ঞান সম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মহামতি এচ্, জি, ওয়েলস (H. G. Wells) তাঁহার প্রসিদ্ধ সভ্যতার ইতিহাস গ্রন্থে Sir P. Ray Lankester, Sir Ernest Barker সার এইচ জনষ্টন (Sir H. Johnston)

প্রোফেসর মারে (Prof : Gilbert Murray) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সাহায্যে বিজ্ঞান সম্মত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক ভগীরথ, ভারতের পথ বিশারদ, জেনারেল উইলকক্স একথার সমর্থন করেন। Franz Lochmatterকে কেন্দ্র করিয়া এই সকল কথা বিচার ও প্রমাণ বলিয়া, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে চিত্ত ব্যথিত হইয়াছে।

এই শোকাবহ ব্যাপারেই দৈবদুর্ঘটনার শেষ হয় নাই। ইটনের ৪জন খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং ছাত্র আলপস্ পর্ব্বতের রোজেগ শৃঙ্গ (Roseg Peak) নামক তুঙ্গ তুষার শৃঙ্গ হইতে অবরোহনকালে অতর্কিতভাবে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন—মহীয়ান শিক্ষায়তনকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়াছেন। আমি ইঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও জানিতাম। একজন শ্রীমান হাউসেন—কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের অধ্যক্ষ, অতিথি বৎসল, সর্ব্বগুণোপেত ডাক্তার বাটলারের দৌহিত্র। কেম্ব্রিজ অবস্থান কালে আমি ইঁহাদের আতিথ্যে মুগ্ধ ও গৌরবান্বিত হইয়াছিলাম। তাই তাঁহাদের শোকভার আমাকেও স্পর্শ করিয়াছে।

ভারতের নাঙ্গা পর্ব্বত, গৌরীশৃঙ্গ (এভারেষ্ট) প্রভৃতি তুঙ্গ গিরিশিখর আরোহন প্রয়াসী ইউরোপও আমেরিকার অসমসাহসী পর্ব্বতবিহারীদল বর্ষে বর্ষে যে অসমসাহসিকতা, একাগ্রতা এবং শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়ের তপস্কতার পরিচয় দিতেছেন তাহা অতুলনীয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃতে আমাদের বরনীয়, ত্যাগী, সন্ন্যাসীদল চিরদিন এ-পথের পথিক, কিন্তু তাঁহাদের তপস্যার ফল সাধারণ গোচর নহে। যাঁহারা সন্ন্যাসী ও তপস্বী না হইয়াও অসাধারণ :তপস্কতার পরিচয় দিয়া প্রাণ তুচ্ছ করিয়া প্রতি বৎসর এই অত্যুগ্র সাধনার পরিচয় দিতেছেন তাঁহারা ও বরেণ্য। সকল ক্ষেত্রেই নির্জীব হৃতলক্ষ্মী ভারতবাসী তাঁহাদের অক্ষুণ্ণ

আদর্শ অনুসরণ করেন—ভগবচ্চরণে ইহাই প্রার্থনা। রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা করা ও হওয়া সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয়। জেনেভা মহাসভায় তাহার আংশিক চেষ্টা হইতেছে—তাই মহাসভার কথা ও বিপদসঙ্কুল তুঙ্গশৃঙ্গ আরোহণপ্রয়াসী মহাবীরগণের কথা যুগপৎ স্মরণ করিয়া আশান্বিত হইতেছি। ভগবান সে আশা সফল করুন।